শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

স্বর্ণ]

ভিক্ষা ৸০

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ সংস্করণ—শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪০।

হুগ্‌লী জামগ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত

শ্রীযুক্ত ঈশানকালী নন্দী মহাশয়ের পূর্ণানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।২ অপার সার্কুলার রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ,

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান

---

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

(২) শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,
৯০, নবাবপুর, ঢাকা।

(৩) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,
স্বর্গদ্বার, (পুরী)।

(৪) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,
হরহরিঘাট, (কটক)।

(৫) শ্রীভাগবত আসন,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

প্রবোধিনী কথা।

এই গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ্য নহে। যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং নামাশ্রয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহারাই এই গ্রন্থ আলোচনার অধিকারী। সাধন-ভক্তি যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সাধক। শ্রীমহাপ্রভুর এই শিক্ষা শিক্ষাষ্টকেই পাওয়া যায়। শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এই শিক্ষার আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

প্রামাণিক গ্রন্থ-মতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা যায়। বনগ্রামের নিকটস্থ বুড়ন নামে কোন গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রাক্তনীয় সংস্কারক্রমে হরিভজনে রতি হয়। গৃহত্যাগ করতঃ বেনাপুলের বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনে ও স্মরণে দিনযাপন করিতেন। কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে বেশ্যাকে তাঁহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিল, সেই বেশ্যা সুকৃতিক্রমে হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বেনাপুলের কুটীর সেই নবীন-ভক্তাকে অর্পণ করিয়া হরিদাস সে দেশ পরিত্যাগ করেন। হরিনাম গান করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া সপ্তগ্রামে শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। আচার্য্যের সহিত তিনি ঐ গ্রামের মকররীদার মজুমদারোপাধিক শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধনের সভায় যাতায়াত করিতেন।

গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক কোন ব্রহ্মবন্ধুর সহিত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিতর্ক হয়। হিরণ্য গোবর্দ্ধন সেই ব্রাহ্মণকে কর্ম্ম হইতে বর্জ্জন করিলে পর বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলৎকুষ্ঠ হয়। ঐ সময়ে গোবর্দ্ধন-পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস নিতান্ত বালকবয়সেও হরিদাসের কৃপাপ্রযুক্ত বৈষ্ণবপ্রবৃত্তি লাভ করেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর ক্লেশ শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিদাস তাঁহার সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর আশ্রয়ে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে একটি গোফা করিয়া নির্জ্জনে হরিভজন করিতে লাগিলেন। ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তিপ্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না। ভক্তিপ্রভা বিস্তৃত হওয়ায় হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের ঈর্ষা উদয় হইল; তাহারা মুলুকপতি দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বিশেষরূপে নির্য্যাতন করে। হরিদাস সর্ব্বভূতদয়ায় পরিপূর্ণ। তাহাদিগের দোষ গ্রহণ না করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ সে স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় স্বীয় গোফায় আসিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীধামে মহাপ্রভু উদয় হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর নামপ্রচারে আচার্য্যস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। পরে যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি করেন, সে সময়ে হরিদাসকে সিন্ধুবকুলে রাখেন। হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া সমারোহের সহিত সংকীর্ত্তন ও বিরহমহোৎসব সম্পাদন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ে নিজ শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হরিদাসকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া তাহার মুখে

নামতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করান। এই সকল বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে অনেকস্থলে বর্ণিত আছে। আমরা কোন সময়ে কোন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া শ্রীহরিদাস-প্রচারিত নামতত্ত্ব ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত কোন দূরদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে আমরা হরিদাস সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কতকগুলিতে সহজিয়া, বাউল এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সেগুলিকে যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিলাম। দুই একখানি গ্রন্থ শুদ্ধবৈষ্ণব-মতসম্মত বোধ হইল। একখানি গ্রন্থে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের সম্পূর্ণ রসিকার্থ পাওয়া গেল। তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল। বোধ হয় শ্রীহরিদাস কোন শুদ্ধভক্তকে নাম-শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় গুরুদেবের নামে ঐ গ্রন্থখানি রচনা করিয়া রাখেন। উক্ত গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের শ্রীহট্ট-দেশীয় তৎপ্রেরক-ভক্তবর্গকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। এই সমস্ত গ্রন্থে আমরা হরিদাসের নামসম্বন্ধে যত উপদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত এই হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে সংগ্রহ করিলাম। নিষ্কিঞ্চন ভক্তদিগের সুখবৃদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিলাম। নিষ্কিঞ্চন নামৈকপরায়ণ ব্যতীত কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি নাই এবং তাহাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কও আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না।

সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার। কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি এই একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণবসকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে

সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি পয়ারগ্রন্থ; ইহা স্ত্রী, বালক কিম্বা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সকলেই পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের ক্লেশ হইবে এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত বচনাদি উদ্ধার করিলাম না। প্রমাণমালা বলিয়া আর একখানি সংগ্রহগ্রন্থ আছে, তাহাতে এই হরিনাম-চিন্তামণির প্রত্যেক বাক্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে সেই গ্রন্থও শীঘ্র ভক্তজনের জন্য প্রকাশিত হইবে।

অকিঞ্চন দাস
শ্রীভক্তিবিনোদ।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীনামমাহাত্ম্য-সূচনা ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামগ্রহণ-বিচার ১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাভাস-বিচার ২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামাপরাধ—সাধুনিন্দা ৪০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানাপরাধ ৫৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুর্ব্ববজ্ঞা ৬৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা ৭৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামে অর্থবাদ-অপরাধ ৮৮

নবম পরিচ্ছেদ

নামবলে পাপবুদ্ধি ৯৫

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ ১০২

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান ১০৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নামাপরাধ—প্রমাদ ১১৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অহং মম ভাবাপরাধ ১২৫

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেবাপরাধ ১৩৩

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভজন-প্রণালী ১৪১

বর্ণানুসারে নির্ঘণ্ট।

অজ্ঞান কুজ্‌ঝটিকা ২৭
অচিৎ বৈভব ৭
অচিন্ত্য ভেদাভেদ ৮১
অতীন্দ্রিয়ত্ব ১১২
অনন্য ভজন ১৪
অনন্য বুদ্ধি ২৫
অনবধান ১১৭, ১২০
অনর্থনাশ ২৪,৯৬
অনুকূল বিচার ২৫
অনুভাব ১৪৭
অনুরাগ ১১৭
অপরাধ ৩৩, ৩৬, ১০১
অভক্ত ৫১
অভিধেয় ৮, ২৮
অভেদ বুদ্ধি ৬৪
অর্চ্চনমার্গ ১৪৯
অর্থবাদ ৯০
অশৌচ বাধা ২৪
অসত্তৃষ্ণা ২৮
আগ্রহ ১২২
আচার্য্যতা নামে ১৬, ১১৪, ১৩৩
আত্ম-নিবেদন ১২৮
আপন দশা ১৫৯, ১৬১
আম্নায় ৭৯
আলম্বন ১৪৬
উত্তম বৈষ্ণব ৫২
উদ্দীপন ১৪৭
উদ্ধারের উপায় ১০
উন্নতিক্রম ১৩০
উপাসনা ১৫১
উপেয় ১৪, ১০৮
ঔদাসীন্য ১১৯
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ৫১
কপটনামাসাভ ৩৬
কর্ম্মকাণ্ড ৯
কর্ম্ম ও জ্ঞানের শক্তি ৯৩
কর্ম্মফল ৯১
কর্ম্মীর গৌণপথ ১২
কর্ম্মের স্বরূপ ১০৯
কাদাচিৎকদোষ ৪৮
কৃষ্ণতত্ত্ব ৪, শক্তি ৪
কৃষ্ণ ১১, রূপ ১৮, গুণ ১৯

কৈবল্য ১১২
গুণ ১৯
গুরু আশ্রয় ৬৮
গুরু-তত্ত্ব ও পূজা ৭৪
গুরুত্যাগ ৭৫
গুরুপরীক্ষা ৭৯
গুরুযোগ্যতা ৬৯, ৭৩
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ৭৫
গুরুসেবা ৭৭
গৃহত্যাগী সাধু ৪৪
গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ৫৮
গৃহী সাধু ৪৩
গৌণনাম ২২
গৌণপথ ১১
গৌণোপায় ১১১
চিচ্ছক্তি ১৪৩
চিদ্বস্তু ১৯
চিদ্বৈভব ৫
চিদ্ব্যাপার ২০
চিন্ময় নাম ৯২
ছায়া নামাভাস ৩৪
জীবতত্ত্ব ৮১
জীব বৈভব, মুক্ত, বদ্ধ,
বহির্ম্মুখ জীব ৮
জীবশক্তি ১৪৪
জীবের গুণ ৫৫
জাড্য ১১৯
জ্ঞানকাণ্ড ১০
জ্ঞানীর গৌণপথ ১২
তামস মন্ত্র ৮৬
ত্রিবিধ বৈভব ৪
দয়া কৃষ্ণের ৯
দশমূল ৮০
দশা ১৪৫
দশাপরাধ ১৪৪
দাম্ভিকতা ৪৬
দীক্ষা ৭২
দৃঢ়বরণ ১৫৮
দেশকালবাধা ২৪
নববিধভক্তি ৮২
নামগ্রহণ ১৫
নামনিত্য ১৮
নামমুখ্যঅঙ্গ ২১
নাম রস ১২৯
নামাচার্য্যতা ১৬
নামাপরাধ ৩৩, ১৩২
নামাভাস ২২, ২৫, ২৭, ৩০, ৩৪
নামাভাসী ১০০

নামালোচনা ১৪
নামে ব্যবধান ২৩
নামের চিন্ময়ত্ব ৯২
নামের সর্ব্বমূলত্ব ২০
নামের স্বরূপ ১৭, ১০৮
নিত্যমুক্তভেদ ৮১
নিত্যবদ্ধ ৮১
নিষ্কপট নাম ১২৩
নিষ্কপট বিশ্বাস ২৫
পঞ্চদশা ১৫৪
পরতত্ত্ব ৭
পরিহাস ৩১, ৩২
পাপগন্ধ ৪৫, ৯৭
পাপাচরণ ৯৮
প্রক্রিয়া ১২২
প্রতিকূল বর্জ্জন ২৫
প্রতিবিম্ব নামাভাস ৩৫
প্রমাণ ৭৯
প্রমাদ ৯৮, ১১৬
প্রমেয় সম্বন্ধ জ্ঞান ৮২
প্রয়োজন ২৮, ৮৩
প্রাকৃত বৈভব ৫১
প্রাকৃত শুভকর্ম্ম ৯
প্রেম ৮৩
বদ্ধজীব ৮, ৮১
বরণ দশা ১৫৫
বর্ণচতুষ্টয় ৬১
বহির্ম্মুখ জীব ৮
বিক্ষেপ ১২১
বিভাব ১৪৬
বিষ্ণুগুণ ৫৬
বিষ্ণুজ্ঞান ৬২
বিষ্ণুতত্ত্ব ৬, ৫৫
বেদবিরুদ্ধবাদ ৮৩
বৈভব ৪
বৈরাগীগুরু ৭১
বৈষ্ণবপ্রায় ২০, ৫১
বৈষ্ণবলক্ষণ ১৬
বৈষ্ণবতর-তম ১৭
ব্যতিরেকভাব ১৩২
ব্যবহিত নাম ২৩
ব্রহ্মতত্ত্ব ৬৩
ব্রহ্মবস্তু ১১
ব্রহ্মলয় সুখ ১৪
ভক্তিক্রিয়া ১৪৬
ভক্তিস্বরূপ ১৪৫
ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ১১
ভজননৈপুণ্য ১৩১

ভাবতত্ত্ব ১৪৭, ১৫৫
ভাবসেবা ১৩৯
ভাবার্জ্জন ৬১
ভাবোদয় ১৩০
মধ্যম বৈষ্ণব ৫২
মর্কট বৈরাগ্য ৯৯
মায়াতত্ত্ব ৭, ১৪৩
মায়াদেবী ৮৪, ৮৭
মায়াবাদ ২৩, ৩৭, ৬২, ৬৫, ৭৩
মুক্তজীব ৮, ৮১
যুগধর্ম্ম ১১৫
রসগুণস্বরূপ ১৪৫
রসতত্ত্ব ১৪২, ১৪৫
রসের বিভাগ ১৪৭
রুচি ১৫৭
রূপ নিত্য ১৮
লিঙ্গভঙ্গ ১৫২
লীলা ১৯
শক্তিসঞ্চার ৪৮
শরণাপত্তি ১২৫
শিক্ষা ৭২
শিষ্য ৬৫
শুদ্ধ সত্ত্ব ৬, ১১০
শুভকর্ম্ম ৯, ১০৯
শ্রদ্ধা ২৪, ১০৩
শ্রবণদশা ১৫৫
সঙ্কেত ৩১, ৩২
সত্ত্ব ৬, ৭
সম্বন্ধ ২৯
সাধক ১১৭
সাধন ১৪, ১৫৩
সাধ্য ১৪
সাধুনিন্দা ৪০, ৪১, ৫৩
সাধুনির্ণয় ৪১, ৪৬
সাযুজ্য ৩৮, ১১২
সিদ্ধভাব ১৫৭
সিদ্ধা ১৬৩
সুকৃতি ১১
সুপাত্র বিচার ৭০
সেবাপরাধ ১৩৪
স্তোভ ৩১, ৩২
স্ত্রীসঙ্গী ৫০
স্থায়িভাব ১৪৭
স্মরণদশা ১৬০, ১৬১
স্বরূপ ভেদ ১৭
স্বাভাবিক উপাসক ১৫১
হরি একপরতত্ত্ব ৮০
হেলা ৩১, ৩২, ৩৪

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনামমাহাত্ম্য-সূচনা।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

লবণ জলধি তীরে, নীলাচলে শ্রীমন্দিরে,
দারুব্রহ্ম পুরুষপ্রধান।
জীবে নিস্তারিতে হরি, অর্চ্চারূপে অবতরি,
ভোগ মোক্ষ করেন প্রদান॥
সেই ধামে শ্রীচৈতন্য, মানবে করিতে ধন্য,
সন্ন্যাসী রূপেতে ভগবান্।
কলিতে যে যুগধর্ম্ম, বুঝাইতে তার মর্ম্ম,
কাশী মিশ্র ঘরে অধিষ্ঠান॥

নিজ ভক্তবৃন্দ লয়ে, নিজে কল্পতরু হয়ে,
কৃষ্ণপ্রেম দেন সর্ব্বজনে।
নানামতে ভক্তমুখে (১) ভক্তিকথা শুনি সুখে,
জীব শিক্ষা দেন সুযতনে॥
একদিন ভগবান্, সমুদ্রে করিয়া স্নান,
শ্রীসিদ্ধ বকুলে হরিদাসে।
মিলি আনন্দিত মনে, জিজ্ঞাসিলা সযতনে,
কিসে জীব তরে অনায়াসে॥
প্রভুর চরণ ধরি, অনেক বিনয় করি,
গলদশ্রু পুলক শরীর।
হরিদাস মহাশয়, কাঁদিতে কাঁদিতে কয়,
প্রভু তব লীলা সুগভীর॥
আমি অতি অকিঞ্চন, নাহি মোর বিদ্যাধন,
তব পদ আমার সম্বল।
এহেন অযোগ্য জনে, প্রশ্ন করি অকারণে,
বল প্রভু হবে কিবা ফল॥
তুমি কৃষ্ণ স্বয়ং প্রভো, জীব উদ্ধারিতে বিভো,
নবদ্বীপ ধামে অবতার।

---

(১) শ্রীরামানন্দ রায় মুখে রসকথা; শ্রীসার্ব্বভৌম মুখে মুক্তিতত্ত্ব কথা; শ্রীরূপের মুখে রস বিচার ও শ্রীহরিদাসের মুখে নামমাহাত্ম্য।

কৃপা করি রাঙ্গা পায়, রাখ মোরে গৌর রায়,
তবে চিত্ত প্রফুল্ল আমার ॥
তোমার অনন্ত নাম, তবানন্ত গুণগ্রাম,
তব রূপ সুখের সাগর।
অনন্ত তোমার লীলা, কৃপা করি প্রকাশিলা,
তাই আস্বাদয়ে এ পামর (২) ॥
চিন্ময় ভাস্কর তুমি, কিরণের কণ আমি,
তুমি প্রভু, আমি নিত্যদাস।
চরণ পীযূষ তব, মম সুখ সুবৈভব,
তব নামামৃতে মোর আশ ॥
এমত অধম আমি, কি বলিতে জানি স্বামি,
তবু আজ্ঞা করিব পালন।
যা বলাবে মোর মুখে, তোমারে বলিব সুখে,
দোষ গুণ না করি গণন ॥

---

(২) তুমি কৃপা করিয়া তোমার চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা এই জড়বিশ্বে উদয় করাইয়াছ বলিয়া আমার ন্যায় জীব সকল তাহা আস্বাদন করিতেছে। জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।

কৃষ্ণতত্ত্ব,

এক মাত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর (৩)।
নিত্য শক্তিযোগে কৃষ্ণ বিভু পরাৎপর ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণশক্তি,

কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণ হইতে না হয় স্বতন্ত্র।
যেই শক্তি সেই কৃষ্ণ কহে বেদমন্ত্র ॥
কৃষ্ণ বিভু, শক্তি তাঁর বৈভব স্বরূপ।
অনন্ত বৈভবে কৃষ্ণ হয় একরূপ ॥

ত্রিবিধ বৈভব,

শক্তির প্রকাশ যেই সেইত বৈভব।
বিভুর বৈভব মাত্র হয় অনুভব ॥

---

(৩) স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ কৃষ্ণ। তিনি স্বভাবতঃ অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। ইচ্ছাময় চৈতন্যই বস্তু। শক্তি তাঁহার ধর্ম্ম; সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নয়। শক্তিই বিভুচৈতন্যের বৈভব। অনন্তবৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞানচর্চ্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ তাহা পরব্রহ্ম তত্ত্বের প্রভা স্বরূপ। অষ্টাঙ্গ যোগে অন্য সমস্ত সত্তার অন্তর্যামী সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে জগদনুস্যূত পরমাত্মা বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ তাহাও কৃষ্ণের এক অংশ জ্ঞানমাত্র। সুতরাং ব্রহ্মও পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বরূপগত খণ্ড ভাবদ্বয়। কৃষ্ণই ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন পূর্ণচৈতন্য ইচ্ছাময় পুরুষ সর্ব্বদা সত্যসঙ্কল্প।

বৈভব ত্রিবিধ তব গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চিদচিৎ জীব তিন শাস্ত্রের গোচর (৪) ॥

চিদ্বৈভব,

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আদি যত কৃষ্ণধাম।
গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি আদি যত নাম ॥
দ্বিভুজ মুরলীধর আদি যত রূপ।
ভক্তানন্দপ্রদ আদি গুণ অপরূপ ॥
ব্রজে রাসলীলা নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন।
এইরূপ কৃষ্ণলীলা বিচিত্র গণন (৫) ॥
এ সমস্ত চিদ্বৈভব অপ্রাকৃত হয়।
আসিয়াও এ প্রপঞ্চে প্রাপঞ্চিক নয় ॥

---

(৪) কৃষ্ণের বৈভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ চিদ্বৈভব, অচিৎ অর্থাৎ মায়া বৈভব এবং জীব বৈভব।

(৫) চিদ্বৈভব সমস্তই কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের পরাশক্তি। পূর্ণচিচ্ছক্তি পরিণামই চিদ্বৈভব। চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের চিদ্ধাম সমূহ, চিন্নামনিচয়, চিৎস্বরূপগণ এবং সর্ব্বপ্রকার চিল্লীলা সামগ্রী সমুদয়ই চিদ্বৈভব। চিচ্ছক্তির সন্ধিনীপ্রভাব হইতে সত্তা সমূহ, সম্বিৎ প্রভাব হইতে জ্ঞান সমূহ এবং হ্লাদিনী প্রভাব হইতে আনন্দজনক ভাব সম্বন্ধ ও রস উদিত হইয়াছে। যোগমায়া চিচ্ছক্তির সমস্ত পরিণতিই জড়ীয় দেশ কাল ও গুণের অতীত, সর্ব্বদা শুদ্ধ সুখময়।

চিদ্ব্যাপার সমুদয় বিষ্ণুতত্ত্বসার।
বিষ্ণুপদ বলি বেদে গায় বার বার॥

কৃষ্ণের চিদ্বিভুতাই বিষ্ণুতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্ব,

নাহি তাহে জড়ধর্ম্ম মায়ার বিকার।
জড়াতীত বিষ্ণুতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বসার॥
শুদ্ধ সত্ত্ব রজস্তম গন্ধবিরহিত।
রজস্তম মিশ্র মিশ্রসত্ত্ব সুবিদিত (৬)॥
গোবিন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ, কারণোদশায়ী।
গর্ভোদকশায়ী আর ক্ষীরসিন্ধুস্থায়ী॥
আর যত স্বাংশ পরিচিত অবতার।
সেই সব শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুতত্ত্বসার॥

---

(৬) সত্ত্ব দুইপ্রকার অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্ব। চিদ্বৈভব স্থিত সমস্ত সত্ত্বই শুদ্ধসত্ত্ব। জড়জগতের সমস্ত সত্ত্বই মিশ্রসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বে রজঃ ও তমঃ নাই। জন্মই রজঃ। অনাদি চিন্ময় সত্ত্বায় জন্ম ধর্ম্ম রূপ রজঃ নাই, বিনাশ ধর্ম্মরূপ তমঃও নাই তাহা নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ সকল স্বতঃ শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছে; গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান সংযোগে রজস্তম মিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা শুদ্ধসত্ত্ব মায়ার ঈশ্বর। মায়া তাঁহার পরিচারিকা।

গোলোকে বৈকুণ্ঠে আর কারণ সাগরে।
অথবা এ জড়ে থাকে বিষ্ণু নাম ধরে॥
প্রবেশি এ জড় বিশ্ব মায়ার অধীশ।
বিষ্ণুনাম প্রাপ্ত বিভু সর্ব্বদেব ঈশ (৭)॥
মায়ার ঈশ্বর মায়ী শুদ্ধসত্ত্বময়।

মিশ্রসত্ত্ব,

মিশ্রসত্ত্ব ব্রহ্মা শিব আদি সব হয়॥

চিদ্বৈভবের বিস্তৃতি,

এ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্ব আর বিষ্ণুধাম।
তব চিদ্বৈভব নাথ তব লীলাগ্রাম॥

অচিদ্বৈভব মায়াতত্ত্ব,

বিরজার এই পারে যত বস্তু হয়।
অচিৎ বৈভব তব চৌদ্দলোকময়॥
মায়ার বৈভব বলি বলে দেবীধাম।
পঞ্চভূত মনোবুদ্ধি অহঙ্কার নাম (৮)॥

---

(৭) এই প্রাপঞ্চিক জগতে চিদ্বৈভব অবতীর্ণ হইয়াও প্রাপঞ্চিক হয় না, চিদ্বৈভবই থাকে। ইহা অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়, চিদ্বস্তু শুদ্ধসত্ত্ব।

(৮) পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী ও পঞ্চভূতময় বদ্ধজীবের স্থূল দেহ এই সকল স্থূল। মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারময় জীবের বাসনা-দেহই লিঙ্গ-দেহ এই সমস্তই প্রাকৃত। চিৎকণ জীবের যে শুদ্ধসত্ত্বা তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বময় মনবুদ্ধি ও অহঙ্কার আছে, তাহা চিন্ময় এবং লিঙ্গ দেহ হইতে বিলক্ষণ।

এ ভূর্ল্লোক ভুবর্লোক আর স্বর্গলোক।
মহর্ল্লোক জন-তপ-সত্য-ব্রহ্মলোক॥
অতল, সুতল আদি নিম্ন লোক সাত।
মায়িক বৈভব তব শুন জগন্নাথ॥
চিদ্বৈভব পূর্ণতত্ত্ব মায়া ছায়া তার।

জীব বৈভব,

চিদনুস্বরূপ জীব বৈভব প্রকার॥
চিদ্ধর্ম্মবশতঃ জীব স্বতন্ত্র গঠন।
সংখ্যায় অনন্ত সুখ তার প্রয়োজন॥

মুক্তজীব,

সেই সুখহেতু যারা কৃষ্ণেরে বরিল।
কৃষ্ণপারিষদ মুক্তরূপেতে রহিল॥

বদ্ধ বা বহির্ম্মুখ জীব,

যারা পুন নিজ সুখ করিয়া ভাবনা।
পার্শ্বস্থিতা মায়া প্রতি করিল কামনা॥
সেই সব নিত্যকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হৈল।
দেবীধামে মায়াকৃত শরীর পাইল॥
পুণ্যপাপকর্ম্মচক্রে পড়িয়া এখন।
স্থূল লিঙ্গ দেহে সদা করেন ভ্রমণ॥
কভু স্বর্গে উঠে কভু নিরয়ে পড়িয়া।
চৌরাশি লক্ষ যোনি ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥

তথাপি কৃষ্ণদয়া,

তুমি বিভু তোমার বৈভব জীব হয় (৯)।
দাসের মঙ্গল চিন্তা তোমার নিশ্চয়॥
দাস যাহা সুখ মানি করে অন্বেষণ।
তুমি তাহা কৃপা করি কর বিতরণ॥

প্রাকৃত শুভকর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ড,

মায়ার বৈভবে যে অনিত্য সুখ চায়।
তোমার কৃপায় সে অনায়াসে পায়॥
সেই সুখ প্রাপ্ত্যুপায় শুভকর্ম্ম যত।
নিরমিলে ধর্ম্ম-যজ্ঞ-যোগ-হোম-ব্রত॥
সেই সব শুভকর্ম্ম সদা জড়ময়।
চিন্ময়ী প্রবৃত্তি তাহে কভু না মিলয় (১০)॥

---

(৯) জীব যে অবস্থায় যেখানে থাকেন, কৃষ্ণ তাহার সখারূপে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল সেই অবস্থায় সেই খানে দিয়া থাকেন। জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, কৃষ্ণ ঈশ, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ নিয়ন্তা, জীব নিয়াম্য। কৃষ্ণ স্বতন্ত্র, জীব কৃষ্ণপরতন্ত্র। কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস। কৃষ্ণ ফলদাতা, জীব ফলভোক্তা।

(১০) ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমাদি। যজ্ঞ, অগ্নিষ্টোমাদি। যোগ, অষ্টাঙ্গাদি। হোম, হবনাদি। ব্রত, দর্শপৌর্ণমাস্যাদি। শুভকর্ম্ম ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি জড় দ্রব্য কাল ও দেশের আশ্রয়ে শুভ কর্ম্ম কৃত হয়। বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া সেই সব কর্ম্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই, চিৎপ্রবৃত্তিরহিত ব্যক্তিদিগের এ বিষয়টী অনুভূত হয় না।

তাহার সাধনে সাধ্য জড়ময় ফল।
উচ্চলোক ভোগ সুখ তাহাতে প্রবল ॥
সেই সব কর্ম্মভোগে নাহি আত্মশান্তি।
তাহাতে প্রয়াস করা অতিশয় ভ্রান্তি ॥
সেই সব শুভকর্ম্ম উপায় হইয়া।
অনিত্য উপেয় সাধে লোকসুখ দিয়া (১১) ॥

সেই অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায়,

কভু যদি সাধুসঙ্গে জানিতে সে পারে।
আমি জীব কৃষ্ণদাস, যায় মায়া পারে ॥
সে বিরল ফল মাত্র সুকৃতিজনিত।
তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডে নাহি করিলে বিহিত ॥

জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মলয় সুখ,

আর যিনি মায়ার যন্ত্রণামাত্র জানি।
মুক্তিলাভে যত্নবান্ তিনি হন জ্ঞানী ॥
সে সব লোকের জন্য তুমি দয়াময়।
জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মবিদ্যা দিয়াছ নিশ্চয় ॥
সেই বিদ্যা মায়াবাদ করিয়া আশ্রয়।
জড় মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে জীব হয় লয় ॥

---

(১১) লোকসুখ—স্বর্গাদিলোকে যে অনিত্য সুখ পাওয়া যায় তাহাই লোকসুখ। চিৎসুখ তাহা হইতে বিলক্ষণ।

ব্রহ্মবস্তু কি ?

সেই ব্রহ্ম তব অঙ্গকান্তি জ্যোতির্ম্ময়।
বিরজার পারে স্থিত তাতে হয় লয়॥
যে সব অসুরে বিষ্ণু করেন সংহার।
তাহারাও সেই ব্রহ্মে যায় মায়াপার॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ,

কর্ম্মী জ্ঞানী উভয়েই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
কভু নাহি আস্বাদয় কৃষ্ণদাস্যসুখ॥

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি,

ভক্তির উন্মুখী সেই সুকৃতি প্রধান।
তার ফলে জীব ভক্তসাধুসঙ্গ পান (১২)॥
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করে।
নামে রুচি, জীবে দয়া, ভক্তি পথ ধরে॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রতি কৃপায় গৌণপথ বিধান,

দয়ার সাগর তুমি জীবের ঈশ্বর।
কর্ম্মী জ্ঞানী বহির্ম্মুখ উদ্ধারে তৎপর॥
কর্ম্মপথে জ্ঞানপথে পথিক যে জন।
তাহার উদ্ধার লাগি তোমার যতন॥

---

(১২) সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফলভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। শেষ প্রকার সুকৃতিতে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি।

সেই সেই পথিকের মঙ্গল চিন্তিয়া।
গৌণভক্তিপথ এক রাখিল করিয়া (১৩)॥

কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মের গৌণভক্তিপথ,

কর্ম্মী বর্ণাশ্রমে থাকি সাধুসঙ্গ করি।
কর্ম্ম মাঝে ভক্তি করে গৌণ পথ ধরি॥
তার কৃত কর্ম্ম সব হৃদয় শোধিয়া।
তিরোহিত হয় শ্রদ্ধা-বীজে স্থান দিয়া॥

জ্ঞানীর গৌণপথ,

জ্ঞানী সুকৃতির বলে ভক্তের কৃপায়।
অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা অনায়াসে পায় (১৪)॥
তুমি বল মোর দাস মায়ার বিপাকে।
চাহে অন্য তুচ্ছ ফল ছাড়িয়া আমাকে॥
আমি জানি তার যাতে হয় সুমঙ্গল।
ভুক্তি মুক্তি ছাড়াইয়া দিই ভক্তি ফল॥

গৌণপথের প্রক্রিয়া,

তার কাম অনুসারে চালাঞা তাহারে।
গৌণপথে ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা দিই তারে॥

---

(১৩) বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ ব্রতই কর্ম্মমার্গীয় গৌণভক্তিপথ।

(১৪) ভক্তসাধুসঙ্গাদিই জ্ঞানমার্গের গৌণ ভক্তিপথ। শুদ্ধভক্তির প্রাপ্ত্যুপায় বর্ণনে রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু এই দুই গৌণ পথকে 'বাহ্য' বলিয়া অনাদর করিয়াছেন।

এ তোমার কৃপা প্রভু তুমি কৃপাময়।
কৃপা না করিলে কিসে জীব শুদ্ধ হয়॥

কলিতে গৌণপথের দুর্দ্দশা,

সত্যযুগে ধ্যানযোগে কত ঋষিগণে।
শুদ্ধ করি দিলে প্রভু নিজ ভক্তি ধনে॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ কর্ম্মে অনেক শোধিলে।
দ্বাপরে অর্চ্চনমার্গে ভক্তি বিলাইলে॥
কলি আগমনে নাথ জীবের দুর্দ্দশা।
দেখি জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ছাড়িল ভরসা॥
অল্প আয়ু, বহু পীড়া, বল বুদ্ধি হ্রাস।
এই সব উপদ্রব জীবে কৈল গ্রাস॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর সাংখ্য যোগ জ্ঞান।
কলিজীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান,
জ্ঞানকর্ম্মগত যে ভক্তির গৌণপথ।
কণ্টকে সঙ্কীর্ণ হঞা হইল বিপথ (১৫)॥

---

(১৫) জ্ঞানচর্চ্চা সময়ে প্রকৃত সাধুসঙ্গ এবং নিষ্কাম ও ঈশ্বরার্পিত যোগের দ্বারা ভক্তিদেবীর মন্দিরাভিমুখে গমনের যে দুইটী গৌণপথ ছিল তাহা কলিকালে দূষিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধুর পরিবর্ত্তে ধর্ম্মধ্বজীর প্রাবল্য। বিষয় ভোগের লালসায় কর্ম্ম দ্বারা, কেবল হৃদ্বিশুদ্ধির অনাদর প্রবল। সুতরাং গৌণপথ দ্বারা আর মঙ্গল হয় না। দ্বাপরে যে মুখ্য পথ-রূপ অর্চ্চন প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাও নানা দৌরাত্ম্যে দূষিতপ্রায় হইল।

পৃথক্ উপায় ধরি উপেয় সাধনে।
বিঘ্ন বহুতর হৈল জীবের জীবনে (১৬) ॥

নামালোচনার মুখ্যপথ,

প্রভু তুমি জীবের মঙ্গল চিন্তা করি।
কলিযুগে নাম সঙ্গে স্বয়ং অবতরি ॥
যুগধর্ম্ম প্রচারিলে নামসংকীর্ত্তন।
মুখ্যপথে জীব পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
নামের স্মরণে আর নাম সংকীর্ত্তন।
এই মাত্র ধর্ম্ম জীব করিবে পালন ॥

সাধ্য-সাধন ও উপায়-উপেয়ের অভেদতাক্রমে নামের মুখ্যতা,

যেইত সাধন সেই সাধ্য যবে হৈল।
উপায় উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল ॥

---

(১৬) যাঁহার অবলম্বনে উপেয় বস্তু পাওয়া যায় তাহাই উপায়। উপায় সাধন দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহাই উপেয়। সাধনের নামান্তর উপায়। সাধ্যের নামান্তর উপেয়। পরমেশ্বর প্রসাদই সর্ব্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয়। কেন না তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম সাধন সেরূপ নয়। নাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। সুতরাং সাধ্যও উপেয়রূপে সাধন বা উপায় রূপ নাম স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। এই তত্ত্বটী বিশেষ সৌভাগ্য বলেই জানা যায়।

সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব তোমার কৃপায়॥
আমিত অধম অতি মজিয়া বিষয়ে।
না ভজিনু নাম তব অতি মূঢ় হয়ে॥
দর দর ধারা চক্ষে ব্রহ্ম হরিদাস।
পড়িল প্রভুর পদে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
হরি ভক্ত ভক্তি মাত্রে বিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি জীবন তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ নামমাহাত্ম্যসূচনং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নামগ্রহণ-বিচার।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥
মহাপ্রেমে হরিদাস করেন রোদন।
প্রেমে তারে গৌরচন্দ্র দিলা আলিঙ্গন॥

বলেন, তোমার সম ভক্ত কোথা আর।
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা তুমি সদা মায়াপার॥

অনন্য ভজনের শ্রেষ্ঠতা,

নীচকুলে অবতরি দেখালে সকলে।
ধনে মানে কুলে শীলে কৃষ্ণ নাহি মিলে॥
অনন্য ভজনে যাঁর শ্রদ্ধা অতিশয়।
দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই মহাশয়॥

শ্রীহরিদাসের নামাচার্য্যতা,

নামতত্ত্ব সর্ব্ব সার তোমার বিদিত।
আচারে আচার্য্য তুমি প্রচারে পণ্ডিত॥
বল হরিদাস নামমহিমা অপার।
শুনিয়া তোমার মুখে আনন্দ আমার॥

বৈষ্ণবলক্ষণ,

এক নাম যার মুখে বৈষ্ণব সে হয়।
তারে গৃহী যত্ন করি মানিবে নিশ্চয় (১)॥

---

(১) কুলীনগ্রামীর প্রশ্নে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—
"প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"—চৈঃ চঃ মধ্যলীলা।

বৈষ্ণবতর লক্ষণ,

নিরন্তর যার মুখে শুনি কৃষ্ণনাম।
সেই সে বৈষ্ণবতর সর্ব্বগুণধাম॥

বৈষ্ণবতম লক্ষণ,

বৈষ্ণব উত্তম সেই যাহারে দেখিলে।
কৃষ্ণনাম আসে মুখে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥
হেন কৃষ্ণনাম জীব কিরূপে করিবে।
তাহার বিধান তুমি আমারে বলিবে॥
কর যুড়ি হরিদাস বলেন বচন।
প্রেমে গদ গদ স্বর সজল নয়ন॥

নামের স্বরূপ,

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অনাদি চিন্ময় (২)।
যেই কৃষ্ণ সেই নাম এক তত্ত্ব হয়॥
চৈতন্য বিগ্রহ নাম নিত্যমুক্ততত্ত্ব।
নাম নামী ভিন্ন নয়, নিত্য শুদ্ধ সত্ত্ব॥
এ জড় জগতে তার অক্ষয় আকার।
রসরূপে রসিকেতে সত্ত্ব অবতার॥

---

(২) চিন্তামণি সকলই দিতে পারেন। কৃষ্ণনামচিন্তামণিও কামীজনকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করেন এবং নিষ্কামীজনকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

কৃষ্ণ বস্তু হয় চারি ধর্ম্মে পরিচিত (৩) ॥
নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, অনাদি বিহিত ॥

নাম নিত্যসিদ্ধ,

নিত্য বস্তু রস রূপ কৃষ্ণ সে অদ্বয়।
সেই চারি পরিচয়ে বস্তু সিদ্ধ হয় ॥
সন্ধিনী শক্তিতে তাঁর চারি পরিচয়।
নিত্যসিদ্ধরূপে খ্যাত সর্ব্বদা চিন্ময় ॥
কৃষ্ণ আকর্ষয়ে সর্ব্ব বিশ্বগত জন।
সেই নিত্য ধর্ম্মগত কৃষ্ণনাম ধন ॥

কৃষ্ণরূপ নিত্য,

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ হৈতে সর্ব্বদা অভেদ।
নাম রূপ এক বস্তু নাহিক প্রভেদ ॥
শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সঙ্গে সঙ্গে।
রূপ নাম ভিন্ন নয়, নাচে নানা রঙ্গে ॥

---

(৩) বস্তুমাত্রই নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা পরিচিত। কৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু। সুতরাং তাঁহাতেও নাম রূপ গুণ ও লীলা এই চারিটী পরিচায়ক। যাহাতে এই চারি পরিচয় অভাব সেটি বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যথা ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্ম বস্তু নন, কেবল ভগবত্তত্ত্বের একটী ব্যতিরেক পরিচায়ক মাত্র।

কৃষ্ণগুণ নিত্যত্ব,

কৃষ্ণ গুণ চতুঃষষ্টি অনন্ত অপার (৪)।
যাঁর নিজ অংশ রূপে সব অবতার ॥
যাঁর গুণ অংশে ব্রহ্মা শিবাদি ঈশ্বর।
যাঁর গুণে নারায়ণ ষষ্টি গুণেশ্বর ॥
সেই সব নিত্যগুণে নিত্য নাম তাঁর।
অনন্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠ ব্যাপার ॥

কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব,

সেই গুণ তরঙ্গেতে লীলার বিস্তার।
গোলকে বৈকুণ্ঠ ব্রজ সব চিদাকার ॥

চিদ্বস্তুতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা বস্তু হইতে পৃথক্ নয়,

নাম-রূপ-গুণ-লীলা অভিন্ন উদয়।
অচিৎ সম্পর্কে বদ্ধ জীবে ভিন্ন হয় (৫) ॥

---

(৪) পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রমাণ মালা দেখুন। কৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পূর্ণরূপে বিরাজমান। নারায়ণ হইতে রামাদি অবতার পর্য্যন্ত স্বাংশ বিলাসতত্ত্বে ষষ্টিগুণ প্রকাশিত। গিরীশাদি দেবতায় পঞ্চ পঞ্চাশদ্ গুণ আংশিকরূপে প্রকট। সাধারণ জীবে কেবল পঞ্চাশদ্ গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে লক্ষিত। বিষ্ণুতত্ত্ব মধ্যেও কৃষ্ণে চারিটি অসাধারণ গুণ তাঁহাকে সেই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপে পরিচয় দেয়।

(৫) কৃষ্ণ বিভু-চৈতন্য। অতএব তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁহার চিন্ময়স্বরূপ হইতে অভিন্ন। জীব চৈতন্যকণ সুতরাং শুদ্ধাবস্থায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম তাঁহার চৈতন্যকণ স্বরূপ হইতে স্বভাবতঃ অপৃথক্। বদ্ধজীব অচিৎ জগতে স্থূললিঙ্গ দেহ পাইয়া স্ব স্বরূপ হইতে

শুদ্ধ জীবে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া এক।
জড়াশ্রিত দেহে ভেদ এই সে বিবেক॥
কৃষ্ণে নাহি জড় গন্ধ অতএব তাঁয়।
নাম-রূপ-গুণ লীলা একতত্ত্ব ভায়॥

নামের সর্ব্বমূলত্ব,

এই চারি পরিচয় মধ্যে নাম তাঁর।
সকলের আদি সে প্রতীতি সবাকার॥
অতএব নাম মাত্র বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
নামে প্রস্ফুটিত হয় রূপ, গুণ, কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নামে বিদ্যমান।
নাম সে পরম তত্ত্ব তোমার বিধান॥

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়ে ভেদ আছে,

সেই নাম বদ্ধ জীব শ্রদ্ধা সহকারে।
শুদ্ধ রূপে লইলে বৈষ্ণব বলি তারে॥
নামাভাস যার হয় সে বৈষ্ণব-প্রায়।
নামকৃপা-বলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায়॥

এই মায়িক জগতে কৃষ্ণনাম ও জীব এই দুইটিমাত্র চিদ্ব্যাপার,

নাম সম বস্তু নাই এ ভব সংসারে।
নাম সে পরম ধন কৃষ্ণের ভাণ্ডারে॥

পৃথক্ নাম রূপ গুণ কর্ম্ম পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিড়ম্বনা। কৃষ্ণ-কৃপায় মুক্ত হইলে আর সেইরূপ থাকিবে না।

জীব নিজে চিদ্ব্যাপার কৃষ্ণনাম আর।
আর সব প্রাপঞ্চিক জগৎ সংসার (৬) ॥

মুখ্য, গৌণ ভেদে নাম দুই প্রকার;

মুখ্য ও গৌণ ভেদে কৃষ্ণ নাম দ্বিপ্রকার।
মুখ্যনামাশ্রয়ে জীব পায় সর্ব্বসার ॥
চিল্লীলা আশ্রয় করি যত কৃষ্ণ নাম।
সেই সেই মুখ্য নাম সর্ব্বগুণধাম ॥

মুখ্য নাম,

গোবিন্দ গোপাল রাম শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ হরি যশোমতী-প্রাণধন ॥
মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব।
গোপীনাথ ব্রজগোপ রাখাল যাদব ॥
এইরূপ নিত্য লীলা প্রকাশক নাম।
এসব কীর্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম ॥

---

(৬) এই জড়জগতে সকলই মায়িক, জড়ময়। জীব কৃষ্ণেচ্ছায় এখানে বদ্ধ হইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র এই জড়জগতের চিদ্ব্যাপার। কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এ জগতে দ্বিতীয় চিদ্ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই জগতে দুইটী মাত্র চিত্তত্ত্ব অর্থাৎ জীব ও কৃষ্ণনাম। ব্রহ্মাদি দেবগণ এ স্থলে বিভিন্নাংশ বলিয়া জীব মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

গৌণ নাম ও তাহার লক্ষণ,

জড়া প্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত॥
সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা ব্রহ্মা স্থিতিকর।
জগৎ সংহর্ত্তা পাতা যজ্ঞেশ্বর হর॥

মুখ্য ও গৌণ নামের ফলভেদ,

এইরূপ নাম, কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডগত।
পুণ্য মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত॥
নামের যে মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেমধন।
তার মুখ্য নামে মাত্র লভে সাধুগণ (৭)॥

নাম ও নামাভাসমাত্র ফলভেদ,

এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়।
অথবা শ্রবণ পথে অন্তরেতে যায়॥
শুদ্ধ বর্ণ হয় বা অশুদ্ধ বর্ণ হয়।
তাতে জীব তরে এই শাস্ত্রের নির্ণয়॥
কিন্তু এক কথা ইথে আছে সুনিশ্চিত।
নামাভাস হইলে বিলম্বে হয় হিত॥
নামাভাস হইলেও অন্য শুভ হয়।
প্রেমধন কেবল বিলম্বে উপজয়॥

---

(৭) কৃষ্ণের গৌণ নাম হইতে পুণ্য ও মোক্ষরূপ ফলোদয় হয়। কৃষ্ণের মুখ্য নামই কেবল প্রেমদানে সমর্থ।

নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়।
তখনই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লভয়ে নিশ্চয় (৮) ॥

ব্যবহিত বা ব্যবধানে দোষ জন্মে,

কিন্তু ব্যবহিত হলে হয় অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় প্রেমলাভে বাধ ॥
নাম নামী ভেদ বুদ্ধি ব্যবধান হয়।
ব্যবহিত থাকিলে কদাপি প্রেম নয় ॥

ব্যবধান দুই প্রকার,

বর্ণ ব্যবধান আর তত্ত্ব ব্যবধান।
ব্যবধান দ্বিপ্রকার বেদের বিধান ॥

মায়াবাদই নামে তত্ত্ব ব্যবধান করে,

তত্ত্ব ব্যবধান মায়াবাদ দুষ্ট মত।
কলির জঞ্জাল এই শাস্ত্র অসম্মত (৯) ॥

---

(৮)- নামাভাস দ্বারা সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব্ব পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধনাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন। তখন শুদ্ধ নাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।

(৯) বর্ণ ব্যবধান এইরূপ 'হঠিকরি' এই স্থানে প্রথম ও শেষ অক্ষরে হরি শব্দ হইলেও 'ঠিক' এই ব্যবধান মধ্যে থাকায় নামফলের প্রতিবন্ধক হইল। হারাম শব্দে সেরূপ ব্যবধান নাই। অতএব হারাম এই সাঙ্কেতিক অর্থ যোগে মুক্তিফলপ্রদ হয়। তত্ত্বব্যবধান অতিশয় দুষ্ট। বস্তুতঃ কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। যদি কেহ মায়াবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণনামকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কল্পিত বলিয়া জানেন তবে তাহার তত্ত্ব ব্যবধান হইল। তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়।

ব্যবধানাবিদ্ধ নামই শুদ্ধ নাম,

অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণনাম যাঁর মুখে।
তাঁহাকে বৈষ্ণব জানি সদা সেবি সুখে॥

অনর্থ যত নষ্ট হয় ততই নামাভাসত্ব দূর হয় ও চিন্ময়নাম প্রকাশ পায়,

নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে।
সদ্‌গুরু সেবিবে জীব যত্ন সহকারে॥
ভজনে অনর্থ নাশ যেই ক্ষণে পায়।
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায়॥
নাম সে অমৃত ধারা নাহি ছাড়ে আর।
নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার॥
নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন॥

যাহার নামে শ্রদ্ধা হয় তাহারই নামে অধিকার হইয়া থাকে, নামে সর্ব্বশক্তি আছে,

নামে অধিকার নরমাত্রে কৈলে দান।
সর্ব্বশক্তি নামে প্রভু করিলে বিধান॥
যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী।
যার মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী॥

দেশকাল অশৌচাদির বাধা নামে নাই,

দেশ কাল অশৌচাদি নিয়ম সকল।
শ্রীনাম গ্রহণে নাই নাম সে প্রবল॥

কলিজীবের নামে নিষ্কপট বিশ্বাস হইলেই নামে অধিকার হইল,

দানে, যজ্ঞে, স্নানে, জপে আছে ত বিচার।
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে মাত্র শ্রদ্ধা অধিকার (১০) ॥
যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্য শ্রদ্ধায়।
যে করে আশ্রয় তার সর্ব্বলাভ হয় ॥
কলিজীব নিষ্কপটে কৃষ্ণের সংসারে।
অবস্থিত হয়ে কৃষ্ণনাম সদা করে ॥

নামের অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন,

ভজনের অনুকূল সর্ব্বকার্য্য করি।
ভজনের প্রতিকূল সব পরিহরি ॥
কৃষ্ণের সংসারে থাকি কাটায়ে জীবন।
নিরন্তর হরিনাম করেন স্মরণ ॥

অনন্য বুদ্ধিতে নাম গ্রহণ করিবে,

আর কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু না করিবে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে অন্যে না পূজিবে ॥
কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ তার অবশ্য হইবে ॥

---

(১০) দানাদি কর্ম্মে দেশকালপাত্র শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অধিকার জন্মে। কিন্তু কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই।

হরিদাস কাঁদি প্রভু চরণে পড়িয়া।
নামে অনুরাগ মাগে চরণ ধরিয়া॥
হরিদাসপদে ভক্তিবিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি জীবন তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রীনামগ্রহণবিচারো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামাভাস বিচার।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তজন॥
হরিদাসে মহাপ্রভু সদয় হইয়া।
উঠায় তখন পদ্মহস্ত প্রসারিয়া॥
বলে শুন হরিদাস আমার বচন।
নামাভাস স্পষ্ট রূপে বুঝাও এখন॥
নামাভাস বুঝাইলে নাম শুদ্ধ হবে।
অনায়াসে জীব নামগুণে তরে যাবে॥

নামাভাস। মেঘ কুজ্ঝটিকারূপ অজ্ঞান ও অনর্থ,

নাম সূর্য্যসম নাশে মায়া অন্ধকার।
মেঘ কুজ্ঝটিকা নামে ঢাকে বার বার॥
জীবের অজ্ঞান আর অনর্থ সকল।
কুজ্ঝটিকা মেঘরূপে হয় ত প্রবল (১)॥
কৃষ্ণনাম সূর্য্য চিত্ত গগনে উঠিল।
কুজ্ঝটিকা মেঘ পুনঃ তাঁহাকে ঢাকিল॥

অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা, স্বরূপ ভ্রম,

নামের যে চিৎস্বরূপ তাহা নাহি জানে।
সে অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা অন্ধকার আনে॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর বলি নাহি জানে যেই।
নানা দেবে পূজি কর্ম্মমার্গে ভ্রমে সেই॥
জীবে চিৎস্বরূপ বলি নাহি যার জ্ঞান।
মায়া জড়াশ্রয়ে তার সতত অজ্ঞান॥
তবে হরিদাস বলে আজ আমি ধন্য।
মম মুখে নাম কথা শুনিবে চৈতন্য॥

---

(১) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্নরূপে চিৎসূর্য্য। তমোধর্ম্ম মায়াকে নাশ করেন। বদ্ধজীবে কৃপা করিয়া নামসূর্য্য জগতে উদিত হইয়াছেন। বদ্ধজীবের অজ্ঞান কুজ্ঝটিকার ন্যায়। বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায়। নামসূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে। বদ্ধজীবের চক্ষুকে ঢাকে। সূর্য্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না। জীবচক্ষে ছায়া পড়িলেই সূর্য্যকে ঢাকা বলে।

কৃষ্ণ জীব প্রভুদাস জড়াত্মিকা মায়া।
যে না জানে তার শিরে অজ্ঞানের ছায়া (২)॥

মেঘ অনর্থ, অসত্তৃষ্ণা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অপরাধ,

অসত্তৃষ্ণা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অপরাধ।
অনর্থ এসব মেঘরূপে করে বাধ (৩)॥
নাম সূর্য্য রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।
স্বতঃ সিদ্ধ কৃষ্ণ নামে সদা আচ্ছাদয়॥

নামাভাসের অবধি,

সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয়॥
সাধক যদ্যপি পায় সদ্‌গুরু আশ্রয়।
ভজন নৈপুণ্যে মেঘ আদি দূর হয়॥

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন,

মেঘ কুজ্ঝটিকা গেলে নাম দিবাকর।
প্রকাশ হইয়া ভক্তে দেন প্রেমবর॥

---

(২) নামের চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরতা অন্যান্য দেবগণের কৃষ্ণ দাসত্ব, জীবের চিৎস্বরূপ; এবং মায়ার জড়তা না জানাই জীবের অজ্ঞান। কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস এবং মায়া জড়াত্মিকা তত্ত্ব; ইহা জানিলে আর অজ্ঞান থাকে না।

(৩) অসত্তৃষ্ণা, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়লোভ অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ ইহারাই জীবের অনর্থরূপ মেঘ।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধ জ্ঞান করিয়া অর্পণ।
অভিধেয়রূপে করান নামানুশীলন॥
নাম সূর্য্য স্বল্পকালে প্রবল হইয়া।
অনর্থ কুজ্ঝটিকা দেন তাড়াইয়া॥
প্রয়োজনতত্ত্ব তবে দেন প্রেমধন।
প্রাপ্তপ্রেম জীব করে নামসংকীর্ত্তন॥

সম্বন্ধ জ্ঞান,

সদ্‌গুরু চরণে জীব শ্রদ্ধা সহকারে।
প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে॥
কৃষ্ণ নিত্য প্রভু আর জীব নিত্যদাস।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্য, জীব স্বভাব প্রকাশ॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা বিস্মরিয়া।
মায়িক জগতে ফিরে সুখ অন্বেষিয়া॥
মায়িক জগত হয় জীব-কারাগার।
জীবের বৈমুখ্য দোষে দণ্ড প্রতিকার (৪)॥

---

(৪) এই চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ দেবীধামই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার। আনন্দভোগের স্থান নয়। এখানে যে বিষয়সুখ তাহা অনিত্য সুতরাং দুঃখবিশেষ। দণ্ড প্রতিকার, দণ্ডদ্বারা জীবের প্রবৃত্তি শোধন।

তবে যদি জীব সাধু বৈষ্ণব কৃপায়।
সম্বন্ধ জ্ঞানেতে পুনঃ কৃষ্ণনাম পায় (৫) ॥
তবে পায় প্রেমধন সর্ব্বধর্ম্মসার।
যাহার নিকটে সাযুজ্যাদির ধিক্কার ॥
যাবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান স্থির নাহি হয়।
তাবৎ অনর্থে নামাভাসের আশ্রয় (৬) ॥

নামাভাসের ফল,

নামাভাস দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল (৭) ॥
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত ॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ ॥

---

(৫) আমি অণুচৈতন্য নিত্যকৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য আমার এক মাত্র প্রভু। এই জড়জগৎ আমার প্রবৃত্তি শোধক কারাগৃহ। এই জ্ঞানকে সম্বন্ধ জ্ঞান বলা যায়।

(৬) যে পর্য্যন্ত গুরুকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান অনর্থ থাকে সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায় তাহা নামাভাসই হয়। শুদ্ধ নাম হয় না।

(৭) নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ।

সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্ব্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায়॥
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায়॥
সর্ব্ববেদাধিক সর্ব্ব তীর্থ হইতে বর।
নামাভাস সর্ব্ব শুভ কর্ম্মশ্রেষ্ঠতর॥

নামাভাসের বৈকুণ্ঠাদি প্রাপকত্ব,

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা।
সর্ব্বশক্তি ধরে নামাভাস জীবত্রাতা॥
জগৎ আনন্দকর শ্রেষ্ঠপদপ্রদ।
অগতির এক গতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ॥
বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥

সঙ্কেত, পরিহাস্য, স্তোভ ও হেলা, এই চারিপ্রকার নামাভাস,

চতুর্ব্বিধ নামাভাস এইমাত্র জানি।
সঙ্কেত ও পরিহাস স্তোভ হেলা মানি (৮)॥

---

(৮) সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা এই চারিপ্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য্য সহযোগে নামাভাস চারিপ্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প দোষাবহ।

সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসের প্রকারদ্বয়,

বিষ্ণুলক্ষ্য করি জড়বুদ্ধ্যে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি বিষ্ণু নাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তার শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে॥
অন্যত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

পরিহাস নামাভাস,

পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসার তরে॥

স্তোভ নামাভাস,

অঙ্গভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥

হেলা নামাভাস,

মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে।
কৃষ্ণ রাম বলে হেলা নামাভাস তাতে॥
এই সব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে॥

শ্রদ্ধা ও হেলা নামাভাসের ভেদ,

শ্রদ্ধা করি করে নাম অনর্থ সহিত।
শ্রদ্ধা নাম হয় সেই তোমার বিহিত॥
সঙ্কেতাদি অবজ্ঞা পর্য্যন্ত ভাব ধরি।
নাম করে হেলায় যে শ্রদ্ধা পরিহরি॥
নামাভাস অবধি সে হেলা নাম হয়।
তাহাতেও মুক্তি লভে পাপ হয় ক্ষয় (৯)॥

অনর্থনাশে নামাভাস নাম হইয়া প্রেম দেয়,

কৃষ্ণ-প্রেম ছাড়ি সব নামাভাসে পায়।
নামাভাসে পুনঃ শুদ্ধ নাম হয়ে যায়॥
অনর্থ বিগমে যবে শুদ্ধ নাম হয়।
কৃষ্ণ-প্রেম তবে তার হইবে নিশ্চয়॥
নামাভাস সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হয়ে প্রেম দেয় বিধি অনুসারে॥

নামাভাস ও নাম অপরাধের ভেদ,

অতএব নাম অপরাধ পরিহরি।
নামাভাস করে যেই তারে নতি করি॥

---

(৯) হেলাতে নাম উচ্চারিত হইলেও মুক্তি পর্য্যন্ত ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম করিলে যে কি ফল হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধোদয়ে নাম করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান ও তৎফল রতি উদয় হয়। শ্রদ্ধা নামাভাসে অনর্থ অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়।

কর্ম্ম জ্ঞান হইতে অনন্ত শ্রেষ্ঠতর।
বলি নামাভাসে জানি ওহে সর্ব্বেশ্বর॥
রতিমূলা শ্রদ্ধা যদি শুদ্ধভাবে হয়।
তবেত বিশুদ্ধ নাম হইবে উদয়॥

ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভেদে আভাস দুই প্রকার, ছায়া নামাভাস,

আভাস দ্বিবিধ হয় প্রতিবিম্ব, ছায়া।
শ্রদ্ধাভাস দ্বিপ্রকার সব তব মায়া॥
ছায়া-শ্রদ্ধাভাসে ছায়া-নামাভাস হয়;
সেই নামাভাসে জীবের শুভ প্রসবয় (১০)॥

---

(১০) শাস্ত্রে অনেক স্থানে এইরূপ শব্দ সকল পাওয়া যায়; নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি। সর্ব্বত্র আভাস শব্দের একটি সুন্দর অর্থ আছে। তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আভাস দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপ আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কোচিত ভাবে প্রকাশিত হয়; যথা,—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকান্তি দ্বারা স্বল্প আলোক। প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপের বিকৃতি মাত্র অন্যাকারে উদিত হয়। যথা,—আভাসস্তু মৃষা বুদ্ধিরবিদ্যা কার্য্যমুচ্যতে। জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উজ্জ্বলিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ। নাম সূর্য্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘ কর্ত্তৃক যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কোচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভফল প্রদান করেন। সেই নাম-

প্রতিবিম্ব নামাভাস,

অন্য জীবে শুদ্ধা শ্রদ্ধা করিয়া দর্শন।
নিজ মনে শ্রদ্ধাভাস আনে যেই জন॥
ভোগ মোক্ষ বাঞ্ছা তাহে থাকে নিত্য মিশি।
অশ্রমে অভীষ্ট লাভে যতে দিবানিশি॥

জ্যোতি মায়াবাদ হ্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এ নামাভাসটী একটী প্রধান নামাপরাধ, এই জন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুষ্ট জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তি-বাধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়; কেননা সৎ-সঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়া কৃপা করিবেন। বিদ্বেষী মায়াবাদীর ন্যায় তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চামাত্র পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবৎ-ভাগবতসেবোপযোগী সম্বন্ধ-জ্ঞানসম্বলিত ভক্তিদান করিবেন। তবে যদি তাহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।

শ্রদ্ধার লক্ষণ মাত্র শ্রদ্ধা তাহা নয়।
তাকে প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাস শাস্ত্রে কয়॥
প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাসে নামাভাস যত।
প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয় অবিরত॥

প্রতিবিম্ব-নামাভাসে মায়াবাদ কপটতা উৎপন্ন করে,

এই নামাভাসে মায়াবাদ দুষ্টমত।
প্রবেশিয়া শঠতায় হয় পরিণত॥

কপট প্রতিবিম্ব-নামাভাসই নামাপরাধ,

নিত্য সাধ্য নামে সাধন বুদ্ধি করি।
নামের মহিমা নাশি অপরাধে মরি॥

ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাসের ভেদ,

ছায়া-নামাভাসে মাত্র হয়ত অজ্ঞান।
হৃদয় দৌর্ব্বল্য হৈতে অনর্থ বিধান॥
সেই সব দোষ নাম করেন মার্জ্জন।
প্রতিবিম্ব-নামাভাসে দোষের বর্দ্ধন॥

মায়াবাদ ও ভক্তি ইহারা পরস্পর বিপরীত ধর্ম্ম, মায়াবাদই অপরাধ,

কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ লীলাদি সকল।
মায়াবাদিমতে মিথ্যা নশ্বর সমল॥
সেই মতে প্রেমতত্ত্ব নিত্য নাহি হয়।
ভক্তি-বিপরীত মায়াবাদ সুনিশ্চয়॥

ভক্তিবৈরী মধ্যে মায়াবাদের গণন।
অতএব মায়াবাদী অপরাধী হন॥
মায়াবাদিমুখে নাম নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায় তবু নামত্ব না পায়॥
মায়াবাদী যদি করে নাম উচ্চারণ।
নামকে অনিত্য বলি লভয়ে পতন॥
নামের নিকটে ভোগ মোক্ষের প্রার্থনা।
নামের নিকটে শাঠ্য ফলেতে যাতনা॥

মায়াবাদীর অপরাধ কখন ছাড়ে,

তবে যদি মায়াবাদী ভুক্তি মুক্তি আশ।
ছাড়িয়া করয়ে নাম হয়ে কৃষ্ণদাস॥
তবে তার ছাড়ে মায়াবাদ দুষ্টমত।
অনুতাপ সহ হয় নামে অনুগত॥
সাধুসঙ্গে করে পুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সুসম্বন্ধ জ্ঞান তার উদে ততক্ষণ॥
অবিশ্রান্ত নাম করে পড়ে চক্ষুজল।
নামকৃপা পায় চিত্ত হয়ত সবল॥

ভক্তিকে অনিত্য বলিয়া মায়াবাদ অপরাধ হইয়াছে,

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণদাস্য জীবের স্বভাব।
মায়াবাদ অনিত্য কল্পিত বলে সব॥

হেন মায়াবাদ নাম অপরাধে গণি।
মায়াবাদ হয় সর্ব্ব বিপদের খনি॥

মায়াবাদী নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্য লাভ করে,

নামাভাস কল্পতরু মায়াবাদিজনে।
অভীষ্ট অর্পণ করে সাযুজ্য নির্ব্বাণে॥
সর্ব্বশক্তি নামে আছে তাই নামাভাস।
প্রতিবিম্ব হইলেও দেন মুক্ত্যাভাস॥
পঞ্চবিধ মুক্তি মধ্যে সাযুজ্য আভাস।
ভব-ক্লেশ নাশে মাত্র ফলে সর্ব্বনাশ॥

মায়াবাদী নিত্যসুখ পায় না,

মায়ায় মোহিত জন তাহে সুখ মানে।
সুখাভাস মাত্র পায় সাযুজ্য নির্ব্বাণে॥
সচ্চিৎ আনন্দ সেবা পরম নির্বৃতি।
সাযুজ্যে না পায় কভু হতকৃষ্ণস্মৃতি॥
যাঁহা নাহি ভক্তি প্রেম নিত্যতা বিশ্বাস।
নিত্যসুখ কৈছে তাহে হইবে প্রকাশ॥

ছায়া-নামাভাসী দুষ্টমতে না প্রবেশ করিলে ক্রমে শুদ্ধ নাম পাইয়া থাকেন,

ছায়া-নামাভাসী নাহি জানে দুষ্টমত।
মতবাদে চিত্তবল নহে তার হত॥

সে কেবল নাহি জানে যথার্থ প্রভাব।
সে প্রভাব জ্ঞানদান নামের স্বভাব॥
মেঘাচ্ছন্নে সূর্য্যপ্রভা প্রতীত না হয়।
কিন্তু মেঘে নাশি সূর্য্য করেন উদয়॥
ছায়া-নামাভাসী ধন্য সদ্‌গুরু-প্রভাবে।
অল্পদিনে নাম-প্রেম অনায়াসে পাবে॥

ভক্তের মায়াবাদী সঙ্গ অবশ্য পরিত্যাজ্য,

মায়াবাদী সঙ্গ তেঁহ সতর্কে ছাড়িয়া।
শুদ্ধনামপরায়ণে তুষিবে সেবিয়া॥
এইত তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই আজ্ঞা যেই পালে সেই জীব ধন্য॥
যে না পালে তব আজ্ঞা সেই জীব ছার।
কোটী জন্মে কিছুতেই না হবে উদ্ধার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়ে প্রভু রাখ তব পায়।
তব পাদপদ্ম বিনা না দেখি উপায়॥
হরিদাস পদদ্বন্দ্বে বিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি সদা গান তার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নামাভাসবর্ণনং
নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নাম অপরাধ—সাধুনিন্দা।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

গদাধরপ্রাণ জয় জাহ্নবা জীবন।
জয় সীতানাথ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥
প্রভু বলে হরিদাস এবে সবিস্তর।
নাম অপরাধ ব্যাখ্যা কর অতঃপর॥
হরিদাস বলে প্রভু মোরে যা বলাবে।
তাহাই বলিব আমি তোমার প্রভাবে॥

দশবিধ নামাপরাধ,

নাম অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয়।
সেই অপরাধে মোর বড় হয় ভয় (১)॥

দশাপরাধ :—(১) সাধুনিন্দা, (২) অন্য দেবে স্বতন্ত্র বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি, (৩) নামতত্ত্ব প্রতি অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রনিন্দা, (৫) শাস্ত্রে নামের যে গুরুর মাহাত্ম্য ও ফল লিখিয়াছেন তাহাতে অর্থবাদ করিয়া কল্পনা মনে করা, (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান মনে করা, (৯) নামগ্রহণ বিষয়ে অনবধান, (১০) আমি ও আমার আসক্তি ক্রমে নামের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রীতি না করা।

এক এক করি আমি বলিব সকল।
অপরাধে বাঁচি যাতে দেহ মোরে বল ॥
সাধুনিন্দা, অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্য মনন।
নামতত্ত্ব গুরু আর শাস্ত্র বিনিন্দন ॥
হরিনামে অর্থবাদ কল্পিত মনন।
নামবলে পাপ, শ্রদ্ধাহীনে নামার্পণ ॥
অন্য শুভকর্ম্মের সমান কৃষ্ণনাম।
একথা মানিলে অপরাধ অবিশ্রাম ॥

দশবিধ অপরাধ,

নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণ-কর্ত্তা বলেন প্রমাদ ॥
নামের মাহাত্ম্য জানে তবু নাহি ভজে।
অহং মম আসক্তিতে সংসারেতে মজে ॥

সাধুনিন্দাই প্রথম অপরাধ,

সাধুনিন্দা প্রথমাপরাধ বলি জানি।
এই অপরাধে জীবের হয় সর্ব্ব হানি ॥

স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ-ভেদে সাধু লক্ষণদ্বয় বিচার,

সাধুর লক্ষণ তুমি বলিয়াছ প্রভো।
একাদশে উদ্ধবেরে কৃষ্ণরূপে বিভো ॥
দয়ালু, সহিষ্ণু, সম, দ্রোহশূন্যব্রত।
সত্যসার, বিশুদ্ধাত্মা, পরহিতে রত ॥

কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন।
মৃদু, শুচি, পরিমিতভোজী, শান্তমন॥
অনীহ, ধৃতিমান্, স্থির, কৃষ্ণৈকশরণ।
অপ্রমত্ত, সুগম্ভীর, বিজিত-ষড়্গুণ॥
অমানী, মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, জ্ঞানী।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি জানি॥
এই সব লক্ষণ প্রভু হয় দ্বিপ্রকার।
স্বরূপ তটস্থ-ভেদে করিব বিচার (২)॥

স্বরূপ লক্ষণই প্রধান লক্ষণ, তদাশ্রয়ে তটস্থ লক্ষণ সকল উদয় হয়,

কৃষ্ণৈকশরণ হয় স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে অন্য গুণের গণন॥
কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে নামে রুচি হয়।
কৃষ্ণনাম গায় করে কৃষ্ণ পদাশ্রয়॥
স্বরূপ লক্ষণ সেই হইতে হইল।
গাইতে গাইতে নাম অন্যগুণ আইল॥
অন্য গুণ গণ তাই তটস্থে গণন।
অবশ্য বৈষ্ণব-দেহে হবে সংঘটন॥

---

(২) যে বস্তুর যাহা সাক্ষাৎ নিজ লক্ষণ তাহাই তাহার স্বরূপ লক্ষণ। অন্য বস্তু সম্বন্ধে যে আগন্তুক লক্ষণ যে বস্তুতে উদয় হয়, তাহাই তাহার তটস্থ লক্ষণ।

বর্ণাশ্রম লিঙ্গ, নানাপ্রকার বেশ দ্বারা সাধুত্ব হয় না, কৃষ্ণৈকশরণই সাধুলক্ষণ,

বর্ণাশ্রম চিহ্ন নানাবেষের রচনা।
সাধুর লক্ষণে কভু না হয় গণনা॥
শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতি সাধুর লক্ষণ।
তার মুখে হয় কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ন্যাসিভেদে (৩)।
শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্র, বিপ্রগণের প্রভেদে॥
সাধুত্ব কখন নাহি হইবে নির্ণীত।
কৃষ্ণৈকশরণ সাধু শাস্ত্রের বিহিত॥

গৃহিসাধুলক্ষণ,

রঘুনাথ দাসে লক্ষ্য করিয়া সেবার (৪)।
গৃহিসাধুজনে শিখায়েছ এই সার॥
স্থির হয়ে ঘরে যাও, না হও বাতুল।

---

(৩) যাঁহারা স্ববর্ণ বিবাহের দ্বারা গৃহস্থ হন তাঁহারাই গৃহী। বিবাহের পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বিদ্যাভাস করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। পরিণত বয়সে যিনি বনে প্রস্থান করেন তিনি বানপ্রস্থ। বৈরাগ্যক্রমে যিনি গৃহত্যাগ করেন, তিনি ন্যাসী বা সন্ন্যাসী।

(৪) রঘুনাথ দাস কায়স্থকুলতিলক সপ্তগ্রামবাসী। দাস গোস্বামী বলিয়া যিনি ছয় গোস্বামীর মধ্যে পরিগণিত।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড় লোক দেখাইয়া (৫)।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥

গৃহত্যাগী সাধুলক্ষণ,

পুন তুমি তার দেখি বৈরাগ্য গ্রহণ।
এই মত শিক্ষা দিলে অপূর্ব্ব শ্রবণ ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥

গৃহী ও গৃহত্যাগীর উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ এক,

স্বরূপ লক্ষণ এক সর্ব্বত্র সমান।
আশ্রমাদি ভেদে পৃথক্ তটস্থ বিধান ॥

---

(৫) অন্তরে বৈরাগ্যবিষয়ে নিষ্ঠা জন্মে নাই অথচ কৌপীন বহির্ব্বাসাদি বাহ্যে ধারণ করা হয়, ইহাই মর্কট-বৈরাগীর চিহ্ন।

অনন্যশরণে যদি দেখি দুরাচার।
তথাপি সে সাধু বলি সেব্য সবাকার (৬) ॥
এইত শ্রীকৃষ্ণবাক্য গীতা ভাগবতে।
ইহাকে পূজিব যত্নে সদা সর্ব্বমতে ॥
ইহাতে আছেত এক নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।
কৃপা করি জানায়েছ তাই পাই অন্ত ॥

পূর্ব্বপাপের গন্ধাবশেষ ও পূর্ব্বপাপ লক্ষ্য করিয়া যিনি কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর নিন্দা করেন, তিনি নামাপরাধী,

কৃষ্ণনামে রুচি যবে হইবে উদয়।
একনামে পূর্ব্বপাপ হইবেক ক্ষয় ॥
পূর্ব্বপাপ গন্ধ তবু থাকে কিছুদিন।
নামের প্রভাবে ক্রমে হঞা পড়ে ক্ষীণ (৭) ॥
শীঘ্র সেই পাপগন্ধ বিদূরিত হয়।
পরম ধর্ম্মাত্মা বলি হয় পরিচয় ॥

---

(৬) অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সে লক্ষণ যাহার হয় তাহার তটস্থলক্ষণ গুলি অবশ্য হইবে। কিন্তু কোন অনন্য কৃষ্ণ-শরণ ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু।

(৭) নামে রুচি হইলে পূর্ব্ব পাপতো থাকে না ; কাহার কাহার পূর্ব্ব পাপগন্ধ থাকিতে পারে, তাহাও স্বল্পদিনে ক্ষয় হয়।

যে কয়েক দিন সেই গন্ধ নাহি যায়।
সাধারণ-জনচক্ষে পাপ বলি ভায়॥
সে পাপ দেখিয়া যেই সাধুনিন্দা করে।
পূর্ব্বপাপ লক্ষি পুন অবজ্ঞা আচরে (৮)॥
সেইত পাষণ্ডী বৈষ্ণবের নিন্দা দোষে।
নাম-অপরাধে মজি পড়ে কৃষ্ণরোষে॥

কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধু লক্ষণ, আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া দাম্ভিকতা,

কৃষ্ণৈকশরণ মাত্র কৃষ্ণনাম গায়।
সাধুনামে পরিচিত কৃষ্ণের কৃপায়॥
কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত নাহিক সাধু আর।
আমি সাধু বলি হয় দম্ভ অবতার (৯)॥

স্বল্পাক্ষরে সাধু নির্ণয়,

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণনাম যার মুখে সাধু সেই জন॥
তৃণ হৈতে হীন বলি আপনাকে জানে।
সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে॥

---

(৮) নষ্টপ্রায় পাপগন্ধ এবং শরণাপত্তি গ্রহণের পূর্ব্বে যে পাপ কৃত হইয়াছিল তাহা ধরিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করিলে মহাপরাধ হয়।

(৯) দম্ভ অবতার, ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক, কেবল বেষোপজীবী।

নিজেত অমানী আর সকলে মানদ।
তার মুখে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরতিপ্রদ ॥

নামপরায়ণ বৈষ্ণবই সাধু, তন্নিন্দাই অপরাধ,

হেন সাধু মুখে যবে শুনি এক নাম।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম ॥
বৈষ্ণব সে জগদ্‌গুরু জগতের বন্ধু।
বৈষ্ণব সকল জীবে সদা কৃপাসিন্ধু ॥
এ হেন বৈষ্ণব নিন্দা যেই জন করে।
নরকে পড়িবে সেই জন্ম জন্মান্তরে ॥
ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়।
ভক্তিলভে সর্ব্ব জীব বৈষ্ণব-কৃপায় ॥
বৈষ্ণব দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (১০)।
সেই দেহস্পর্শে অন্যে হয় কৃষ্ণভক্তি ॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত আর পদ-জল।
বৈষ্ণবের পদরজ তিন মহাবল ॥

---

(১০) হ্লাদিনী সম্বিৎ সমবেত সাররূপা ভক্তি শক্তি। জীবের ভক্তিলাভের ক্রম এই যে, এক সিদ্ধভক্ত অন্যসাধকভক্তকে ভক্তিশক্তির সঞ্চার করেন। তিনি সিদ্ধ হইয়া অন্যান্য সাধক জীবকে ভক্তি সঞ্চার করেন। ভক্তি চিন্ময়ী প্রবৃত্তি বিশেষ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্থিতিগতি সিদ্ধ হয়। কোন আত্মা যখন বিরোধিভাবশূন্য হইয়া ভক্তি-প্রবণ হন, তখন সিদ্ধ কৃপাময় ভক্তের আত্মা হইতে সেই আত্মায় ভক্তি সঞ্চারিত হন, ইহাই এক রহস্য।

বৈষ্ণবের শক্তি সঞ্চার,

বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্বগুণগ্রাম॥

বৈষ্ণবের কি কি দোষ ধরিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয়, জাতি-দোষ,পূর্ব্বদোষ, নষ্টপ্রায় অবশিষ্ট দোষ,কাদাচিৎক দোষ,

বৈষ্ণবের জাতি আর পূর্ব্বদোষ ধরে।
কাদাচিৎক দোষ দেখি যেই নিন্দা করে॥
নষ্টপ্রায় দোষ লয়ে করে অপমান।
যমদণ্ডে কষ্ট পায় সে সব অজ্ঞান (১১)॥

---

(১১) যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দুক। কখনই তাঁহার নামে রুচি হইবে না। যিনি শ্রদ্ধা ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাহাতে লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।

বৈষ্ণবের মুখে নামমাহাত্ম্যপ্রচার।
সে বৈষ্ণবনিন্দা কৃষ্ণ নাহি সহে আর ॥
ধর্ম্ম-যোগ-যাগ-জ্ঞানকাণ্ড পরিহরি।
যে ভজিল কৃষ্ণনাম সেই সর্ব্বোপরি ॥

অন্য দেব-শাস্ত্র-নিন্দাদিশূন্য নামাশ্রয়ী সাধু,

অন্যদেব অন্যশাস্ত্র না করি নিন্দন।
নামের আশ্রয় লয় শুদ্ধ সাধুজন ॥
সে সাধু গৃহস্থ হউ অথবা সন্ন্যাসী।
তাহার চরণরেণু পাইতে প্রয়াসী ॥
যার যত নামে রতি সে তত বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের ক্রম এই মতে অনুভব (১২) ॥
ইথে বর্ণাশ্রম, ধন, পাণ্ডিত্য, যৌবন।
কোন কার্য্য নাহি করে রূপ-বল-জন ॥
অতএব যিনি করিলেন নামাশ্রয়।
সাধুনিন্দা ছাড়িবেন এ ধর্ম্ম নিশ্চয় ॥
নামাশ্রয়া শুদ্ধাভক্তি ভক্ত ভক্তিরূপা।
ভক্ত ভক্তিবিবর্জ্জিতা হইলে বিরূপা ॥
যাঁহা সাধুনিন্দা তাঁহা নাহি ভক্তিস্থিতি।
অতএব অপরাধে তথা পরিণতি ॥

---

(১২) যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

সাধুনিন্দা ছাড়ি ভক্ত সাধুভক্তি করে।
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা এই ধর্ম্মাচরে॥

অসৎসঙ্গ দুই প্রকার, স্ত্রীসঙ্গী,

অসৎসঙ্গত্যাগে হয় বৈষ্ণব আচার।
অসৎসঙ্গে হয় সাধু-অবজ্ঞা অপার॥
অসৎ সে দ্বিপ্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে কয় (১৩)।
সেই দুয়ের মধ্যে যোষিৎসঙ্গী এক হয়॥
যোষিৎসঙ্গসঙ্গী পুনঃ তার মধ্যে গণ্য (১৪)॥
তার সঙ্গত্যাগে জীব হইবেক ধন্য॥

যোষিৎসঙ্গী কাহাকে বলে,

কৃষ্ণের সংসারে যে দাম্পত্য ধর্ম্মে থাকে॥
অসৎ বলিয়া শাস্ত্র না বলে তাহাকে॥
অধর্ম্ম-সংযোগে আর স্ত্রৈণ-ভাবে রত।
যোষিৎসঙ্গী জন দুষ্ট,শাস্ত্রের সম্মত॥

---

(১৩) অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষসঙ্গীকে অসৎ বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রী সঙ্গী এবং বৈধ স্ত্রী সম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ এই দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী।

(১৪) যাঁহারা যোষিৎসঙ্গী তাঁহাদের সঙ্গও নিতান্ত ভক্তিবাধক।

দ্বিতীয় প্রকার অসৎ কৃষ্ণেতে অভক্ত তিন প্রকার,

কৃষ্ণেতে অভক্ত অসৎ দ্বিতীয় প্রকার।
মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী, নিরীশ্বর আর (১৫) ॥

যিনি বলেন এই সব লোকের নিন্দাকেও সাধুনিন্দা বলে তিনিও বর্জ্জ্য,

বর্জ্জিলে এ সব সঙ্গ সাধুনিন্দা নয়।
ইহাকে যে নিন্দা বলে সেই বর্জ্জ্য হয় ॥
এই সব সঙ্গ ছাড়ি অনন্যশরণ।
কৃষ্ণনাম করি পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

বৈষ্ণবাভাস, প্রাকৃতবৈষ্ণব, বৈষ্ণবপ্রায় ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব এই সকল একই কথা,

সাধুসেবাহীন অর্চ্চে লৌকিক শ্রদ্ধায়।
প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণবের প্রায় ॥
বৈষ্ণব আভাস সেই নহেত বৈষ্ণব।
কেমনে পাইবে সাধুসঙ্গের বৈভব ॥
অতএব কনিষ্ঠ মধ্যেতে তারে গণি।
তারে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি ॥

---

(১৫) মায়াবাদী অর্থাৎ যাহারা ভগবানের নিত্যস্বরূপ মানে না এবং কৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তিকে মায়া নির্ম্মিত মনে করে এবং জীবকে মায়া নির্ম্মিত তত্ত্ব বলিয়া জানে। ধর্ম্মধ্বজী, অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেশ রচনা করে। নিরীশ্বর, নাস্তিক।

মধ্যমবৈষ্ণব,

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ॥
করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন॥

উত্তমবৈষ্ণব,

সর্ব্বত্র যাঁহার হয় কৃষ্ণ দরশন।
কৃষ্ণে সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাহি থাকে তাঁর।
বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণনামসার॥

মধ্যম বৈষ্ণবই সাধুসেবা করেন,

অতএব মধ্যম বৈষ্ণব মহাশয়।
সাধু-সেবারত সদা থাকেন নিশ্চয় (১৬)॥

---

(১৬) মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গণনা। তিনি বৈষ্ণবা-বৈষ্ণব বিচারের অধিকারী কেননা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তিনি যত্নের সহিত, অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করিবেন। উত্তম বৈষ্ণবের যখন বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই তখন তিনি কিরূপে বৈষ্ণবের সেবা করিবেন? উত্তম বৈষ্ণবের শত্রু মিত্র ভেদ নাই, সুতরাং বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ কিরূপে থাকে?

প্রাকৃত বৈষ্ণব নামাভাসের অধিকারী,

প্রাকৃত-বৈষ্ণব যেই বৈষ্ণবের প্রায়।
নামাভাসে অধিকারী সর্ব্বশাস্ত্র গায়॥

মধ্যম বৈষ্ণব নামাধিকারী ও নামাপরাধ বিচার করিবেন,

মধ্যম বৈষ্ণব মাত্র নামে অধিকারী।
শ্রীনামভজনে অপরাধের বিচারী॥
উত্তম বৈষ্ণবে অপরাধ অসম্ভব।
সর্ব্বত্র দেখেন তিনি কৃষ্ণের বৈভব॥
নিজ নিজ অধিকার করিয়া বিচার।
সাধুনিন্দা অপরাধ করি পরিহার (১৭)॥
সাধুসঙ্গ সাধু-সেবা নামসংকীর্ত্তন।
সর্ব্ব জীবে দয়া এই ভক্ত আচরণ॥

সাধুনিন্দা ঘটিলে কি করা কর্ত্তব্য,

প্রমাদে যদ্যপি ঘটে সাধুবিগর্হণ।
তবে অনুতাপে ধরি সে সাধুচরণ॥
কাঁদিয়া বলিব প্রভো ক্ষমি' অপরাধ।
এ দুষ্টনিন্দুকে কর বৈষ্ণবপ্রসাদ॥
সাধু বড় দয়াময় তবে আর্দ্রমনে।

---

(১৭) স্বীয় স্বীয় স্বভাববিচার পূর্ব্বক স্ব স্ব অধিকার জানা আবশ্যক। অধিকারনিষ্ঠার সহিত নামসংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম॥

ক্ষমিবেন অপরাধ কৃপা আলিঙ্গনে (১৮) ॥
এইত প্রথম অপরাধের বিচার।
শ্রীচরণে নিবেদিনু আজ্ঞা অনুসার ॥
হরিদাস পাদপদ্মে ভ্রমর যে জন।
হরিনাম চিন্তামণি তাহার জীবন ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ সাধুনিন্দাপরাধবিচারো
নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---*---

দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানাপরাধ।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।

জয় গদাধরপ্রাণ জাহ্নবা জীবন।
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগণ ॥
হরিদাস বলে তবে করি যোড়হাত।
দ্বিতীয়াপরাধ এবে শুন জগন্নাথ ॥

---

(১৮) গোপাল চাপালের এই প্রণালীতে বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় হইয়াছিল। প্রমাণ মালা দেখুন্।

বিষ্ণুতত্ত্ব,

পরম অদ্বয় জ্ঞান বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
চিৎস্বরূপ জগদীশ সদা শুদ্ধসত্ত্ব॥
গোলকবিহারী কৃষ্ণ সে তত্ত্বের সার।
চতুঃষষ্টি গুণে অলঙ্কৃত রসাধার॥
ষষ্টিগুণ নারায়ণ স্বরূপে প্রকাশ।
সেই ষষ্টিগুণ বিষ্ণু সামান্যবিলাস॥
পুরুষাবতারে আর স্বাংশ অবতারে (১)।
সেই ষষ্টিগুণ স্পষ্ট কার্য্য অনুসারে॥

বিষ্ণুর বিভিন্নাংশের প্রকার ভেদ, জীবের পঞ্চশৎগুণ,

বিষ্ণুর যে বিভিন্নাংশ দুইত প্রকার।
পঞ্চাশৎ গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু তার॥

---

(১) শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণু বা পরব্যোমপতি নারায়ণ, গোলোকপতি কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। পরব্যোমস্থ সংকর্ষণ বিষ্ণুই কারণবারিতে মহাবিষ্ণুরূপ প্রথম পুরুষাবতার। ব্রহ্মা ও প্রবিষ্ট মহাবিষ্ণ্বংশই গর্ভোদকশায়ী। তিনি সমষ্টি পুরুষ। প্রত্যেক জীবগত পুরুষই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। এই তিনটী পুরুষাবতার। ক্ষীরোদশায়ীই মৎস্যকূর্ম্মাদি বিবিধ স্বাংশ অবতার হন। সকলেই ষষ্টিগুণশালী বিষ্ণুতত্ত্ব। শক্ত্যাবেশ অবতার-গণ বিভিন্নাংশ। যথা পরশুরাম, বুদ্ধ, পৃথু।

গিরিশাদি দেবতা বিভিন্নাংশ হইয়াও সামান্য জীব নন ; তাঁহারা ৫৫ গুণবিশিষ্ট,

গিরিশাদি দেবে সেই গুণ পঞ্চাশৎ।
তদধিক পরিমাণে সর্ব্বদা সংযুত (২) ॥
তদ্ব্যতীত আর পঞ্চগুণ অংশ মানে।
প্রকাশিত আছে তব বিচিত্রবিধানে (৩) ॥

ষষ্টিগুণে বিষ্ণুত্ব,

সেই পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণপূর্ণ তায়।
বিষ্ণুতে বিরাজমান সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
তদ্ব্যতীত আর পঞ্চগুণ নারায়ণে।
আছে তার সত্ত্বা কভু নাহি অন্য জনে ॥
ষষ্টিগুণে বিষ্ণুতত্ত্ব পরম ঈশ্বর।
গিরিশাদি অন্যদেব তাঁহার কিঙ্কর ॥
বিভিন্নাংশ গিরিশাদি জীব-শ্রেষ্ঠতর।
বিষ্ণু সর্ব্বজীবেশ্বর সর্ব্বদেবেশ্বর ॥

অজ্ঞানব্যক্তি অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান মনে করে,

অন্য দেব সহ সম বিষ্ণুকে যে মানে।

---

(২) তদধিক পরিমাণ, জীবের সত্তায় যে বিন্দু বিন্দু পরিমাণ আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ সকল গুণ আছে।

(৩) শিবাদি দেবতায় এই পঞ্চাশৎ গুণ ব্যতীত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে আছে। অর্থাৎ সেই সকল গুণ বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত আর কাহাতেও পূর্ণরূপে নাই।

সে বড় অজ্ঞান ঈশতত্ত্ব নাহি জানে ॥
এজড় জগতে বিষ্ণু পরম ঈশ্বর।
গিরিশাদি যত দেব তাঁর বিধিকর (৪) ॥
কেহ বলে মায়ার ত্রিগুণে ত্রিদিবেশ।
সর্ব্বদা সমান ব্রহ্ম তত্ত্ব সবিশেষ (৫) ॥

নানাবিধ বাদানুবাদের সিদ্ধান্ত,

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে তবু পূজ্য নারায়ণ।
ব্রহ্মা শিব সৃষ্টিলয় কার্য্যের কারণ ॥
বাসুদেবে ছাড়ি যেই অন্যদেবে ভজে।
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে ॥
কেহ বলে বিষ্ণু পরতত্ত্ব বটে জানি।
সর্ব্ববিষ্ণুময় বিশ্ব বেদবাক্য মানি ॥
অতএব সর্ব্বদেবে বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
সর্ব্ব-দেবার্চ্চনে হয় বিষ্ণুর সম্মান ॥
এইত নিষেধপর বাক্য, বিধি নয়।
অন্যদেবপূজার নিষেধ এই হয় (৬) ॥

---

(৪) বিধিকর, কিঙ্কর।

(৫) এইটী মায়াবাদীর মত। তিনি বলেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। প্রকৃতির তিন গুণে তিন দেবতা সর্ব্বদা সবিশেষ।

(৬) সকল দেবতা বিষ্ণুময় বলিয়া অন্যদেবের পূজার বিধান করা হয় নাই। বিষ্ণুপূজাতেই সর্ব্বদেবতার পূজা। অতএব অন্যদেবের পৃথক্ পূজা করা অনাবশ্যক।

সর্ব্ববিষ্ণুময় বিশ্ব একথা বলিলে।
বিষ্ণুপূজা কৈলে সব দেবে পূজা মিলে॥
তরুমূলে জল দিলে শাখার উল্লাস।
পল্লবে ঢালিলে জল বৃক্ষের বিনাশ॥
অতএব পূজি বিষ্ণু অন্যদেব ত্যজি।
তাহাতেই অন্যদেব কাযে কাযে পূজি॥
এই বিধি বেদের সম্মত চিরদিন।
দুর্ব্বিপাকে এই বিধি ছাড়ে অর্ব্বাচীন (৭)॥
মায়াবাদদোষে জীব কলি আগমনে।
বহুদেব পূজে বিষ্ণুসামান্যদর্শনে॥
এক এক দেব এক এক ফলদাতা।
সর্ব্বফলদাতা বিষ্ণু সকলের পাতা॥
কামিজন যদি তত্ত্ব জানিবারে পারে।
বিষ্ণু পূজি ফল পায় ছাড়ে দেবান্তরে॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বিধান,

গৃহস্থ হইয়া যেই বিষ্ণুভক্ত হয়।
সর্ব্বকার্য্যে কৃষ্ণ পূজে ছাড়িয়া সংশয়॥

---

(৭) দুর্ব্বিপাক, জীবের দুরদৃষ্ট বশতঃ স্বীয় স্বীয় স্বভাব অনুরূপ দেবতা ভজনে প্রবৃত্তি হয়। শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুপূজা যে সনাতন বৈদিকমত তাহা মূঢ়তা-প্রযুক্ত অপরিজ্ঞাত থাকে।

নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার যত।
তাহাতে পূজয়ে কৃষ্ণ বেদমন্ত্রমত॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পূজা বেদেতে বিধান।
দেবপিতৃগণে কৃষ্ণনির্ম্মাল্যপ্রদান॥
মায়াবাদিমতে পিতৃশ্রাদ্ধ যেই করে।
যেবা অন্যদেব পূজে অপরাধে মরে॥
বিষ্ণুতত্ত্বে দ্বৈতবুদ্ধি নাম অপরাধ।
সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাধ॥
শিবাদি দেবতাগণে পৃথক্ ঈশ্বর।
মানিলে নামাপরাধ হয় ভয়ঙ্কর (৮)॥
বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি হৈতে দেব যত।
ভিন্নশক্তি সিদ্ধ নয় বেদের সম্মত॥
শিব-ব্রহ্মা-গণপতি-সূর্য্য-দিক্‌পাল।
কৃষ্ণশক্তিবলেতে ঈশ্বর চিরকাল॥
অতএব পরেশ্বর একমাত্র জানি।
আর সবদেবে তাঁর শক্তিমধ্যে গণি॥

---

(৮) বিষ্ণু একটী ঈশ্বর, শিবাদি দেবতা একটী একটী ঈশ্বর এরূপ মানিলে অনেক ঈশ্বর মানার অপরাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সেই দেবতাকে বিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস বলিয়া জানিলে বা পূজিলে অপরাধ হয় না। অন্য কোন দেবতা বিষ্ণুশক্তি হইতে কোন পৃথক্ শক্তি সিদ্ধ নন।

অতএব সর্ব্বকার্য্যে কর্ম্ম জড়ভাব।
ছাড়িয়া গৃহস্থ পায় ভক্তির সদ্ভাব॥

কিরূপ বৈষ্ণব গার্হস্থ্য ধর্ম্ম করিবেন,

ভক্তির সদ্ভাবে থাকি সৎক্রিয়া করণে।
দেবপিতৃগণে তুষে নির্ম্মাল্য অর্পণে॥
বহুদেবদেবী পূজা করিবে বর্জ্জন।
কৃষ্ণভক্ত বলি সবে করিবে তর্পণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবার্চ্চনে সর্ব্বফল পায়।
নামে অপরাধ নহে সদা নাম গায়।

বর্ণচতুষ্টয়ের জীবনযাত্রা বিধি,

জগতে মানবগণ বর্ণধর্ম্মাচরি॥
করিবেক দেহযাত্রা ধর্ম্মপথ ধরি (৯)॥

---

(৯) সংসারে বর্ত্তমান জীবগণ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পুণ্যভূমি ভারতের এই বর্ণধর্ম্ম সম্পূর্ণ সমাজবিজ্ঞানে উদিত হইয়াছে এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যদি ও এই ব্যবস্থাটি শুদ্ধাকৃতি লাভ করে নাই, তথাপি কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান আছে। মানবস্বভাব বর্ণবিভাগ ব্যতীত সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সঙ্কর ও অন্ত্যজগণ সৌভাগ্যক্রমে আপনা আপনাকে শুদ্ধাচারে নিষ্পাপে রাখিয়া কৃষ্ণসংসারে প্রবেশ করিবেন, ইহাই নিত্যবিধি।

অন্ত্যজের বিধি,

সঙ্কর অন্ত্যজ সবে ত্যজি নীচধর্ম্ম।
শূদ্রাচারে করে সদা সংসারের কর্ম্ম॥
সঙ্কর অন্ত্যজ থাকিবেক শূদ্রাচারে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য বিনা ধর্ম্ম নাহিক সংসারে॥

বর্ণধর্ম্মের দ্বারা জীবনযাত্রা করিয়া সংসারিব্যক্তি ভক্তি-পথে ভাবার্জ্জন করিবেন,

চাতুর্ব্বর্ণ্য বর্ণধর্ম্মে করিবে সংসার।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি বলে হবে সদাচার।
চতুর্ব্বর্ণ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ নাহি ভজে।
বর্ণ ধর্ম্মাচারে থাকি রৌরবেতে মজে॥
বর্ণ বিনা গৃহস্থের নাহি আর ধর্ম্ম।
বর্ণ ধর্ম্মাচারে গৃহস্থের সব কর্ম্ম।
বর্ণ ধর্ম্মে এ সংসার নির্ব্বাহ করিবে।
যাবদর্থ-পরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবে॥
নিসর্গতঃ বিধিবাধ্য যে পর্য্যন্ত নর।
বর্ণধর্ম্মে স্বনির্ব্বাহে করিবে আদর॥
ভক্তিযোগ নামে এই তত্ত্বনিরূপণ।
ভক্তিযোগে ভাবোদয় সিদ্ধান্তবচন॥
ভাবোদয়ে বিধির প্রবৃত্তি নাহি রয়।

ভাবোদিত কার্য্যে দেহযাত্রা সিদ্ধ হয় (১০) ॥
গৃহিবৈষ্ণবের এই অদ্বয়সাধন।
শ্রীবিষ্ণু অদ্বয়তত্ত্বে দ্বৈতনিবর্ত্তন ॥

নামনামী ও গুণগুণীর অভেদে বিষ্ণুজ্ঞান শুদ্ধ হয়,

আর এক কথা আছে দ্বৈতনিবর্ত্তনে।
বিষ্ণুনাম বিষ্ণুরূপ বিষ্ণুগুণগণে ॥
বিষ্ণু হৈতে পৃথক্‌রূপে না মানিবে কভু।
অদ্বয় অখণ্ড বিষ্ণু চিন্ময়ত্বে বিভু ॥
অজ্ঞানেতে যদি হয় দ্বৈত উপদ্রব।
নামাভাস হয় তার প্রেম অসম্ভব ॥
সদ্‌গুরুকৃপায় সেই অনর্থবিনাশ।
ভজিতে ভজিতে শুদ্ধনামের প্রকাশ ॥

মায়াবাদীর কুতর্ক ও অপরাধ,

মতবাদজ্ঞানে দ্বৈত হৈলে প্রবর্ত্তন।
অপরাধ হয় আর নহে নিবর্ত্তন ॥
মায়াবাদী বলে ব্রহ্ম হয় পরতত্ত্ব।
নির্ব্বিশেষ-নির্ব্বিকারনিরাকারসত্ত্ব ॥

---

(১০) যাবৎ বৈধজীবনের প্রয়োজন ততদিন বর্ণাশ্রমস্থিতি। তাহাতে স্থিত হইয়া ভজন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাবোদয় হইলে জীবের স্বভাব এত সুন্দর হয় যে বিধির প্রেরণা ছাড়িয়া বৈধজীবনের উচ্চতা লাভ করে। এই ব্যবস্থা সাধারণ জীবের জ্ঞাতব্য নয়। শুদ্ধ ভাবোদয়ে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়।

বিষ্ণুরূপ বিষ্ণুনাম মায়ায় কল্পিত।
মায়া অন্তর্দ্ধানে বিষ্ণু হন ব্রহ্মগত॥
এ সব কুতর্ক মাত্র সত্য শূন্যবাদ।
পরতত্ত্বে সর্ব্বশক্তি অভাবপ্রমাদ॥
শক্তিমান্ ব্রহ্ম যেই সেই বিষ্ণু হয়।
নামের বিবাদমাত্র বেদের নির্ণয়॥ (১১)

বিষ্ণু ও ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ,

বিষ্ণু পরতত্ত্ব তার নির্ব্বিশেষ ধর্ম্ম।
সবিশেষ ধর্ম্ম সহ হয় এক মর্ম্ম॥
বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তি বিরোধভঞ্জন।
অনায়াসে করি করে সৌন্দর্য্য স্থাপন॥ (১২)

---

(১১) মায়াবাদিবুদ্ধি, সংকীর্ণ। অচিজ্জগতের বিশেষ বিচিত্রতা দেখিয়া মনে করেন যে চিত্তত্ত্বে এরূপ বিশেষ বিচিত্রতা নাই। এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই তিনি নীরস হইয়া শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্মকে চিন্তা করেন। ব্রহ্মের স্বরূপগত নাম রূপ গুণ লীলা স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মই বিষ্ণু স্বরূপে পরিজ্ঞাত হন। মায়াবাদই জীবের দুর্ভাগ্য, শুদ্ধ ভক্তগণ সেই সংকীর্ণ মতবাদ দূর করিয়া ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ননামরূপগুণলীলা অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

(১২) পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ ধারণা করিলে কেবল নির্ব্বিশেষময়তা স্থান পায় না। সমস্ত তর্কগত বিরোধ দূর হয়।

জীববুদ্ধি সহজেতে অতি অল্পতর।
অচিন্ত্যশক্তির ভাব না করে গোচর॥
নিজবুদ্ধ্যে চাহে এক স্থাপিতে ঈশ্বর।
খণ্ডজ্ঞানে পায়, ব্রহ্মতত্ত্বেতে অবর॥
বিষ্ণুর পরম পদ ছাড়ি দেবার্চ্চিত। (১৩)
ব্রহ্মে বদ্ধ হয় নাহি বুঝে হিতাহিত॥
চিন্ময়স্বরূপজ্ঞান যে বুঝিতে জানে
বিষ্ণু বিষ্ণুনামগুণ এক করি মানে॥
এইত বিশুদ্ধ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।
সম্বন্ধ বুদ্ধিতে লভি ভজে নামরূপ॥

শিব বিষ্ণুর কিরূপ অভেদ বুদ্ধি করিবে,

জড়নাম, জড়রূপগুণে যেই ভেদ।
সে ভেদ চিত্তত্বে নাই এইত প্রভেদ॥
বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ জ্ঞান অনর্থ বিকার।
শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ অতি অবিচার॥ (১৪)

ভক্ত ও মায়াবাদীর আচার ও প্রবৃত্তি ভেদ,

নামৈকশরণ যেই ভক্ত মহাজন।
একেশ্বর কৃষ্ণ ভজি ছাড়ে অন্য জন॥

---

(১৩) বিষ্ণুর সর্ব্বদেবার্চ্চিত বিষ্ণুপদ ছাড়িয়া খণ্ডবুদ্ধি এককল্পিত ব্রহ্মে, আবদ্ধ হইয়া নিজ হিতাহিত বুঝিতে পারে না।

(১৪) বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞানই দোষ। শিবাদি দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জানিলে সেই ভেদজ্ঞান উদয় হয়।

অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা নাহি করে।
কৃষ্ণদাস বলি অন্যে পূজে সমাদরে (১৫) ॥
প্রতিদিন গৃহিভক্ত নির্ম্মাল্য অর্পণে।
দেবপিতৃসর্ব্বজীবে করেন তর্পণে ॥
যথা যথা অন্য দেবে করেন দর্শন।
কৃষ্ণদাস বলি তাঁরে করেন বন্দন ॥
মায়াবাদিগণ যদি বিষ্ণুপূজা করে।
প্রসাদ-নির্ম্মাল্য ভক্ত নাহি লয় ডরে ॥
মায়াবাদী হরিনামে অপরাধী হয়।
তাহার প্রদত্ত পূজা হরি নাহি লয় ॥
অন্যদেবনির্ম্মাল্য গ্রহণে অপরাধ।
শুদ্ধভক্তিসাধনে সর্ব্বদা সাধে বাদ ॥
তবে যদি শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণ পূজিয়া।
অন্যদেবে পূজা করে তৎপ্রসাদ দিয়া ॥

---

(১৫) কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব ও অন্যশাস্ত্র নিন্দা করেন না। কেননা তিনি শুষ্কতর্ক হইতে দূরে থাকেন। অন্যান্য শাস্ত্রে অন্যান্য দেবের ঈশ্বরত্ব স্থাপন কেবল জীবের অধিকার-সম্মত এক একটী পথমাত্র। সকল শাস্ত্রই তত্তদধিকারীকে চরমে কৃষ্ণভক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সুতরাং অন্যান্য দেবতা ও শাস্ত্রের কখনই নিন্দা করিবে না। সেরূপ নিন্দাও অপরাধ। ভেদজ্ঞানে অন্যদেব ও শাস্ত্রনিন্দা পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তির কৃপা হয়।

সে প্রসাদ গ্রহণেতে নাহি অপরাধ।
সেইরূপ দেবার্চ্চনে নহে ভক্তিবাধ॥
শুদ্ধভক্ত নাম-অপরাধী নাহি হয়।
নাম করি প্রেম পায় নামে দেয় জয়॥

এই অপরাধের প্রতিকার,

প্রমাদে যদ্যপি হয় অন্যে বিষ্ণু জ্ঞান।
তবে অনুতাপে করি বিষ্ণুতত্ত্বধ্যান॥
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া করি অপরাধ ক্ষয়।
যত্নে দেখি আর না সে অপরাধ হয় (১৬)॥
পূর্ব্ব-দোষ-ক্ষমাশীল ভক্তের বান্ধব।
দয়ার সাগর কৃষ্ণ ক্ষমার অর্ণব॥
বহুদেবসেবিসঙ্গ করিব বর্জ্জন;
একেশ্বর বৈষ্ণবের করিব পূজন॥
হরিদাসপদে ভক্তিবিনোদ যে জন।
হরিনাম চিন্তামণি তাহার জীবন॥

ইতি শ্রীহরিণামচিন্তামণৌ দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানাপরাধ-
বিচারো নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১৬) শ্রীবিষ্ণুস্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই। বিপন্নব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণুপদদর্শনের উপদেশ বেদশাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনামস্মরণ ও বিষ্ণুপদদর্শন একই কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুর্ব্ববজ্ঞা।

গুরোরবজ্ঞা।

পঞ্চতত্ত্ব জয় জয় শ্রীরাধামাধব।
জয় নবদ্বীপ ব্রজ যমুনা বৈষ্ণব॥
হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন।
তৃতীয়াপরাধ নামে যেরূপে ঘটন॥
বিস্তারি বলিব আমি তোমার আজ্ঞায়।
যেই সব অপরাধ গুরু অবজ্ঞায়॥
বহুযোনি ভ্রমি, মানব শরীর, (১)
দুর্ল্লভ শুভদ অতি।
তথাপি অনিত্য, পাইলেক যেই,
যাবৎ জীবনে স্থিতি॥
পরম মঙ্গল, লভিবার তরে,

---

(১) চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে অজ্ঞাত সুকৃতিবলে জীবের মানবশরীর লাভ হয়। মানবশরীর দুর্ল্লভ, যেহেতু মানবশরীরে যে পরমার্থ সাধন হয় তাহা অন্য শরীরে হইতে পারে না। দেবশরীরে কর্ম্মফল মাত্র ভোগ হয়, কোন সাধুকর্ম্ম কৃত হয় না। পশু পক্ষী ইত্যাদি শরীরে জ্ঞানের অভাবে কোন স্বাধীন সৎকর্ম্ম হয় না। মানবই কেবল ঈশ্বরের ভজনের উপযুক্ত।

যদি না যতন করে।
পুনরায় ভবে, অনিত্য শরীর,
লভিয়া আবার মরে॥
সুবোধ যে হয়, দুর্ল্লভ নৃদেহ,
লভিয়া ভব সংসারে।

সংসারী জীব অবশ্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে,

গুরু কর্ণধার, (২) সমাশ্রয় করি
কৃষ্ণ আনুকূল্যে তরে॥
শান্ত কৃষ্ণভক্ত, লক্ষণ যে গুরু,
সদৈন্য বচনে তাঁরে।
সন্তোষ করিয়া, কৃষ্ণদীক্ষা লয়,
যায় সংসারের পারে॥
সহজে জীবের, আছে কৃষ্ণে মতি,
বৃথা তর্কে তাহা যায়।

---

(২) এই ভবসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুই একমাত্র কর্ণধার; যে সকল ব্যক্তি গুরুচরণ আশ্রয় না করিয়া কেবল নিজবুদ্ধিবলে ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে তাহারা বড়ই নির্ব্বোধ। জগতে কোন বিষয়ই গুরু উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ লাভ তাহা কৃতকর্ম্মা গুরুর উপদেশ ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরমার্থ বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।

বিতর্ক ছাড়িয়া, সুমতি আশ্রয়ে,
গুরু হইতে মন্ত্র পায় ॥
গৃহী জীবগণ, বর্ণাশ্রমে থাকি,
সদ্‌গুরু আশ্রয় করে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে সৎপাত্র থাকিলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য,

ব্রাহ্মণ আচার্য্য, সর্ব্ববর্ণে হয়,
যদি কৃষ্ণভক্তি ধরে ॥
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, সুপাত্র অভাবে,
অন্য কুলে দীক্ষা পায়।
উচ্চ বর্ণ গুরু, গৃহীর উচিত,
গুরু শিষ্য পরীক্ষায় ॥

বর্ণবিচার অপেক্ষা সুপাত্রের বিচার অধিক শ্রেয়ঃ,

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, প্রকৃত যে হয়,
সে হইতে পারে গুরু।
কিবা বিপ্র শূদ্র, কি গৃহী সন্ন্যাসী,
গুরু হন কল্পতরু ॥
বর্ণের মর্য্যাদা, পাত্রের বিচারে,
পরমার্থে লঘু অতি।
সুপাত্র মিলন, প্রয়োজন সদা,
যদি চাই শুদ্ধা রতি।

সুপাত্রের প্রাপ্তি, মূল প্রয়োজন,
পবিত্র সুবর্ণ হেন ॥
তাহে উচ্চবর্ণ, লভিলে সংযোগ,
সোহাগা সুবর্ণে যেন (৩) ॥

গৃহত্যাগী অগৃহি-গুর্ব্বাশ্রয় করিতে পারেন,

যে কোন কারণে, সেই গৃহি-ধর্ম্ম,
ছাড়ি অন্যাশ্রম লয়।
তাহে পরমার্থ, না পাইয়া শেষে,
সাধু গুরু অন্বেষয় ॥
তাহার পক্ষেতে, অগৃহী আচার্য্য,
প্রশস্ত সকল মতে।
তার দীক্ষা শিক্ষা, পাইয়া সে জন,
ভাসে নামরসামৃতে (৪) ॥

গৃহিভক্ত গৃহত্যাগ করিলেও পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করিতে হয় না,

গৃহী ভক্তজনে, বিরাগ লভিলে,

---

(৩) সুপাত্রকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে। উচ্চবর্ণ গুরু সমাজে সুখকর। সুতরাং উচ্চবর্ণে সুপাত্র পাইলে নীচবর্ণে গুরুর অন্বেষণ করা গৃহীর কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, উচ্চবর্ণ বা কুলগুরু সম্মানের জন্য অপাত্রকে গুরু বলিয়া বরণ করা না হয়।

(৪) গৃহত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু অন্বেষণ আবশ্যক হইলে গৃহত্যাগী কৃতকর্ম্মা পুরুষকেই গুরু বলিয়া বরণ কয়া উচিত।

ছাড়য়ে সংসার বিধি।
তবু পূর্ব্বগুরু, চরণ আশ্রয়,
করিবে জীবনাবধি॥
গৃহিজনমধ্যে, গৃহিগুরু শস্ত,
যদি শুদ্ধভক্ত হন।
নতুবা অগৃহী, সুযোগ্য হইলে,
গুরুযোগ্য সর্ব্বক্ষণ (৫)॥
সদগুরু পাইয়া, ভক্তিতে ভজিতে,
ভাবের উদয় যবে।
সংসার বিরক্তি, সংসার ছাড়িয়া,
বৈরাগী হইবে তবে॥

যিনি বৈরাগ্য আশ্রম লইবেন তিনি বৈরাগী গুরু করিবেন,

বৈরাগ্য আশ্রম, গ্রহণেতে ত্যাগী,
পুরুষ হইবে গুরু (৬)।
তাঁহার চরণে, শিখিবে বিরাগ,
গুরু শিক্ষা কল্পতরু॥

---

(৫) গৃহী যদি গৃহস্থ সদ্‌গুরু পান গ্রহণ করিতে পারেন, নতুবা অগৃহি-সদ্‌গুরু বরণ করিবেন।

(৬) গৃহী যখন বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিবেন, তখন কোন সুযোগ্য বৈরাগী গুরুর নিকট ভিক্ষাশ্রমের বেষাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য।

দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু উভয়কেই সমান সম্মান করা আবশ্যক,

দীক্ষা শিক্ষা ভেদে, গুরু দু প্রকার,
উভয়ে সমান মান।
অর্পিবে সুজন, পরমার্থ ধন,
অনায়াসে যদি চান॥
কৃষ্ণনাম-মন্ত্র, দেন দীক্ষাগুরু, (৭)
শিক্ষা-গুরু তত্ত্বদাতা।
বৈষ্ণব সকল, শিক্ষা গুরু হন,
সর্ব্ব শুভজনয়িতা॥

সম্প্রদায়ের আদিগুরুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আচরণ করিবে,

সাধু সম্প্রদায়ে, (৮) আচার্য্য সকল,
শিক্ষাগুরু প্রতিষ্ঠিত।

---

(৭) গুরু দুই শ্রেণী, যিনি মন্ত্রদীক্ষা মাত্র দেন, তিনি দীক্ষা-গুরু। যিনি সম্বন্ধ তত্ত্বাদি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। দীক্ষা-গুরু একজন মাত্র, শিক্ষা-গুরু অনেক হইতে পারেন। উভয়কেই সমান সম্মান করিতে হয়।

(৮) বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই সাধুসম্প্রদায়। সাধু পরম্পরা মন্ত্র, তত্ত্ব, সাধ্য-সাধন শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, মায়াবাদ আদি অসৎ সম্প্রদায় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধুসম্প্রদায় হইতে গুরু বরণ করা উচিত। সাধু-সম্প্রদায়ের আদি-আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট শিক্ষাকে বিশেষ সম্মান করিবে। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী, ইঁহারা নিজ নিজ সাধুসম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য। মধ্বমুনি আমাদের আদি।

আদ্যাচার্য্য যিনি, গুরু শিরোমণি,
পূজি তাঁরে যথোচিত ॥
তাঁর সুসিদ্ধান্ত, অনুগত হয়ে,
না মানিব অন্য শিক্ষা।
তাঁহার আদেশ, পালিব যতনে,
না লইব অন্য দীক্ষা ॥

সম্প্রদায়গুরু বরণ করা কর্ত্তব্য,

সম্প্রদায় গুরুগণে শিক্ষা-গুরু জানি।
অন্যমত পণ্ডিতের শিক্ষা নাহি মানি ॥
সেই মতে সুশিক্ষিত সাধু সুচরিত।
দীক্ষা-গুরু-যোগ্য সদা জানে সুপণ্ডিত ॥

মায়াবাদীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লইলে পরমার্থ হয় না,

মায়াবাদিমতে থাকে কৃষ্ণমন্ত্র লয়।
তার পরমার্থ লাভ কভু নাহি হয় ॥

শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্যকে গুরু করিবে না,

যে অন্যায় শিখে, যেই শিক্ষা দেয় আর।
উভয়ে নরকে যায়, না পায় উদ্ধার ॥
শুদ্ধভক্তি ছাড়ি যিনি শিখিলেন বাদ।
তাঁহার জীবনমাত্র বাদ-বিসংবাদ ॥
সে কেমনে গুরু হবে, উদ্ধারিবে জীবে।

আপনি অসিদ্ধ অন্যে কিবা শুভ দিবে ॥
অতএব শুদ্ধভক্ত যে সে কেনে নয়।
উপযুক্ত গুরু হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

গুরুতত্ত্ব,

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দুঁহে কৃষ্ণদাস।
দুঁহে ব্রজজন কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ ॥
গুরুকে সামান্য জীব, না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু (৯) ॥
এই বুদ্ধি সহ সদা গুরুভক্তি করে।
সেই গুরুভক্তিবলে সংসারেতে তরে ॥

গুরুপূজা,

অগ্রে গুরুপূজা পরে শ্রীকৃষ্ণপূজন।
গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সমর্পণ (১০) ॥
গুরু আজ্ঞা লয়ে কৃষ্ণ পূজিবে যতনে।

---

(৯) শ্রীগুরুতে সামান্য জীববুদ্ধি করিবে না। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পুষ্ট কৃষ্ণপরিকর বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়। সাধু ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

(১০) শ্রীগুরুকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয় বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করতঃ তদনুমতি লইয়া যুগল পূজা করিবে। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করিবে। পিতৃ-লোককেও প্রসাদ অর্পণ করিবে।

শ্রীগুরু স্মরিয়া কৃষ্ণ বলিবে বদনে ॥

গুরুতে কিরূপ শ্রদ্ধা করা উচিত,

গুরুতে অবজ্ঞা যার তার অপরাধ।
সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাধ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি।
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত শীঘ্র যায় তরি ॥
গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা করে যেই জন।
শুদ্ধনামবলে সেই পায় প্রেমধন ॥

কোন স্থানে গুরু ত্যাগ করিতে হইবে,—

তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হয়।
অসৎসঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয় ॥
প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্‌গুরু প্রধান।
পরে নাম-অপরাধে হৈঞা হতজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি ছাড়ি নাম-রস।
ক্রমে ক্রমে হন অর্থ কামিনীর বশ ॥
সেই গুরু ছাড়ি শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকৃপায়।
সদ্‌গুরু লভিয়া পুনঃ শুদ্ধনাম গায় ॥

গুরুশিষ্য সম্বন্ধের পূর্ব্বেই পরস্পরের পরীক্ষা,

অযোগ্যশিষ্যেরে গুরু করিবেন দণ্ড।
ভজিয়া অযোগ্যগুরু শিষ্য হয় পণ্ড ॥

দুঁহের যোগ্যতা যতদিন স্থির রয়।
পরস্পর সম্বন্ধ কখন ত্যাজ্য নয় (১১)॥

শুদ্ধ গুরু পরীক্ষা করিয়া বরণ করিবে,

সদ্‌গুরুর প্রতি যেই অবজ্ঞা আচরে।
সে পাপিষ্ঠ অপরাধী সর্ব্বত্র সংসারে॥
অতএব প্রথমে বিশেষ যত্ন করি।
শুদ্ধভক্তে লইবেন গুরুরূপে বরি (১২)॥
গুরুত্যাগ-ক্লেশ যেন কভু নাহি ঘটে।

॥ (১১) গুরুশিষ্যের নিত্য সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে ততদিন সে সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব। এরূপ সম্বন্ধত্যাগের প্রমাণাদি প্রমাণমালায় দেখুন।

॥ (১২) গুরুবরণের পূর্ব্বেই গুরুশিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই। কুলগুরু যোগ্যপাত্র হইলে ত কথাই নাই। অযোগ্য হইলে সাধুগুরু অন্বেষণ পূর্ব্বক গুরু বরণ করিবে। যদি সকল বস্তু সংগ্রহ কালে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হয় তবে জীবনের পরমবন্ধু গুরুলাভকালে যিনি পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের যত্ন না করেন তিনি নিতান্ত দুর্ভাগা। অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।

এরূপ চিন্তিলে কভু না পড়ে সঙ্কটে ॥
গুরু যথা ভক্তিহীন শিষ্য তার প্রায়।
অতএব শুদ্ধ গুরু লবে পরীক্ষায় ॥
সদ্‌গুরু অবজ্ঞা অপরাধ ভয়ঙ্কর।
এই অপরাধে নষ্ট হয় দেবনর ॥

গুরুসেবার প্রক্রিয়া,

গুরু শয্যাসন আর পাদুকাদি যান।
পাদপীঠ স্নানোদক ছায়ার লঙ্ঘন ॥
গুরুর অগ্রেতে অন্য পূজাদ্বৈত জ্ঞান ॥
দীক্ষা ব্যাখ্যা প্রভুত্বাদি করিবে বর্জ্জন ॥
যথা যথা গুরুর পাইবে দরশন।
দণ্ডবৎ পড়ি ভূমে করিবে বন্দন ॥
গুরুনাম ভক্তিতে করিবে উচ্চারণ।
গুরু আজ্ঞা হেলা না করিবে কদাচন ॥
গুরুর প্রসাদ সেবা অবশ্য করিবে।
গুরুর অপ্রিয় বাক্য কভু না কহিবে ॥
গুরুর চরণে দৈন্যে লইবে শরণ।
করিবে গুরুর সদা প্রিয় আচরণ ॥
এরূপ আচারে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় প্রভো বলে শ্রুতিগণে ॥

নামগুরু প্রতি যদি অবজ্ঞা ঘটয়ে (১৩)।
দুষ্টসঙ্গে দুষ্টশাস্ত্র-মত সমাশ্রয়ে ॥
তবে সেই সঙ্গ সেই শাস্ত্র দূর করি।
বিলাপ করিব সেই গুরুপদে ধরি ॥
কৃপা করি গুরুদেব হইবে সদয়।
নামে প্রেম দিবে সে বৈষ্ণব দয়াময় ॥
হরিদাসপদরেণু ভরসা যাহার।
নামচিন্তামণি গায় তৃণাধিক ছার ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ গুর্ব্ববজ্ঞা-বিচারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা।

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্।

জয় জয় গদাই গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।
জয় সীতাপতি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

---

(১৩) নামগুরু, যিনি নামতত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন পূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন তিনিই নাম-গুরু। দীক্ষা-গুরুই নাম-গুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র হইতেনামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে কেবল নাম উচ্চারণে মন্ত্র উচ্চারণ হয়।

হরিদাস বলে প্রভু চতুর্থাপরাধ।
শ্রুতিশাস্ত্রবিনিন্দন ভক্তিরসবাধ॥

আম্নায়ই একমাত্র প্রমাণ,

শ্রুতিশাস্ত্রবেদ উপনিষৎ পুরাণ।
কৃষ্ণনিশ্বসিত হয় সর্ব্বত্র প্রমাণ॥
বিশেষতঃ অপ্রাকৃততত্ত্বে জ্ঞান যত।
সকলি আম্নায়সিদ্ধ তাহে হই রত॥
জড়াতীত বস্তু ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
কৃষ্ণকৃপা বিনা তাহা না হয় গোচর (১)।
করণাপাটব, ভ্রম, বিপ্রলিপ্সা আর।
প্রমাদ, সর্ব্বত্র নরজ্ঞানে এই চার॥
সেই সব দোষশূন্য বেদচতুষ্টয়।
বেদ বিনা পরমার্থে গতি নাহি হয়॥
মায়াবদ্ধজীবে কৃষ্ণ বহু কৃপা করি।
বেদপুরাণাদি দিল আর্ষজ্ঞানে ধরি (২)॥

---

(১) জড়ীয় বস্তুই কেবল ইন্দ্রিয় গোচর; জড়াতীত বস্তুতে ইন্দ্রিয়গণের গতিশক্তি নাই। চিদ্বস্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জড়াতীত। সুতরাং কৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক যে আম্নায় জ্ঞান দিয়াছেন তাহাতেই জীবের মঙ্গল হয়। আম্নায় শব্দে সৎসম্প্রদায় প্রাপ্ত বেদবাক্য।

(২) আর্ষজ্ঞান, ঋষিগণ সমাধিক্রমে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহাই আর্ষজ্ঞান।

আম্নায় হইতে দশমূল শিক্ষা, প্রমেয় নয়টী,

সেই শ্রুতিশাস্ত্রে জানি কর্ম্মজ্ঞান ছার।
নির্ম্মলভক্তিতে মাত্র পাই সর্ব্বসার॥
মায়ামূঢ়জীবে কর্ম্মজ্ঞানে শুদ্ধ করি।
শুদ্ধভক্তি অধিকার শিখাইলে হরি (৩)॥
প্রমাণ সে বেদবাক্য নয়টী প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয়॥
এই দশমূল সার অবিদ্যা বিনাশ (৪)।
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ॥

১। হরি একপরতত্ত্ব, ২। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ৩। তিনি রসমূর্ত্তি,

প্রথমে শিখায় পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্ব্বশক্তিমান্ রসমূর্ত্তিধারী॥

---

(৩) সেই শ্রুতিসিদ্ধজ্ঞানে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে তুচ্ছফলদাতা বলিয়া নির্ম্মলভক্তিতে সারতত্ত্বপ্রাপ্তির বিধান শিক্ষা দিয়াছেন।

(৪) দশমূল এই। প্রমাণ এক অর্থাৎ আম্নায় বাক্য। প্রমেয় নয়। ১। হরিই পরতত্ত্ব; ২। তিনি শ্যামসুন্দর, সর্ব্বশক্তিমান্; ৩। শ্যাম সুন্দর পরম রসময়। সংব্যোম, পরব্যোম তাঁহার ধাম; ৪। জীব অনন্ত চিৎপরমাণু কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। নিত্য বদ্ধ ও নিত্য মুক্তভেদে জীব দুই প্রকার; ৫। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ মায়াবদ্ধ; ৬। শুদ্ধভক্তগণ মায়ামুক্ত; ৭। জীব ও জড়ময় সমস্ত জগৎ অচিন্ত্যশক্তি প্রসূত নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ; ৮। নববিধ কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব; ৯। কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব।

জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোমধামেতে তাঁর নিত্য অধিষ্ঠান ॥
এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে।
বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে ॥

৪। জীবতত্ত্ব,

দ্বিতীয়ে শিখায় বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্ত সংখ্যক চিৎ পরমাণুসত্ত্ব ॥

৫। নিত্যবদ্ধ ও ৬। নিত্য মুক্তভেদে জীব দুই প্রকার,

নিত্যবদ্ধ নিত্যভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম, ব্রহ্মাণ্ড ভরি সংস্থিতি তাহার ॥

বদ্ধজীব,

বদ্ধজীব মায়া ভজি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ভোগ করে দুঃখসুখ ॥

মুক্তজীব,

নিত্যমুক্ত কৃষ্ণ ভজি কৃষ্ণপারিষদ।
পরব্যোমে ভোগ করে প্রেমের সম্পদ ॥
তিনটী প্রমেয় এই জীবের বিষয়ে।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন কৃষ্ণদাস্য হয়ে ॥

৭। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ,

চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।

সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার ॥
জীব জড় সর্ব্ব বস্তু কৃষ্ণশক্তিময়।
অবিচিন্ত্য ভেদাভেদ শ্রুতিশাস্ত্রে কয় ॥
এই জ্ঞানে জীব জানে আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ মোর নিত্য প্রভু চিৎসূর্য্য প্রকাশ ॥
শক্তিপরিণামমাত্র বেদশাস্ত্রে বলে।
বিবর্ত্তাদি-দুষ্টমতে বেদনিন্দে ছলে (৫) ॥

সাতটী প্রমেয় সম্বন্ধজ্ঞান,

এইত সম্বন্ধ জ্ঞান সাতটী প্রমেয়।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয় ॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার।
নববিধ কৃষ্ণভক্তি বিধি, রাগ আর ॥

৮। অভিধেয়। নববিধভক্তি,

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মৃতি, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥
ভক্তির প্রকারমধ্যে নাম সর্ব্বসার।
প্রণবমাহাত্ম্য বেদ করেন প্রচার ॥

---

(৫) ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিপরিণামই বেদের শিক্ষা। ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণাম বা বিবর্ত্ত নিতান্ত বেদবিরুদ্ধ মত।

৯। প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম,

শুদ্ধভক্তি-সমাশ্রয় করিয়া মানব।
কৃষ্ণকৃপাবলে পায় প্রেমের বৈভব (৬)॥

এই শ্রুতিশিক্ষা নিন্দা অপরাধ,

এ নব প্রমেয় শ্রুতি করেন প্রমাণ।
শ্রুতিতত্ত্বাভিজ্ঞ গুরু করেন সন্ধান॥
এ হেন শ্রুতিরে যেই করে বিনিন্দন।
নাম অপরাধী সেই নরাধম জন॥

বেদবিরুদ্ধ বাদসমূহ,

জৈমিনী, কপিল, নগ্ন, নাস্তিক, সুগত॥
গৌতম এ ছয়জন হেতুবাদে হত।
বেদ মানে মুখে তবু ঈশ নাহি মানে।
কর্ম্মকাণ্ড শ্রেষ্ঠ বলি' জৈমিনী বাখানে॥
ঈশ্বর অসিদ্ধ, কপিলের কল্পনায়।
তবু যোগ মানে অর্থ বুঝা নাহি যায়॥

---

(৬) শুদ্ধভক্তি, যে চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করে অথচ তাহাতে ভক্তির উন্নতি ব্যতীত অন্য বাঞ্ছা না থাকে এবং যাহা জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি দ্বারা আবৃত না হয় সেই চিত্তবৃত্তিই শুদ্ধভক্তি। কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না। শুদ্ধভক্তিতে নামাশ্রয় করাই সর্ব্ববেদসম্মত শিক্ষা।

নগ্ন সে তামসতন্ত্র করয় বিস্তার।
বেদের বিরুদ্ধধর্ম্ম করয়ে প্রচার॥

এই সব মতবাদ দ্বারা শ্রুতিনিন্দা হয়,

নাস্তিক চার্ব্বাক, কভু বেদ নাহি মানে।
সুগত বৌদ্ধের এক প্রকার বাখানে॥
গৌতম ন্যায়ের কর্ত্তা ঈশ্বর না ভজে।
তার হেতুবাদমতে নরমাত্র মজে॥
এই সব দুষ্টমতে শ্রুতির নিন্দন।
কভু স্পষ্ট, কভু গুপ্ত, বুঝে বিজ্ঞজন॥
এই সব মতে থাকি অপরাধী হয়।
অতএব এই সবে ত্যজিবে নিশ্চয়॥

মায়াবাদীর অতি দুষ্ট মত,—বেদ বিরুদ্ধ,

এ সব কুমত ছাড়ি আর মায়াবাদ।
শুদ্ধভক্তি অনুভবি হয় নির্ব্বিবাদ॥
মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র গুপ্ত-বৌদ্ধমত।
বেদার্থবিকৃতি কলিকালেতে সম্মত॥
উমাপতি ব্রাহ্মণরূপেতে প্রকাশিল।
তোমার আজ্ঞায় তেঁহ আচার্য্য হইল॥
জৈমিনী যেরূপ মুখে বেদমাত্র মানে।
শ্রুতির বিকৃত অর্থ জগতে বাখানে॥

মায়াবাদী গুরু সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম।
বেদবাক্যে স্থাপি আচ্ছাদিল ভক্তিমর্ম্ম (৭) ॥
এই সব মতবাদে ভক্তি দূরে যায়।
শ্রীকৃষ্ণনামেতে জীব অপরাধ পায় (৮) ॥

শ্রুতিবিচারে শুদ্ধ প্রক্রিয়া,

শ্রুতির অভিধা-বৃত্তি করি সংযোজন।
শুদ্ধভক্তি লভি পায় জীব প্রেমধন (৯)॥
শ্রুতিতে লক্ষণা করে অযথা প্রকারে।
নিত্য সত্য দূরে যায়, অপরাধে মরে ॥
সর্ব্ববেদসম্মত প্রণব কৃষ্ণনাম।

---

(৭) অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, গোবিন্দ, গৌড়পাদ, শঙ্কর এবং শঙ্করানুগত জরন্মীমাংসকগণই মায়াবাদগুরু। জীবের নির্ব্বাণলয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান মত। বৌদ্ধ যদিও ব্রহ্ম মানেন না তথাপি তাঁহার শূন্যবাদাদিতে যে চরমতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তাহা মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিষয়ে এক। এই মতটী নিত্য ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধ।

(৮) এই সব মত স্বীকার করেন অথচ কৃষ্ণনাম করেন তাহাতে কোন কোন মায়াবাদী নামাপরাধে হত হন।

(৯) যেখানে অভিধালক্ষণ চলিতে পারে সেখানে লক্ষণা করা অনুচিত। এই কথা স্থির রাখিয়া বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বন করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের শিক্ষা পাওয়া যায়। অভিধা ও লক্ষণার অর্থ প্রমাণমালায় দৃষ্টি করুন্।

সেই নামে জীব সব পায় নিত্য ধাম ॥
প্রণব সে মহাবাক্য হয় কৃষ্ণনাম।
তাহাতেই শ্রীভক্তের সতত বিশ্রাম ॥
বেদ বলে নাম-চিৎস্বরূপ জগতে।
নামের আভাসে সিদ্ধ হয় সর্ব্বমতে ॥

বেদ কেবল শুদ্ধনামভজন শিক্ষা দেন,

এই সব বেদশিক্ষা অভাগা না মানে।
নামে অপরাধ করে, বেদের নিন্দনে ॥
শুদ্ধনামপরায়ণ যেই মহাজন।
বেদাশ্রয়ে পায় নাম-রস প্রেমধন ॥
সর্ব্ববেদ বলে গাও হরিনামসার।
পাইবে পরমা প্রীতি আনন্দ অপার ॥
বেদ পুনঃ বলে যত মুক্ত মহাজন।
পরব্যোমে সদা করে নামসংকীর্ত্তন ॥

তামসতন্ত্র শিক্ষা বেদবিরুদ্ধ,

কলিযুগে বহুজন মায়াশক্তি ভজে।
চিদাত্মা পুরুষ কৃষ্ণনামরস ত্য'জে ॥
তামসিক তন্ত্র ধরি শ্রুতিনিন্দা করে।
মদ্যমাংসে প্রীতি করি অধর্ম্মেতে মরে ॥
সে সব নিন্দুক নাহি পায় কৃষ্ণনাম।

কভু নাহি পায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনধাম ॥

মায়াদেবীর নিষ্কপট কৃপাই প্রয়োজন,

মায়াদেবী সে সব পাষণ্ডে অধোগতি।
দিয়া নামামৃতে আর নাহি দেন মতি ॥
তবে যদি সাধুসেবায় তুষ্ট হন মায়া।
অকপটে দেন তবে কৃষ্ণপদছায়া ॥
মায়া কৃষ্ণদাসী বহির্ম্মুখ জীবে দণ্ডে।
মায়া পূজিলেও শুভ নাহি পায় ভণ্ডে ॥
কৃষ্ণনাম করে যেই মায়াদেবী তারে।
নিষ্কপটে কৃপা করি লয় ভবপারে (১০) ॥
অতএব শ্রুতিনিন্দা অপরাধ ত্যজি।
অহরহঃ নামসংকীর্ত্তনরসে মজি ॥

---

(১০) জগতে মায়াদেবীকে দুর্গা কালী নামে পূজা করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগতশক্তি। মায়া তাঁহার ছায়া। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা অর্থাৎ নিষ্কপটকৃপা ও সকপটকৃপা। যেই স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন সেখানে স্বীয় বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যেস্থলে সকপট কৃপা, সেস্থলে জড়ীয় অনিত্য সুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যে স্থলে নিতান্ত অননুগ্রহ, সেস্থলে ব্রহ্মনির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন। তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ।

তদপরাধের প্রতিকার

প্রমাদে যদ্যপি হয় সে শ্রুতিনিন্দন।
অনুতাপে করি পুনঃ সে শ্রুতিবন্দন॥
কুসুম তুলসী দিয়া সেই শ্রুতিগণে।
ভাগবতসহ সদা পূজিব যতনে॥
ভাগবত শ্রুতিসার কৃষ্ণ-অবতার।
অবশ্য করিবে মোরে করুণা অপার (১১)॥
হরিদাসপদরজঃ ভরসা যাহার।
নামচিন্তামণিহার গলায় তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রুতিনিন্দা-অপরাধবিচারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নামে অর্থবাদ অপরাধ।

তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।

জয় গৌর গদাধর শ্রীরাধামাধব।
জয় গৌরলীলাস্থলী জাহ্নবী বৈষ্ণব॥

---

(১১) শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্ববেদসার। যে ব্যক্তিদিগের শুভদিন উদয় হইতে বিলম্ব থাকে তাহারা শ্রীভাগবতের প্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করে। ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

হরিনামে অর্থবাদকল্পনা চিন্তন।
পঞ্চমাপরাধ প্রভো শ্রীশচীনন্দন (১)॥

নামমহিমা,

স্মৃতি কহে হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লয়।
কৃষ্ণ তারে কৃপা করি হয়েন সদয়॥
নামের সদৃশ জ্ঞান নাহিক নির্ম্মল।
নামের সদৃশ ব্রত নাহিক প্রবল॥
নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এ জগতে।
নামের সদৃশ ফল নাহি কোনমতে॥
নামের সদৃশ ত্যাগ কোনরূপে নয়।
নামের সদৃশ সম কভু নাহি হয়॥
নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এ সংসারে।
নামের সদৃশ গতি না দেখি বিচারে॥
নামই পরম মুক্তি নাম উচ্চগতি।
নামই পরম শান্তি নাম উচ্চস্থিতি॥

---

(১) হরিনাম সম্বন্ধে অর্থবাদ করা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। হরিনামের যে মহিমা লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নয়, কেবল নামে রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য অতিবাদ মাত্র এরূপ বলাকে অর্থবাদ বলে। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যে সকল মহিমা উল্লিখিত আছে সে সকল বস্তুতঃ রুচি উৎপাদক ফল মাত্র কিন্তু নামসম্বন্ধে সেরূপ নয়। নাম-সম্বন্ধে অর্থবাদ করিলে অপরাধ হয়।

নামই পরমভক্তি নাম শুদ্ধামতি।
নামই পরমপ্রীতি নাম পরাস্মৃতি॥
নামই কারণতত্ত্ব নাম সর্ব্বপ্রভু।
পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু॥

কৃষ্ণনামের সর্ব্বোত্তমতা.

সহস্রনামের তুল্য হয় নাম রাম।
তিন রাম-নামতুল্য এক কৃষ্ণনাম॥

নামের অর্থবাদে নরক গমন অবশ্য ঘটে.

শ্রুতিগণ নামের মাহাত্ম্য সদা গায়।
নামকে চিত্তত্ত্ব বলি জগতে জানায়॥
শ্রুতি স্মৃতি প্রদর্শিত নামের যে ফল।
তাহে অর্থবাদ করে পাষণ্ডপ্রবল॥
হরিনামে অর্থবাদ যে অধম করে।
সে পাপিষ্ঠ নরকেতে পচি পচি মরে॥
যে বলে নামের ফলশ্রুতি সত্য নয়।
নামে রুচি দিতে মাত্র তত ফল কয়॥
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আর জীবহিতাহিত।
সে অধম নাহি জানে বুঝে বিপরীত (২)॥

---

(২) যে ব্যক্তির ভক্তিসুকৃতি না থাকে তাহার কখনই ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতএব সুকৃতি অভাবে নামে রুচি জন্মে না। নামের যে অপার ফলশ্রুতি তাহাতেও বিশ্বাস হয় না। শাস্ত্রের একাঙ্গে যাহাদের প্রসক্তি তাহারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য জানিতে পারে না।

নামের ফল সত্য। তাহাতে অর্থবাদের প্রয়োজন নাই,

কর্ম্মকাণ্ডে আছে ত' কৈতব (৩) স্বার্থজ্ঞান।
ভক্তিতত্ত্বে নামে তাহা নহে বিদ্যমান॥
কর্ম্মকাণ্ডে ফলশ্রুতি রোচনার্থ জানি।
ভক্তিতত্ত্বে ফলশ্রুতি নিত্য সত্য মানি॥
নামতত্ত্বে শাঠ্য নাহি পায় কভু স্থান।
নিজের নাহিক স্বার্থ নাম করি দান॥

কর্ম্মফলের অর্থবাদ অপরিত্যজ্য,

নাম-দান শ্রদ্ধাবানে যেই জন করে।
কৃষ্ণদাস্য করে সেই স্বার্থপরিহারে॥
কর্ম্ম করাইলে যাজকের অর্থলাভ।
অতএব তাহে কৈতবের ত' প্রভাব।
বেদস্মৃতি নাম ফল অনন্ত বাখানে॥
স্বার্থবুদ্ধি (৪) শূন্য সে যে তাহা নাহি মানে॥
কর্ম্ম সব শুভাশুভ জড়ের আশ্রয়ে।
জড়ময়ফল যাচে যজমানচয়ে।
কর্ম্মফল দূরে ফেলি যেবা করে কর্ম্ম।
হৃদয় বিশুদ্ধ তার হয় এই মর্ম্ম॥

---

(৩) কৈতব, ধূর্ত্ততা।

(৪) স্বার্থবুদ্ধি, জীবের নিজ উন্নতি-চেষ্টাময়ী বুদ্ধি।

বিশুদ্ধহৃদয়ে আত্মরতি (৫) সুনির্ম্মল।
উদয় হইয়া হয় ক্রমশঃ প্রবল ॥

নাম চিন্ময়। তাহাতে অর্থবাদ হইতে পারে না,

নাম সেই আত্মরতি নিজে উপস্থিত।
সাধনকালেতে সাধ্যবস্তুর বিহিত ॥
কর্ম্মের চরম ফল নামরস হয়।
সাধুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেতে নিশ্চয় ॥
অতএব চৌদ্দলোক ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ।
যেই ফল নাহি পান নাম তাহা হন ॥
নামফল সর্ব্বোপরি অবশ্য হইবে।
কর্ম্মী জ্ঞানী হিংসা করি নামে কি করিবে ॥

নামাভাসে সর্ব্বকর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল হইয়া থাকে,

সর্ব্বকর্ম্মফল নামাভাসে লব্ধ হয়।
সর্ব্বজ্ঞানফল নামাভাসেতে মিলয় ॥
আভাসে মিলিল যদি এত উচ্চফল।
নাম বস্তু ততোধিক প্রদানে প্রবল (৬) ॥

---

(৫) আত্মরতি, আত্মতত্ত্বে রতি সুতরাং অনাত্ম্য তত্ত্বে বিরাগ।

(৬) নামাভাসে কর্ম্ম ও জ্ঞানাপেক্ষা অধিক ফল। যখন নামাভাসে এত ফল হয় তখন সাক্ষাৎ নাম উদয় হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল দিতে পারেন। তাহাতে সন্দেহ কি ?

অতএব শাস্ত্রে যত নামফল গায়।
শুদ্ধনামাশ্রিত জন নিশ্চয়তা পায়॥

নামফলে যাহার সন্দেহ তাহার মঙ্গল নাই,

ইহাতে সন্দেহ যার সে অধম জন।
নামঅপরাধে তার অবশ্য পতন॥
বেদে রামায়ণে আর ভারতে পুরাণে।
আদি অন্ত মধ্যে হরিনামের বাখানে॥
নামফল শ্রুতিবাক্য অনাদি নিশ্চল।
তাহে অর্থবাদকল্পনার কিবা ফল॥

কর্ম্মজ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণ শক্তি নামে আছে,

নামনামী এক নামে দিয়া সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্বোপরি করিয়াছ তব নামভক্তি॥
তুমিত স্বতন্ত্র তত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্।
তোমার ইচ্ছায় যত বিধির বিধান॥
কর্ম্মকে করেছ জড় আর ব্রহ্মজ্ঞানে।
দিয়াছ নির্ব্বাণশক্তি স্বতন্ত্র বিধানে॥
ইচ্ছাময় তুমি প্রভু, স্বীয় নামাক্ষরে।
অর্পিয়াছ সব শক্তি আর কে কি করে (৭)॥

---

(৭) তুমি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ, তুমি স্বীয় নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি চলিতে পারে?

অতএব তব নাম সর্ব্বশক্তিমান।
নামে অর্থবাদ নাহি করিবে বিদ্বান্ ॥

তদপরাধের প্রতিকার,

নামে অর্থবাদ অপরাধ ঘটে যদি।
দন্তে তৃণ ধরি যাই বৈষ্ণবসংসদি (৮) ॥
অপরাধ জানাইয়া বৈষ্ণবচরণে।
ক্ষমা মাগি কাকুতি করিয়া ঋজুমনে ॥
নামের মহিমা জ্ঞাতা ভাগবতজন।
ক্ষমা করি কৃপা করি দিবে আলিঙ্গন ॥
নামে অর্থবাদ আর কল্পন মনন।
কভু নাহি হবে চিত্তে মায়া-বিড়ম্বন (৯) ॥
অর্থবাদকারী সহ হৈলে সম্ভাষণ।
সচেলে জাহ্নবী জলে করিব মজ্জন (১০) ॥

---

(৮) বৈষ্ণবসংসদি, বৈষ্ণবজন যেখানে সভা করিয়া কৃষ্ণকথা আলোচনা করেন তথায়।

(৯) নামের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অর্থবাদ করিবার যে চেষ্টা সে কেবল মায়ার বিড়ম্বন মাত্র।

(১০) নামে যে সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই সেখানে অন্য পবিত্রজলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে তবে মানসস্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে।

কৃষ্ণপ্রিয়া বংশীকৃপা ভরসা যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি তার অলঙ্কার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নাম্নি অর্থবাদাপরাধবিচারো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

নামবলে পাপবুদ্ধি।

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপ-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।

গৌরগদাধর জয় জাহ্নবা জীবন।
জয় জয় সীতাদ্বৈত জয় ভক্তগণ॥

নামগ্রহণে সমস্ত অনর্থ দূর হয়,

হরিদাস বলে নাম শুদ্ধসত্ত্বময়।
ভাগ্যবান্ জীব করে নামের আশ্রয়॥
অতি শীঘ্র তাহার অনর্থ দূরে যায়।
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আর স্থান নাহি পায়॥
নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি।
পূর্ব্বপাপ দগ্ধ হয় চিত্ত শুদ্ধ অতি॥
পাপ আর পাপবীজ, পাপের বাসনা।

অবিদ্যা তাহার মূল এ তিন যন্ত্রণা (১) ॥
সর্ব্বজীবে দয়া আসি হইবে উদয়।
জীবের মঙ্গল চেষ্টা সতত করয় ॥
জীবের সন্তাপ কভু সহিতে না পারে।
যাহে পরতাপ (২) যায় তার চেষ্টা করে ॥
বিষয়পিপাসা অতি তুচ্ছ মনে হয়।
ইন্দ্রিয়লালসা তার চিত্তে নাহি রয়।
কনককামিনী-চেষ্টা প্রতি ঘৃণা করে।
যথা ধর্ম্মলাভে তুষ্ট থাকি প্রাণ ধরে ॥
ভক্তি-অনুকূল সব করয়ে স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূল নাহি করে অঙ্গীকার ॥
কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র বলি জানে।
জীবনে পালনকর্ত্তা কৃষ্ণ ইহা মানে ॥
অহং মম বুদ্ধ্যাসক্তি না রাখে হৃদয়ে (৩)।
দীনভাবে নাম লয় সকল সময়ে ॥
স্বভাবতঃ যার এই রূপ নামাশ্রয়।

---

(১) অবিদ্যা হইতে পাপবীজ বা পাপবাসনা এবং পাপবাসনা হইতে পাপ এই তিন প্রকার বদ্ধজীবের ক্লেশ।

(২) পরতাপ, অন্য জীবের ক্লেশজনিত তাপ।

(৩) এই জড়দেহে অহং ও মম এইরূপ বুদ্ধিগত আসক্তি।

পাপে মতি পাপাচার তাহার কি হয় ॥

পূর্ব্বপাপ ও পাপগন্ধ শীঘ্র দূর হয়,

পূর্ব্ব দুষ্টভাব তার ক্রমে হয় ক্ষীণ।
পবিত্র স্বভাব শীঘ্র হইবে প্রবীণ ॥
এই সন্ধিকালে পূর্ব্বপাপের সম্বন্ধ।
থাকিতেও পারে কিছুদিন পাপগন্ধ (৪) ॥
নামের সংসর্গে যত সুমতি উদয়।
হয়ে সেই পাপগন্ধ শীঘ্র করে ক্ষয় ॥
প্রতিজ্ঞা করেছ নাথ অর্জ্জুন নিকটে।
মোর ভক্ত কভু নাহি পড়িবে সঙ্কটে ॥
সঙ্কট সময়ে আমি হইব সহায়।
অতএব পাপ যায় তোমার কৃপায় ॥
জ্ঞানমার্গী কষ্টে পাপ করিয়া দমন।
তবাশ্রয় ছাড়ি শীঘ্র হয়ত পতন ॥
তব পদাশ্রয় যার সেই মহাজন।
বিঘ্ন না পাইবে কভু সিদ্ধান্ত বচন।

---

(৪) নামে মতি হইতেছে। তৎপূর্ব্বের অবস্থা ও তৎপর অবস্থা এই দুই অবস্থার মধ্যগত অবস্থাকে সন্ধিকাল বলে। এই সন্ধিকালে নূতন পাপে মতি হয় না। অভ্যাসক্রমে পূর্ব্বপাপের কিছু কিছু ক্ষয়োন্মুখ গন্ধ থাকিতে পারে।

প্রমাদে পাপ উপস্থিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই,

যদি কভু প্রমাদে ঘটয় কোন পাপ।
ভক্ত তবু নাহি সহে প্রায়শ্চিত্ত তাপ (৫)॥
সে পাপ ক্ষণিক, নাহি পায় অবস্থিতি।
নামরসে ভেসে যায় না দেয় দুর্গতি॥

নামাশ্রয়ী নূতন পাপ বিচার করিয়া করিলে নামবলে পাপাচরণ,

কিন্তু যদি কোন জন নামে করি বল।
আচরে নূতন পাপ সে জন চঞ্চল॥
সে কেবল কপটতা করিয়া আশ্রয়।
নাম অপরাধে পায় শোকমৃতিভয়॥

প্রমাদ ও বিচারিত কর্ম্মের ভেদ,

প্রমাদ ঘটনা আর বিচারিতকর্ম্মে।
সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে ভক্তিশাস্ত্রমর্ম্মে (৬)॥

---

(৫) ভক্তের যদি প্রমাদে কোন পাপকার্য্য ঘটিয়া পড়ে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

(৬) পাপঘটন দুই প্রকারে হয় অর্থাৎ অকস্মাৎ প্রমাদ হইতে পাপ হইয়া পড়ে এবং বিচার হইতে পাপ হয়। অর্থাৎ আমি একটি পাপ আচরণ করিব ইহার বিচার পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া পাপ অনুষ্ঠিত হয়। এই দুয়ে অনেক প্রভেদ।

নামাশ্রয়ীর পাপ করা দূরে থাকুক, পাপে মতি হইলেই নামাপরাধ হয়,

সংসারী মানব যেবা আচরয়ে পাপ।
প্রায়শ্চিত্ত আছে তার আর অনুতাপ॥
কিন্তু নামবলে যদি পাপে করে মতি।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বড়ই দুর্গতি॥
বহুযমযাতনাদি পাইলেও তার।
সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার॥
পাপে মতিমাত্রে হয় এরূপ যন্ত্রণা।
পাপাচারে যত দোষ তার কি গণনা॥

প্রবঞ্চক শঠের নামভরসায় পাপক্রিয়া মর্কটবৈরাগ্য মাত্র,

শাস্ত্রে শুনিয়াছে নাম যত পাপ হরে।
কোটী জন্মে মহাপাপী করিতে না পারে॥
পঞ্চবিধ পাপ মহাপাতক অবধি।
নামাভাসে যায়, শাস্ত্র গায় নিরবধি॥
সেইত ভরসা করি প্রবঞ্চক জন।
শঠতা করিয়া নাম করয়ে গ্রহণ॥
কষ্টের সংসার ছাড়ি বৈরাগীর বেশে।
কনককামিনী আশে ফিরে দেশে দেশে।
তুমিত বলেছ প্রভু মর্কট-বৈরাগী।

কামিনী সম্ভাষি ফিরে ধর্ম্ম গৃহত্যাগী (৭)॥

নিষ্কপটে নামাশ্রয় না করিলে এই অপরাধ অনিবার্য্য,

বৈরাগ্যের ছলে কেহ গৃহে কাটে কাল।
সম্ভাষ্য না হয় সব বিশ্বের জঞ্জাল॥
গৃহে থাকু বনে যাউ তাহে নাহি দোষ।
নিষ্পাপে করুক্ নাম পাইয়া সন্তোষ (৮)॥
নামবলে পাপমতি মহা অপরাধ।
তাহাতে মজিলে হয় ভক্তিতত্ত্বে বাধ॥

নামাভাসী ব্যক্তিগণ এই কপট লোকের সঙ্গে অপরাধী হন,

নামাভাসী জনের কুসঙ্গ যদি হয়।
তবে এই অপরাধ ঘটিবে নিশ্চয়॥
শুদ্ধনামোদয় যার হৃদয়ে হইবে।
এই নাম অপরাধ তার না ঘটিবে॥

শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির দশবিধ অপরাধ স্পর্শ করে না,

শুদ্ধনামাশ্রিতজনে অপরাধ দশ।

---

(৭) ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভু মর্কট-বৈরাগীর যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত আছে। বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী সম্ভাষণ করেন, তিনি মর্কট-বৈরাগী।

(৮) নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান তাহাতে কোন বিচার নাই, কেননা গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষ্বাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

কোনরূপে কোন কালে না করে পরশ ॥
নামাশ্রিতজনে নাম সদা রক্ষা করে।
অপরাধ কভু তার না হইতে পারে॥
যতদিন শুদ্ধনাম না হয় উদয়।
ততদিন অপরাধ-আক্রমণে ভয় ॥
অতএব নামাভাসী যদি ভাল চায়।
নাম বলে পাপবুদ্ধি হইতে পলায় ॥

কতদিন সাবধানে অপরাধ পরিত্যাগ করা চাই,

শুদ্ধনামাশ্রিতজন সঙ্গবল ধরি (৯)।
অপরাধে সতর্কতা সর্ব্বদা আচরি ॥
শুদ্ধনাম যার মুখে তার দৃঢ় মন।
কৃষ্ণ হৈতে বিচলিত নহে একক্ষণ ॥
অতএব নামে বল যতদিন নয়।
ততদিন অপরাধে করিবেক ভয় ॥
বিশেষ যতনে পাপবুদ্ধি দূর করি।
অহর্নিশি মুখে বলিবেক হরি হরি ॥
শ্রীগুরুকৃপায় হবে সুসম্বন্ধজ্ঞান।

এই অপরাধ হইলে তাহার প্রতিকার,

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম তাহাতে বিধান ॥

---

(৯) সঙ্গবল, শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গবল।

যদ্যপি প্রমাদে নামবলে পাপবুদ্ধি।
শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে করি তার শুদ্ধি॥
পাপস্পৃহা বাটপার পথে আসি ধরে (১০)।
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ পথরক্ষা করে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি রক্ষকের নাম ধরি।
পলাইবে বাটপার আসিবে প্রহরী॥
আদরে বলিবে ভাই নাহি কর ভয়।
আমিত রক্ষক তব শুন মহাশয়॥
কেবল বৈষ্ণবপদ দাস্যব্রত যার।
হরিনাম চিন্তামণি গায় সেই ছার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নামবলেন পাপবুদ্ধিবিচারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

---

(১০) বাটপার, পথে যাহারা চুরি করে।

কর যুড়ি হরিদাস বলেন বচন।
আর নাম অপরাধ করহ শ্রবণ॥

নামে দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলি, তাহা হইলেই নামে অধিকার হয়,

যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা না হইল উদয়।
নাম নাহি শুনে বহির্ম্মুখ দুরাশয়॥
নাহি জন্মে সে জনার নামে অধিকার।
শ্রদ্ধামাত্র অধিকার এই তত্ত্বসার॥
সজ্জাতি সৎকুল জ্ঞান বল বিদ্যাধন।
নামে অধিকার দিতে না হয় কারণ॥
নামের মাহাত্ম্যে যেই সুদৃঢ় বিশ্বাস।
শাস্ত্রমতে শ্রদ্ধা সেই সর্ব্বত্র প্রকাশ (১)॥

শ্রদ্ধাহীনজনকে নাম দিলে নাম অপরাধী হয়,

শ্রদ্ধা নাহি জন্মে যার হরিনাম তারে।
সাধুজন নাহি দেন বৈষ্ণব আচারে॥
শ্রদ্ধাহীনজন যদি হরিনাম পায়।
অবজ্ঞা করিবে মাত্র সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
শূকরকে দিলে রত্ন সে চূর্ণ করিবে।
বানরকে দিলে বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে॥

---

(১) কৃষ্ণনামই জীবের সর্ব্বস্ব ধন। কৃষ্ণনামাশ্রয় করিলেই সর্ব্ব শুভ কর্ম্ম কৃত হয়, এইরূপ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা যায়। যাহার এইরূপ শ্রদ্ধা হয় নাই, সে হরিনামের অধিকারী নয়।

শ্রদ্ধাহীন পেয়ে নাম অপরাধে মরে।
সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে অভক্ত শীঘ্র করে॥

শ্রদ্ধাহীন নাম পাইতে প্রার্থনা করিলে তাহাকে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত,

শ্রদ্ধা-বিরহিত জন শঠতা করিয়া।
হরিনাম মাগে বৈষ্ণবের কাছে গিয়া॥
তাহার বঞ্চনা-বাক্য বুঝি সাধুজন।
হরিনাম নাহি দেন তারে কদাচন॥
সাধু বলে ওরে ভাই শাঠ্য পরিহর।
প্রতিষ্ঠাশা দূরে রাখি নামে শ্রদ্ধা কর (২)॥
নামে শ্রদ্ধা হৈলে নাম অনায়াসে পাবে।
নামের প্রভাবে এ সংসারে তরে যাবে॥
যতদিন নাহি তব নামে শ্রদ্ধা ভাই।
নাম লৈতে তোমার ত অধিকার নাই॥
শ্রীনামমাহাত্ম্য সাধুশাস্ত্র মুখে শুন।

---

(২) সর্ব্বপাপহারী নাম পাইলে পাপ করিবার আর ভয় থাকিবে না। সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিলে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং আমি লোকের নিকট হইতে অনেক কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব। পাপাচারে আমার যে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে, তাহা হরিনাম গ্রহণ করিলে আবার হইবে। হরিনামের ফলে সংসারে অনেক সুখ হইবে। এই সব অভিপ্রায় নামগ্রহণে শাঠ্য।

প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি দৈন্য করহ গ্রহণ ॥
নামে শ্রদ্ধা হ'লে তবে গুরুমহাজন।
নাম অর্পিবেন ভাই নাম মহাধন ॥
শ্রদ্ধাহীনজনে অর্থ-লোভে নাম দিয়া।
নরকেতে যায় নামাপরাধে মজিয়া (৩) ॥

এই অপরাধের প্রতিকার,

প্রমাদে যদ্যপি নাম উপদেশ হয়।
শ্রদ্ধাহীনে তবে গুরু পায় মহাভয় ॥
বৈষ্ণবসমাজে তাহা করি বিজ্ঞাপন।
সেই দুষ্টশিষ্যত্যাগ করে মহাজন ॥
তাহা না করিলে গুরু অপরাধক্রমে।
ভক্তিহীন দুরাচার হয় মায়াভ্রমে ॥
অতএব প্রভু যারে আদেশ করিলে।
নাম প্রচারিতে তারে এই আজ্ঞা দিলে ॥

এ বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা,

শ্রদ্ধাবান্ জনে কর নাম উপদেশ।

---

(৩) নামপ্রাপ্তির জন্য যিনি আসিয়াছেন, তিনি শঠ অতএব শ্রদ্ধাহীন এইরূপ জানিয়া যিনি অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে অপাত্রে হরিনাম অর্পণ করেন, তিনি নামাপরাধ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথমে শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান মনে করিয়া নামার্পণ করিলেন, পরে জানিলেন শিষ্যটী শ্রদ্ধাহীন শঠ। তবে গুরু অবশ্য তাহার প্রতিকার করিবেন।

নামমহিমায় পূর্ণ কর সর্ব্বদেশ ॥
উচ্চসংকীর্ত্তনে কর শ্রদ্ধার প্রচার।
শ্রদ্ধা লভি জীব করে সদ্‌গুরু বিচার ॥
সদ্‌গুরু নিকটে করে শ্রীনাম গ্রহণ।
অনায়াসে পায় তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
চোর, বেশ্যা, শঠ আদি পাপাসক্তজনে।
ছাড়াইয়া পাপমতি দিবে শ্রদ্ধাধনে ॥
সুশ্রদ্ধ হইলে দিবে নাম উপদেশ।
এইরূপে নাম দিয়া তার সর্ব্বদেশ ॥

এরূপ অপরাধের ফল,

ইহা না করিয়া যিনি দেন নামধন।
সেই অপরাধে তাঁর নরকে পতন ॥
নাম পেয়ে শিষ্য করে নাম-অপরাধ।
তাহাতে গুরুর হয় ভক্তিরসবাধ ॥
এই নাম অপরাধে দুঁহে শিষ্য গুরু।
নরকেতে যায় এই অপরাধ উরু ॥

অগ্রে শ্রদ্ধা দিয়া নাম উপদেশ দিবে,

জগা মাধা প্রতি তুমি মহা কৃপা করি (৪)।

---

(৪) শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ রায়বংশীয় মহোদয়গণের পূর্ব্বপুরুষ ; দুই ভাই জগদানন্দ ও মাধবানন্দ। তাঁহারা সে সময়ে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে মহাপাপী দেখিয়া জগা মাধা বলিত।

নামে শ্রদ্ধা দিয়া নাম দিলে গৌরহরি ॥
অদ্ভুত চরিত্র তব সর্ব্ব জগজন।
শ্রদ্ধায় করুক অনুকরণ চরণ ॥
ভক্তপাদ ভক্তিতে বিনোদ যাহার।
হরিনামচিন্তামণি অলঙ্কার তার ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রদ্ধাহীনজনে নামাপরাধ-
বিচারো নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান।

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র নাম অবতার।
জয় জয় হরিনাম সর্ব্বতত্ত্বসার ॥
হরিদাস বলে প্রভু কর অবধান।
অন্য শুভকর্ম্ম নহে নামের সমান ॥

নামের স্বরূপ,

তুমিত চিন্ময় সূর্য্য তোমার স্বরূপ।
সম্পূর্ণ চিন্ময় এই তত্ত্ব অপরূপ॥
সর্ব্বত্র চিন্ময় তব শ্রীবিগ্রহ হয়।
নাম ধাম লীলা তব সম্পূর্ণ চিন্ময়॥
তব মুখ্য নাম সব তোমাতে অভিন্ন।
জড়ীয় বস্তুর নাম বস্তু হৈতে ভিন্ন।
ভক্তমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে।
আত্মা হৈতে দেহে ব্যাপি নাচে জিহ্বাদিতে॥
এইজ্ঞানে নাম লৈলে হয় তব নাম।
নামে জড়বুদ্ধি যায় তার দুঃখগ্রাম (১)॥

কৃষ্ণপাদ উপেয়। অধিকার-ভেদে উপায় বহুবিধ,

তোমারে পাইতে শাস্ত্র উপায় কহিল।
অধিকার-ভেদে তাহা নানাবিধ হৈল (২)॥

---

(১) যাহারা মনে করে, কৃষ্ণনাম মায়িক জড়জনিত, তাহারা বহুকাল নরকভোগ করে। তাহাদের মুখ দেখিলে সচেলে স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

(২) কৃষ্ণলাভের জন্য অধিকার-ভেদে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি-ভেদাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। নিতান্ত জড়াধিকারপক্ষে চিত্তশোধিনী কর্ম্মময়ী বুদ্ধি। নিতান্ত মায়াসক্তের পক্ষে অদ্বৈত জ্ঞান। সর্ব্বজীবের পক্ষে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্মের স্বরূপ। অন্য শুভকর্ম্ম জড়ময়। উপেয় বস্তু চিন্ময়,

জড়বুদ্ধিজন জড়দ্রব্যকালাশ্রয়ে।
তোমার সাধন করে শমনের ভয়ে॥
তুমিত অভয়পদ অদ্বিতীয় হরি।
তোমার চরণমাত্র ভবার্ণবে তরি॥
সেই পদলাভে যত উপায় সৃজিল।
জড়ভাবাশ্রয়ে সব জড়ীয় হইল॥
ইষ্টাপূর্ত্ত আর যজ্ঞাদিক পুণ্যকর্ম্ম।
স্নান, হোম, দান, যোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম॥
তীর্থযাত্রা-ব্রতপিতৃকর্ম্মধ্যানজ্ঞান।
দৈবকর্ম্ম তপঃ প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান॥
সকলই জড়ীয় দ্রব্য করিয়া আশ্রয়।
উপায় স্বরূপে সদা শুভকর্ম্ম হয়॥
উপায় ধরিয়া পায় উপেয় চরমে।
অনিত্য উপায় ছাড়ে সিদ্ধিসমাগমে (৩)॥
পূর্ণানন্দ লাভ হয় সর্ব্বসিদ্ধিসার।
জীবের উপেয় তাহা শুন সারাৎসার॥

শুভকর্ম্ম উপায়,

জড়দ্রব্য কাল হয় নিরানন্দময়।

---

(৩) ভক্তিসিদ্ধিলাভকালে জড়ীয় কর্ম্মাদি সহজে দূর হয়।

কৌশলে জীবের তাহে ক্রম সিদ্ধি হয় (৪) ॥
অতএব শুভকর্ম্ম সকলই উপায়।
উপেয় চরমসিদ্ধি প্রেমরূপে ভায় ॥

তাহাতে উপেয়প্রাপ্তি বিলম্ব সিদ্ধ,

সর্ব্ব শুভকর্ম্মে সিদ্ধি বিলম্বে উদয়।
উপেয় উপায়ে ব্যবধানহেতু হয় (৫) ॥

সাধনকালে হরিনাম উপায় কিরূপে হইয়াছেন,

হরিনাম এ জগতে দিলে কৃপা করি।
সিদ্ধিলাভে শিষ্ট জীব লইলেক বরি ॥
উপায় হইল নাম শাস্ত্রের সম্মত।
অন্য শুভকর্ম্মমধ্যে হইল গণিত ॥
সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু যেন ব্রহ্মা-শিবসনে।
দেবতা লক্ষণে গণ্য হইল ত্রিভুবনে ॥

নাম শুদ্ধসত্ত্ব। মায়াবাদী অপরাধক্রমে অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে একই মনে করেন,

নামের স্বরূপ হয় শুদ্ধসত্ত্বময়।
জড়গন্ধ শুদ্ধ নামে কভু নাহি রয় ॥

---

(৪) বদ্ধজীব জড়ীয় ব্যাপার ব্যতীত থাকিতে পারে না। তাহার সকল কর্ম্ম ও চিন্তাতে জড় মিশ্রিত আছে। সেই জড়ের মধ্যে জড়াতীত শুদ্ধভক্তির অন্বেষণ করাই কর্ম্মাদির কৌশল।

(৫) উপেয় প্রেম, উপায় জড়ীয় ব্যাপার হইলে, তদুভয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান পড়িল।

জড়ীভূতজীব নামে জড়ভাবদানে।
অন্য শুভকর্ম্ম সহ এক করি মানে (৬)॥
মায়াবাদ হৈতে এই নাম অপরাধ।
যাহার দৌরাত্ম্যে সদা হয় ভক্তি বাধ॥

নামের উপায়ত্ব সত্ত্বেও উপেয়ত্ব,

কৃষ্ণনাম হয় প্রভু পূর্ণানন্দতত্ত্ব।
উপেয় বা সিদ্ধি বলি যাহার মহত্ত্ব॥
উপায় হইয়া আবির্ভূত ধরাতলে।
উপেয় উপায়, ঐক্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
অধিকারভেদে যিনি উপায় স্বরূপ।
তিনিই উপেয়, অন্যে বড় অপরূপ (৭)॥

শুভকর্ম্ম গৌণোপায়, নাম মুখ্যোপায়,

অতএব উপায় দ্বিবিধ গুণধাম।
গৌণোপায় শুভকর্ম্ম মুখ্যোপায় নাম (৮)॥

---

(৬) জড়ীভূত জীব, চিৎস্বরূপ জীব অবিদ্যাভ্রমে আপনাকে জড়ীভূত মনে করেন।

(৭) অধিকারভেদে অর্থাৎ যাবৎ জীবের আত্মরতি না হয়, তাবৎ নামকে উপায় মনে করিয়া আত্মরতিরূপ উপায়কে সাধন করিতে থাকেন।

(৮) নাম উপায় মধ্যে গণিত হইলেও মুখ্য উপায়। অন্য শুভকর্ম্ম সর্ব্বদাই গৌণোপায় মধ্যে পরিগণিত। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অন্য শুভকর্ম্ম হইতে নামকে বিলক্ষণ বলিয়া প্রতীত হয়।

নামের অতীন্দ্রিয়ত্ব,

অতএব শাস্ত্রে যত অন্য শুভকর্ম্ম।
নামসম নহে এই সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্ম॥
সরলহৃদয়ে যবে কৃষ্ণনাম গায়।
অতীন্দ্রিয়সুখ আসি চিত্তকে নাচায়॥
সেই সুখ কৃষ্ণনামস্বভাব-তৎপর।
আত্মরতি আত্মক্রীড়া নাহি যারপর॥

সাযুজ্য কৈবল্যসুখ আনন্দসুখের ছায়ামাত্র,

ব্রহ্মজ্ঞানে যোগে যে আনন্দ বৈভব।
জড়ের বিচ্ছেদ সুখ ছায়া অনুভব॥
অভেদ্য কৈবল্যসুখ স্বল্প বলি জানি।
কৃষ্ণনামানন্দসুখ ভূমা বলি মানি॥

অন্য শুভকর্ম্ম হইতে নামের বৈলক্ষণ্য,

সাধনকালেতে নাম উপায় স্বরূপ।
সিদ্ধিকালে উপেয় সে এই অপরূপ॥
উপায়স্বরূপ নামে উপেয়ত্ব সিদ্ধ।
অন্য শুভকর্ম্মে ঐছে নহেত প্রসিদ্ধ॥
অন্য শুভকর্ম্ম যত সব জড়াশ্রিত।
নামত চিন্ময় সদা স্বতঃ সিদ্ধোদিত॥
সাধন কালেও নাম শুদ্ধ সুনির্ম্মল।
সাধকের অনর্থেতে দেখায় সমল॥

সাধু সঙ্গে নাম লৈতে জড়বুদ্ধি যায়।
অনর্থ নিঃশেষ হৈলে শুদ্ধনাম ভায়॥
অন্য শুভকর্ম্মী করে ত্যজিয়া উপায়।
উপেয় পরম ভাব চরমে আশ্রয়॥
কিন্তু নামাশ্রয়ী জন নাম নাহি ত্যজে।
নামের শুদ্ধতা মাত্র সিদ্ধিকালে ভজে॥
অন্য শুভকর্ম্ম হৈতে অতি বিলক্ষণ।
নামের স্বরূপ হয় অপূর্ব্ব লক্ষণ॥
সাধনদশায় এই বিলক্ষণ জ্ঞান।
গুরুকৃপা হৈতে হয় বেদের প্রমাণ (৯)॥
সাধনদশায় যিনি এই জ্ঞানহীন।
নাম অপরাধী তিঁহ অতি অর্ব্বাচীন॥
নাম সর্ব্বোপরি নামতুল্য কিছু নয়।
এ দৃঢ় বিশ্বাস করি যেই নাম লয়॥
অচিরে তাঁহাতে হয় শুদ্ধনামোদয়।

---

(৯) শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে ভজন-ক্রিয়া। ভজন করিতে করিতে সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থ-নিবৃত্তি যে পরিমাণে হইতে থাকে, সেই পরিমাণে নামের শুদ্ধতা উদয় হয় এবং নিষ্ঠাদি ক্রমে আত্মরতি উদয় হয়। গুরুকৃপায় এই তত্ত্ব সাধনকালেই জানা ও বিশ্বাস করা উচিত। নতুবা নাম অপরাধ অনর্থ বৃদ্ধি হইবে।

পূর্ণানন্দ নামরস করেন আশ্রয় ॥

এই অপরাধের প্রতিকার,

কাহারো যদ্যপি অন্য শুভকর্ম্ম সনে।
নামে সমবুদ্ধি হয় দুষ্কৃতি বন্ধনে (১০) ॥
সে দুষ্কৃতি ক্ষয় লাগি করিবে যতন।
নামে শুদ্ধবুদ্ধি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥
অন্ত্যজ গৃহস্থ শুদ্ধনামপরায়ণ।
তাঁর পদধূলি দেহে করিবে মৃক্ষণ (১১) ॥
খাইবে অধরামৃত পিবে পদজল।
তবে শুদ্ধনামে মতি হইবে নির্ম্মল ॥
কালিদাসে এইরূপে দুষ্কৃতি খণ্ডন।
পুনঃ তব কৃপাপ্রাপ্তি গায় জগজ্জন ॥
আমি জড়বুদ্ধি নাথ নামমাত্র গাই।
নাম চিন্তামণি তত্ত্ব কভু নাহি পাই ॥

হরিদাস ঠাকুরের নামবিষয়ে নিষ্ঠা,

কৃপা করি নামরূপে আমার জিহ্বায়।

---

(১০) বৈষ্ণব-অপরাধই এই দুষ্কৃতি। ইহার ফলে জীবের নাম সম্বন্ধে মায়াবাদ-দোষে রুচি জন্মে। সাধু সঙ্গে সেই দুষ্কৃতি ক্ষয় করিলে নামে শ্রদ্ধা হইবে।

(১১) বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তিপূর্ব্বক মৃক্ষণ করিবে।

নিরন্তর নাচ প্রভু ধরি তব পায় ॥
রাখ ইহাঁ লও তাঁহা তব ইচ্ছামত।
যাঁহা রাখ দেহ মোরে কৃষ্ণনামামৃত (১২) ॥
জগজ্জনে নাম দিতে তব অবতার।
জগজ্জন মাঝে মোরে কর অঙ্গীকার ॥
আমিত অধম তুমি অধমতারণ।
উভয়ে সম্বন্ধ এই পতিতপাবন ॥
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এই তোমায় আমায়।
যার বলে নামামৃত এ অধম চায় ॥

কলিযুগে নাম কেন যুগধর্ম্ম হইলেন,

কলিযুগে সুদুঃসাধ্য অন্য শুভকর্ম্ম।
অতএব নাম আসি হইল যুগধর্ম্ম (১৩) ॥
হরিদাস-দাস ভক্তিবিনোদ যে জন।
হরিনাম-চিন্তামণি গায় অকিঞ্চন ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ অন্যশুভকর্ম্মণাং সহনাম্নঃ তুল্যজ্ঞানরূপ অপরাধবিচারো নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১২) ইহাঁ, জড়জগতে। তাঁহা, চিজ্জগতে।

(১৩) নাম সর্ব্বকালেই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, কিন্তু কলিতে অন্য ধর্ম্মের ভরসা না থাকায় নাম যুগধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগজ্জীবের দুঃখ মোচন করিতেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নামাপরাধ প্রমাদ।

প্রমাদঃ।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় ভক্তগণ।
যাঁদের প্রসাদে করি নামসংকীর্ত্তন॥

প্রমাদ নামক অপরাধ,

হরিদাস বলে প্রভু হেথা সনাতনে (১)।
আরত গোপাল ভট্টে দক্ষিণ ভ্রমণে॥
শিখাইলে অপ্রমাদে শ্রীকৃষ্ণভজন।
প্রমাদকে অপরাধে করিলে গণন॥
অন্য অপরাধ ত্যজি সদা নাম লয়।
তবু নামে প্রেম নাহি হয়ত উদয়।
তবে জানি প্রমাদ নামেতে অপরাধ।
প্রেমভক্তি সাধনেতে করিতেছে বাধ॥

অনবধানকেই প্রমাদ বলে,

প্রমাদ অনবধান এই মূল অর্থ।

---

(১) শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন, "এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥ প্রমাদ বা অনবধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনে নিষ্ঠা জন্মে।

ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ ॥

তিন প্রকার অনবধান,

ঔদাসীন্য, জাড্য আর বিক্ষেপ এ তিন (২)।
প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীণ ॥

অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত নামগ্রহণে যত্নের আবশ্যকতা,

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে তিঁহ হরিনাম গ্রহণ করয়।
যত্ন করি স্মরে নাম সংখ্যার সহিত।
তবে নামে অনুরাগ হয়ত উদিত (৩) ॥
যে পর্য্যন্ত অনুরাগ না হয় উদয়।
সে পর্য্যন্ত যত্ন করি নাম সদা লয় ॥

যত্নাভাবে সাধকের চিত্তস্থির হয় না,

নিসর্গতঃ লোক সব বিষয়ে আসক্ত।
স্মৃতিকালে বিষয় অন্তরে অনুরক্ত (৪) ॥
রুচি যায় অন্য স্থানে নামে উদাসীন।
নামে চিত্ত লগ্ন নহে জপে প্রতিদিন ॥

---

(২) সাধনকার্য্যে ঔদাসীন্য অর্থাৎ নিষ্ঠাভাব। জাড্য অর্থাৎ আলস্য বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ।

(৩) তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়া নাম করিলে ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধি অনুভব হয়।

(৪) বিষয় অন্তরে, অন্য বিষয়ে।

চিত্ত একদিকে আর অন্যদিকে নাম।
তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম॥
লক্ষনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যামালা গণি।
হৃদয়ে নহিল রস বিন্দু গুণমণি॥
এই ত অনবধান দোষের প্রকার।
বিষয়ী হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্ণিবার॥

যত্ন করিবার বিধি,

সাধু সঙ্গে স্বল্পকাল ছাড়িয়া বিষয়।
নির্জ্জনে লইলে নাম এই দোষ ক্ষয় (৫)॥
ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণনামে চিত্ত হয় স্থির।
নিরন্তর নামরসে হয়ত অধীর॥
তুলসীর সন্নিকটে কৃষ্ণলীলা-স্থানে।
সাধু-সন্নিধানে বসি সাত্বত বিধানে (৬)॥

---

(৫) প্রথমে একদণ্ড এইরূপ নিয়ম করিয়া কোন সাধুর সঙ্গে নির্জ্জনে নাম আরম্ভ করিবে। তাহাতে ক্রমশঃ সাধুর ভাব দেখিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঔদাসীন্য ত্যাগ করিতে স্পৃহা হইবে।

(৬) সাত্বত-বিধানে, পূর্ব্ব সাধুগণ যে বিধানে ভজনানন্দ ভোগ করিয়াছেন সেই বিধানে। একদণ্ড হইতে দুইদণ্ড; ক্রমশঃ চারিদণ্ড; ক্রমে লক্ষ এবং অবশেষে তিনলক্ষ নামস্মরণ বৃদ্ধি স্বভাবতঃ হইয়া পড়িবে।

ক্রমে কালবৃদ্ধি করি সেই নাম স্মরে।
অতি শীঘ্র বিষয়ের ছন্দ হইতে তরে॥

অন্য প্রক্রিয়া। এইরূপ করিলে ঔদাসীন্যরূপ অনবধান হয় না,

অথবা নির্জ্জনে বসি স্মরি সাধুরীতি।
ইন্দ্রিয় পিধান করি নামে করে মতি (৭)॥
সত্বরে নামেতে নিষ্ঠা রুচিক্রমে হয়।
ঔদাসীন্য দোষ তার ক্রমে হয় ক্ষয়॥

জাড্যজনিত অনবধান লক্ষণ,

জাড্যে যে অনবধান অলসের মনে।
তাহে রুচি নাহি হয় শ্রীনাম গ্রহণে॥
স্মৃতিকালে পুনঃ শীঘ্র বিরামে প্রয়াস।
এই দোষে নামরস না হয় প্রকাশ॥
অন্য কাযে বৃথা কাল না হয় যাপন।
সাধুগণ ইহা চিন্তি স্মরে অনুক্ষণ (৮)॥
নাম স্মরে রসে মজে অন্য নাহি চায়।
সেইরূপ সাধুসঙ্গে এই দোষ যায়॥

---

(৭) ইন্দ্রিয় পিধান করি, নির্জ্জন ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া অথবা বস্ত্র দ্বারা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা আবৃত করিয়া সাধন করিবে।

(৮) অব্যর্থ কালত্ব ধর্ম্ম সাধুচরিত্রে লক্ষ্য করিয়া তাহা অনুকরণ করিবে।

অন্বেষিয়া সেইরূপ সাধুসঙ্গ করে।
তদনুকরণে চিত্ত জাড্য পরিহরে (৯) ॥
অব্যর্থ কালত্ব ধর্ম্ম সাধুর চরিত।
দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত ॥
মনে হবে আহা কবে ইঁহার সমান।
স্মরিব গাইব নাম হয়ে ভাগ্যবান ॥
সেইত উৎসাহ আসি অলসের মনে।
জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে ॥
মনে হবে আজ লক্ষ নাম যে করিব।
ক্রমে ক্রমে তিন লক্ষ নাম যে স্মরিব ॥
মহাগ্রহ হবে চিত্তে নামের সংখ্যায়।
অচিরে যাইবে জাড্য সাধুর কৃপায় ॥

বিক্ষেপজনিত অনবধান লক্ষণ,

বিক্ষেপ হইতে যেই প্রমাদ উদয়।
বহুযত্নে সেই অপরাধ হয় ক্ষয় ॥
কনক কামিনী আর জয় পরাজয়।
প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্যবৃত্তি তাহার নিলয় (১০) ॥

---

(৯) বিশুদ্ধ সাধুভক্ত দুর্ল্লভ। দেশে দেশে অন্বেষণ করিয়া সেরূপ সাধুসঙ্গ করিবে।

(১০) তাহার নিলয়, সেই জাড্যের বাসস্থান।

এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয় (১১)।
নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয়॥

বিক্ষেপত্যাগের উপায়,

ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা পরিহারে।
যতিবে সৌভাগ্যবান্ বৈষ্ণব-আচারে (১২)॥
প্রথমেতে হরিদিনে ভোগচিন্তা ত্যজি (১৩)।
সাধুসঙ্গে রাত্রদিন হরিনাম ভজি॥
হরিক্ষেত্রে হরিদাস হরিশাস্ত্র লয়ে (১৪)।
উৎসবে মজিবে সুখে পরম নির্ভয়ে॥
ক্রমে ভক্তিকাল মন করিবে বর্দ্ধন।
হরিকথা মহোৎসবে মজাইয়া মন॥
শ্রেষ্ঠরস ক্রমে চিত্তে হইবে উদয়।
জড়ের নিকৃষ্ট রস ছাড়িবে নিশ্চয়॥
মহাজন-মুখে হরিসংগীত শ্রবণে।
মুগ্ধ হবে মনঃকর্ণ রস আস্বাদনে॥

---

(১১) আকৃষ্টি, আকর্ষণ।

(১২) যতিবে, যত্ন করিবে।

(১৩) হরিদিন,—হরিবাসর, একাদশী, জয়ন্তী প্রভৃতি দিবস।

(১৪) হরিক্ষেত্র,—শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম ইত্যাদি। হরিদাস,—রূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দ। হরিশাস্ত্র,—শ্রুতি, গীতা, ভাগবত, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসকল।

নিকৃষ্ট বিষয়স্পৃহা হইবে বিগত।
নামগানে চিত্ত স্থির হবে অবিরত॥
অতএব বহু যত্নে এ প্রমাদ ত্যজে।
স্থিরচিত্তে নামরসে চিরদিন মজে॥

আগ্রহ,

সঙ্কল্পিত নামসংখ্যা পূর্ণ করিবারে।
না হয় অযত্ন নামে দেখি বারে বারে (১৫)॥
সতর্ক হইয়া করি নামসংকীর্ত্তন।
প্রমাদ ছাড়িয়া করি নামের ভজন॥
সাংখ্যধিকে স্পৃহা ছাড়ি একাগ্রমানসে (১৬)।
নিরন্তর করি নাম তব কৃপাবশে॥
এই কৃপা কর প্রভু নামেতে প্রমাদ।
না বাধে আমার চিত্তে নামরসাস্বাদ॥
একাগ্র মানসে নির্জ্জনেতে স্বল্পক্ষণ।

প্রক্রিয়া,

নামস্মৃতি অভ্যাস করিবে ভক্তজন॥

---

(১৫) যাহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত, তাঁহারা নিরূপিত নামসংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। নামসাধনে সেরূপ অযত্ন না হয় ইহা বারবার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক।

(১৬) নাম অধিক সংখ্যা হইবে এ চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নাম হইবে ইহার যত্ন করা উচিত।

অতএব স্পষ্ট নাম ভাবলগ্ন মনে ॥
সদা হয় এ প্রার্থনা তোমার চরণে ॥
আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা এ ভবসংসারে (১৭) ॥

যত্নাগ্রহের আবশ্যকতা। নিষ্কপটনাম গ্রহণে তাহা অবশ্য থাকে, নতুবা অপরাধ,

যত্ন করি কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে ॥
তব কৃপালাভে যদি না করি যতন।
তবে আমি ভাগ্যহীন হে শচীনন্দন (১৮) ॥

---

(১৭) এইরূপ প্রমাদবর্জ্জন কার্য্যে কেবল নিজচেষ্টায় কোন জীব কিছু করিতে পারে না। তোমার কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হয়। অতএব এই সব কার্য্যে কাকুতি করিয়া তোমার নিকট প্রসাদ প্রার্থনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

(১৮) যে সকল ব্যক্তি কেবল নিজবুদ্ধি ও অর্থচেষ্টাবলে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই ফললাভ করিতে পারেন না। কৃষ্ণকৃপাই সকল কার্য্যের মূল। সুতরাং যিনি কৃষ্ণকৃপা পাইবার চেষ্টা না করেন, তিনি নিতান্ত ভাগ্যহীন।

এই পরিচ্ছেদশেষে একাগ্রমানসে যে নামস্মৃতি অভ্যাস করিতে বলা হয়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বজীবের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ (৬৫০) আপন সবারে প্রভু করে উপদেশে। কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ

হরিনাম চিন্তামণি অলঙ্কার যার।
হরিদাস পদযুগ ভরসা তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নামাপরাধ-প্রমাদবিচারো নাম
দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

হরিষে। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" প্রভু বলে হরিনাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ। ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্ব-ক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥ এস্থলে নির্ব্বন্ধ শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে এক গ্রন্থ হয়। এক গ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে এক লক্ষ নাম নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখনও এই নাম জপ-দ্বারা সকলেরই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী সকলেই এই নামের অধিকারী। মুক্ত প্রভৃতির নামে কিছু কিছু ভাবনা ভেদ দেখা যায়। বিরহ ও সম্ভোগ উভয় অবস্থাই এই নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অহংমম ভাবাপরাধ।

শ্রুতেপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোধমঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃৎ॥

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় জয় গৌর ভক্তগণ॥
প্রেমে গদ গদ হরিদাস মহাশয়।
শেষ নাম অপরাধ প্রভু পদে কয়॥
শুন প্রভু এই অপরাধ সর্ব্বাধম।
এই দোষে নামপ্রেম না হয় উদ্গম (১)॥

নামে শরণাপত্তির প্রয়োজনীয়তা,

অন্য নয় অপরাধ করিয়া বর্জ্জন।

---

(১) দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতা বুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈষ্ণব, আমি রাজা, আমার দেহগেহ, পুত্রপৌত্র, ধনজন, এইরূপে অযথা অভিমানে নামের ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই একটী বিষম অপরাধ। নামের প্রতি শরণাপত্তি হইলেই এ অপরাধ থাকে না।

নামেতে শরণাপন্ন হইবে সজ্জন ॥
ষড়্‌বিধ শরণাগতি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বিস্তারিত বলিতে আমার সাধ্য নয় ॥

শরণাপত্তির প্রকার,

সংক্ষেপে চরণে তব করি নিবেদন।
আনুকূল্যে সংকল্প প্রাতিকূল্য বিসর্জ্জন (২) ॥
কৃষ্ণে রক্ষাকারী বুদ্ধি পালক ভাবন।
নিজে দীনবুদ্ধি আর আত্মনিবেদন ॥
এ জীবন না রহিলে না হয় ভজন।
জীবনরক্ষায় মাত্র বিষয় গ্রহণ ॥
ভক্তি অনুকূল যে বিষয় যতক্ষণ।
তাহে রোচমান বৃত্তে জীবন যাপন (৩) ॥
ভক্তি প্রতিকূল যে বিষয় যবে হয়।
তাহাতে অরুচি তাহা বর্জ্জিবে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি কেহ আর।
কৃষ্ণ সে পালকমাত্র জানিবে আমার ॥

---

(২) আনুকূল্যে সঙ্কল্প, জীবন ব্যাপারে যে বিষয়টী ভক্তির অনুকূল, তাহাই মাত্র স্বীকার করিব,(এই প্রতিজ্ঞাই আনুকূল্য বিষয়ে সঙ্কল্প।) যে বিষয় ভক্তি-প্রতিকূল হয়,) তাহা দূর করিব,(এই প্রতিজ্ঞাই প্রাতিকূল্য বিসর্জ্জন।)

(৩) রোচমানবৃত্তি কৃষ্ণসম্বন্ধ রুচির অনুকূল ভাব।

আমি দীন অকিঞ্চন সকলের ছার।
অধম দুর্গত কিছু নাহিক আমার॥
কৃষ্ণের সংসারে আমি আছি চিরদাস।
কৃষ্ণ ইচ্ছামত ক্রিয়া আমার প্রয়াস॥
আমি কর্ত্তা আমি দাতা আমি পালয়িতা।
আমার এ দেহ গেহ সন্তান বনিতা॥
আমি বিপ্র আমি শূদ্র আমি পিতাপতি।
আমি রাজা আমি প্রজা সন্তানের গতি॥
এই সব বুদ্ধি ছাড়ি কৃষ্ণে করি মতি।
কৃষ্ণ কর্ত্তা কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র বলবতী॥
কৃষ্ণের যে হয় ইচ্ছা তাহাই করিব।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে কিছু না চিন্তিব॥
কৃষ্ণ ইচ্ছামতে হয় আমার সংসার॥
কৃষ্ণ ইচ্ছামতে আমি হই ভবপার।
দুঃখে থাকি সুখে থাকি আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণেচ্ছায় সর্ব্বজীবে দয়ার প্রকাশ॥
মম ভোগ কর্ম্মভোগ কৃষ্ণ ইচ্ছামত।
আমার বৈরাগ্য কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুগত (৪)॥

---

(৪) আমার জগতে কর্ম্মভোগ বা বৈরাগ্য উভয়েই কৃষ্ণ ইচ্ছামত হইতেছে।

শরণাপত্তি হইলে আত্মনিবেদন হয়,

সরল ভাবেতে যবে এই ভাব হয়।
আত্মনিবেদন তারে বলি মহাশয়॥

শরণাপত্তি ব্যতীত নামাশ্রয়ে যাহা হয়,

ষড়্‌বিধ শরণাগতি নাহিক যাহার।
সে অধম অহংমম বুদ্ধিদোষে ছার॥
সে বলে আমিত কর্ত্তা সংসার আমার।
নিজকর্ম্ম ফলভোগ সুখ দুঃখ আর॥
আমার রক্ষক আমি আমিত পালক।
আমার বনিতা ভ্রাতা বালিকা বালক॥
আমিত অর্জ্জন করি আমার চেষ্টায়।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় সর্ব্ব শোভা পায়॥
অহংমম বুদ্ধিক্রমে বহির্ম্মুখ জন।
নিজজ্ঞান বলে বহু করয়ে মানন॥
সেই জ্ঞানবলে শিল্প বিজ্ঞান বিস্তারে।
ঈশ্বরের ঈশিতা না মানে দুষ্টাচারে (৫)॥
শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনি বিশ্বাস না করে।

---

(৫) বহির্ম্মুখ লোক মনে করে যে, আমরা বুদ্ধিবলে শিল্পবিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধি করিতেছি। বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণ ইচ্ছায় হইয়া থাকে, একথা একবারও স্মরণ করে না।

লোকব্যবহারে কভু কৃষ্ণনামোচ্চারে ॥
কৃষ্ণনাম করে তবু নাহি পায় প্রীতি।
ধর্ম্মধ্বজী শঠজন জীবনে এ রীতি ॥
হেলায় উচ্চারে নাম কিছু পুণ্য হয়।
প্রীতিফল নাহি ফলে সর্ব্বশাস্ত্র কয় ॥

ইহার মূল কি ?

মায়াবদ্ধ হৈতে এই অপরাধ হয়।
ইহাতে নিষ্কৃতিলাভ কঠিন নিশ্চয় ॥
শুদ্ধভক্তিফলে যাঁর বিরক্তি হইল।
সংসার ছাড়িয়া সেই নামাশ্রয় নিল ॥

এই দোষত্যাগের উপায়,

নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্ত্তন ॥
সেই সাধুজনে অন্বেষিয়া তাঁর সঙ্গ।
করিবে সেবিবে ছাড়ি বিষয়তরঙ্গ ॥
ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।
অহংতা-মমতা যাবে মায়া হবে পার ॥
নামের মাহাত্ম্য শুনি অহংমমভাব।
ছাড়িয়া শরণাগতি ভক্তের স্বভাব ॥
নামের শরণাগত যেই মহাজন।

কৃষ্ণনাম করে পায় প্রেমমহাধন ॥

দশাপরাধশূন্য ব্যক্তির লক্ষণ,

অতএব সাধুনিন্দা যতনে ছাড়িয়া (৬)।
পরতত্ত্ব বিষ্ণু শুদ্ধমনেতে জানিয়া ॥
নামগুরু নামশাস্ত্র সর্ব্বোত্তম জানি।
বিশুদ্ধ চিন্ময় নাম হৃদয়েতে মানি ॥
পাপস্পৃহা পাপবীজ ত্যজিয়া যতনে।
প্রচারিয়া শুদ্ধনাম শ্রদ্ধান্বিত জনে ॥
অন্য শুভকর্ম্ম হৈতে লইয়া বিরাম।
স্মরে যে শরণাগত অপ্রমাদে নাম ॥

নিরপরাধে নাম লইলে অল্পদিনে ভাবোদয় হয়,

সেই ধন্য ত্রিজগতে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণকৃপা-যোগ্য সেই গুণের নিধান ॥
অতি অল্পদিনে তাঁর শ্রীনামগ্রহণে।
ভাবোদয় হয় আর পায় প্রেমধনে ॥

উন্নতিক্রম,

এবম্ভূত জনের সাধনদশা-প্রায়।
অতি স্বল্পদিনে যায় কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥

---

(৬) দশটী অপরাধ পরিত্যাগমাত্রই যে সকল লাভ হয়, তাহা নয়, সেই দশ অপরাধের ব্যতিরেকে দশটী ক্রিয়া আছে তাহার অনুষ্ঠান। উপদেশস্থলে অপরাধ পরিত্যাগের বিধান।

ভাবদশা হৈতে হৈতে প্রেমদশা হয়।
প্রেমদশা সর্ব্বসিদ্ধি, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় (৭) ॥
তুমি বলিয়াছ নাম যেই মহাজন।
লইবে নিরপরাধে পাবে প্রেমধন ॥

ব্যতিরেকভাবে ইহার চিন্তা,

অপরাধ নাহি ছাড়ি নাম যদি লয়।
সহস্রসাধনে তার ভক্তি নাহি হয় ॥
জ্ঞানে মুক্তি, কর্ম্মে ভুক্তি, জ্ঞানী কর্ম্মী জনে।
সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মল সাধনে ॥
ভুক্তিমুক্তি শুক্তিসম ভক্তিমুক্তাফল।
জীবের মহিমা ভক্তিপ্রাপ্তি সুনির্ম্মল ॥
সাধনে নৈপুণ্য-যোগে অত্যল্পসাধনে।
ভক্তিলতা প্রেমফল দেন ভক্তজনে (৮) ॥

ভজননৈপুণ্য,

দশ অপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণ।
ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজন ॥

---

(৭) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উপদেশ মত নামাশ্রয় করিলে সাধনদশা অতি অল্পদিনে অতিবাহিত হয়।

(৮) এইরূপে সাধনে নৈপুণ্য যোগ করিলে অল্পসাধনেই ভক্তিলতার ফল যে প্রেম তাহা ভক্তজন লাভ করেন।

নামাপরাধের গুরুতা,

অতএব ভক্তিলাভে যদি লোভ হয়।
দশ অপরাধ ছাড়ি করি নামাশ্রয়॥
এক এক অপরাধ সতর্ক হইয়া।
যতনেতে ছাড়ি চিত্তে বিলাপ করিয়া॥
নামের চরণে করি দৃঢ় নিবেদন।
নামকৃপা হলে অপরাধ বিধ্বংসন॥
অন্য শুভকর্ম্মে নাম-অপরাধক্ষয়।
কোন প্রায়শ্চিত্ত-যোগে কভু নাহি হয়॥

নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায়,

অবিশ্রান্ত নামে নাম-অপরাধ যায় (৯)।
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায়॥
দিবারাত্র নাম লয় অনুতাপ করে।
তবে অপরাধ যায় নামফল ধরে॥
অপরাধগতে শুদ্ধনামের উদয়।
শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময়॥
দশ অপরাধ যেন হৃদয়ে না পশে।

---

(৯) অবিশ্রান্ত নাম কেবল দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদির আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্যকোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।

কৃপা কর মহাপ্রভু মজি নামরসে॥
এ ভক্তিবিনোদ হরিদাসকৃপাবলে।
হরিনাম চিন্তামণি গায় কুতূহলে॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ অহংমমভাবাপরাধ-বিচারো
নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সেবাপরাধ।

জয় গৌর গদাধর জাহ্নবাজীবন।
জয় সীতাপতি শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

নামতত্ত্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আচার্য্য বলিয়া উক্তি করিয়াছেন,

মহাপ্রভু বলে শুন ভক্ত-হরিদাস।
নাম-অপরাধ তত্ত্ব করিলে প্রকাশ॥
ইহাতে কলির জীব লভিবে মঙ্গল।
নামতত্ত্বে তুমি হও আচার্য্য প্রবল (১)॥

---

(১) শ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীনামতত্ত্বের আচার্য্য। ঠাকুর জীবকে যেরূপ নাম, নামাভাস, মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ বর্জ্জনের উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

তব মুখে নামতত্ত্ব করিতে শ্রবণ।
আমার উল্লাস বড় শুন মহাজন ॥
আচারে আচার্য্য তুমি, প্রচারে পণ্ডিত।
তোমার চরিত নামরত্নে বিভূষিত ॥
রামানন্দ শিখাইল মোরে রসতত্ত্ব।
তুমি শিখাইলে মোরে নামের মহত্ত্ব ॥
এবে বল সেবা-অপরাধ কি প্রকার।
শুনিয়া ঘুচিবে জীবের চিত্ত অন্ধকার ॥
হরিদাস বলে সে সেবক-জন জানে।
আমি নামাশ্রয়ে থাকি জানিব কেমনে ॥
তবু তব আজ্ঞা আমি লঙ্ঘিবারে নারি।
যাহা বলাইবে তাহা বলিব বিস্তারি ॥

সেবাপরাধ সংখ্যা,

সেবা-অপরাধ হয় অনন্ত প্রকার।
শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে সব শাস্ত্রের বিচার ॥
কোন শাস্ত্রে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ গণি।
কোন শাস্ত্রে পঞ্চাশৎ গণি গুণমণি ॥

চতুর্ব্বিধ,

সেই অপরাধ চতুর্ব্বিধাদি প্রকারে।
বিভাগ করেন বুধগণ শাস্ত্রদ্বারে ॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবক-নিষ্ঠ কতগুলি তার।
শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপক-নিষ্ঠ অপরাধ আর॥
শ্রীমূর্ত্তি-দর্শকনিষ্ঠ আর কতিপয়।
সর্ব্বনিষ্ঠ অপরাধ কতিবিধ হয় (২)॥

সেবাপরাধ-প্রকার,

পাদুকা সহিত যায় ঈশ্বরমন্দিরে।
যানে চড়ি যায় তথা স্বচ্ছন্দ শরীরে॥
উৎসবে না সেবে আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচরে॥
একহস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসরে পদ, হয় বীরাসীন॥
দেবাগ্রে শয়ন আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যকথা উচ্চভাষা জল্পনাদিচয়॥
নিগ্রহানুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন।
ক্রূরভাষা, পরনিন্দা, কম্বলাবরণ।

---

(২) সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহ-সেবা সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

পরস্তুতি, অশ্লীলতা-বায়ুবিমোক্ষণ।
শক্তিসত্ত্বে গৌণ উপচারের যোজন॥
দেবানিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণে স্বীকার (৩)।
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর॥
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন (৪)॥
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি সম্মুখে আসন॥

দ্বাত্রিংশ প্রকার,

দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন পূজন।
গুরু প্রতি মৌন নিজ স্তোত্র আলোচন (৫)॥
দেবতা নিন্দন এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার॥

অন্যশাস্ত্রমতে প্রকার বর্ণন,

অন্যত্র আছয়ে অপরাধ অন্যমত।
সংক্ষেপে বলিব প্রভু তব ইচ্ছামত॥
রাজান্ন ভোজন আর অন্ধকার ঘরে।

---

(৩) দেবতাকে যে খাদ্য বা পেয় নিবেদন করা হয় নাই, তাহা ভক্ষণ বা পান করা সকলের পক্ষেই সেবা-অপরাধ।

(৪) যে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যে খাইয়াছে, তাহা দেবতাকে দেওয়া অপরাধ।

(৫) দেবমন্দিরে দেবতার অগ্রে অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবে না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবে।

প্রবেশিয়া দেবমূর্ত্তি সংস্পর্শন করে ॥
অবিধি পূর্ব্বক হরি মূর্ত্ত্যুপসর্পণ।
বিনা বাদ্যে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন ॥
সারমেয়দৃষ্ট খাদ্য দেবে সমর্পণ।
অর্চ্চনসময়ে মৌনভঙ্গ অকারণ ॥
বহির্দ্দেশগমনাদি পূজার সময়ে।
গন্ধমাল্য নাহি দিয়া ধূপন করয়ে ॥
অনর্হপুষ্পেতে কৃষ্ণপূজাদিকরণ।
অধৌত বদনে কৃষ্ণপূজা আরম্ভন ॥
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া কিম্বা রজঃস্বলা নারী।
দীপ, শব স্পর্শিয়া অযোগ্য বস্ত্র পরি' ॥
শব হেরি অধোবায়ু করিয়া মোক্ষণ।
ক্রোধ করি শ্মশানেতে করিয়া গমন ॥
অজীর্ণ উদরে আর কুসুম্ভ পৈনাক।
সেবন করিয়া আর তাম্বূল গুবাক ॥
তৈল মাখি করে হরি শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শন।
এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পে করয় অর্চ্চন।
আসুরিককালে পূজে পীঠে ভূমে বসি।
স্বপন সময়ে মূর্ত্তি বামহস্তে স্পর্শি ॥
বাসি বা যাচিত ফুলে দেবতা-অর্চ্চন।

পূজাকালে গর্ব্ব উক্তি অযথা ঠীবন ॥
তির্য্যক্-পুণ্ড্রধরে আর অধৌতচরণে ॥
মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার কারণে ॥
অবৈষ্ণব পক্ক করে দেবে নিবেদন।
অবৈষ্ণবে দেখাইয়া করয়ে পূজন (৬) ॥
বিশ্বক্সেনে না পূজিয়া কাপালি দেখিয়া।
হরি পূজে নখজলে শ্রীমূর্ত্তি স্মরিয়া ॥
ঘর্ম্মাম্বুসংস্পৃষ্টজলে করয়ে অর্চ্চন।
কৃষ্ণের শপথ করে, নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন ॥
এই সব কার্য্যে হয় সেবা অপরাধ।
সেবাকারী জনের যাহাতে ভক্তিবাধ ॥

সেবাপরাধ যাহার পক্ষে যাহা, তাহা তিনি বর্জ্জন করিবেন,

শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে যার ভজন-পূজন।
সেবা-অপরাধ তেঁহ করুন বর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব সর্ব্বদা নাম-সেবা-অপরাধ।
বর্জ্জিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করুন আস্বাদ ॥
এই সব অপরাধ মধ্যে যাঁর যাহা।

---

(৬) শুদ্ধবৈষ্ণব দ্বারা যে অন্নপক্ক হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণপূজাসময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।

সম্বন্ধে পড়িবে তাঁর বর্জ্জনীয় তাহা ॥

নামাপরাধ সকল বৈষ্ণবমাত্রেরই বর্জ্জনীয়,

কিন্তু নাম-অপরাধ সকল বৈষ্ণব।
সর্ব্বকাল ত্যজি লভে ভক্তির বৈভব (৭) ॥

ভাবসেবায় সেবাপরাধ-বিচার স্বল্প,

শ্রীমূর্ত্তিবিরহে যিনি নির্জ্জনেতে বসি।
ভজন করেন ভাবমার্গে অহর্নিশি ॥
নাম-অপরাধ সদা বর্জ্জনীয় তাঁর।
নাম-অপরাধ দশ সর্ব্বক্লেশাধার ॥
নাম-অপরাধগতে ভাব-সেবা হয়।
অতএব অপরাধ তাহে নাহি রয় (৮) ॥

---

(৭) দশটী নাম-অপরাধ বৈষ্ণবমাত্রেরই বর্জ্জনীয়। সেবা-অপরাধ যখন যাহা ঘটনীয় হয়, তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে। এই অপরাধ বর্জ্জন একটী প্রধান বলিয়া বৈষ্ণবমাত্রের জানা আবশ্যক।

(৮) ভাবমার্গে মানস-সেবাই প্রবল। তাহাতে সেবাপরাধ বিশেষ নাই। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলার সেবা সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলেন,—প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥ এই শিলায় কর তুমি সাত্ত্বিকপূজন। অচিরেতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥ এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী। সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥ দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কমলমঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥ শ্রীহস্তে শিলা

নামস্মরণকারীদের ভাব-সেবাই কর্ত্তব্য,

শ্রীনামস্মরণে ভাব-সেবার উদয়।
তোমার কৃপায় প্রভু জীবে ভাগ্যোদয়॥
ভক্তির সাধন যত আছয় প্রকার।
সে সব চরমে দেয় নামে প্রেমসার॥
অতএব নাম লয় নামরসে মজে।
অন্য যে প্রকার সব তাহা নাহি ভজে॥
হরিদাস আজ্ঞাবলে অকিঞ্চনজন।
হরিনামচিন্তামণি করিলা কীর্ত্তন॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ সেবাপরাধবিচারো
নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥ এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়া একখানি। স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী॥ এইমত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (জলতুলসী সেবার যত সুখ হয়। ষোড়শ উপচারে পূজার তত সুখ নয়।) তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে কহিল বচন। অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভজন প্রণালী।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ।
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সব ছাড়ি হরিনাম যে করে ভজন।
জয় জয় ভাগ্যবান্ সেই মহাজন॥
প্রভু বলে হরিদাস তুমি ভক্তিবলে।
পেয়েছ সকল জ্ঞান এজগতীতলে॥
সর্ব্ববেদ নাচে দেখি তোমার জিহ্বায়।
সকল সিদ্ধান্ত দেখি তোমার কথায় (১)॥

নামরস জিজ্ঞাসা,

এবে স্পষ্ট বল নামরস কি প্রকার।

---

(১) ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, নামাভাসতত্ত্ব, নামাপরাধতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বের যথাযথ বৈদিক সিদ্ধান্ত তোমার কথায় পাওয়া যাইতেছে, অতএব সর্ব্ববেদই তোমার জিহ্বায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাপ্রভু হরিদাসের দ্বারা নামরসতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এইসকল বিষয় উল্লেখ করিলেন; নামতত্ত্বের চরমলাভই রস।

কিরূপে লভিবে জীব তাহে অধিকার ॥
হরিদাস মহাপ্রেমে করে নিবেদন।
তোমার প্রেরণাবলে করিব বর্ণন ॥

রসতত্ত্ব,

শুদ্ধতত্ত্ব পরতত্ত্ব যেই বস্তু সিদ্ধ।
রসনামে সর্ব্ববেদে তাহাই প্রসিদ্ধ (২) ॥
সেই সে অখণ্ড রস পরব্রহ্মতত্ত্ব।
অনন্ত আনন্দধাম চরণ মহত্ত্ব ॥
শক্তি শক্তিমান্ রূপ বিশেষ তাহায়।
ভেদ নাই ভেদ সম দর্শনেতে ভায় (৩) ॥

---

(২) সাধারণ আলঙ্কারিকদিগের যে রস তাহা জড়ধর্ম্মনিষ্ঠ; বস্তুতঃ তাহা রস নয়, রসের বিকৃতি মাত্র। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যে চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্ব তাহাই রস। আত্মারামগণ প্রকৃতির সীমা পার হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বের অপূর্ব্ব বিচিত্রতা দেখিতে পান না, সুতরাং তাঁহারা নীরস। শুদ্ধসত্ত্বে যে চিদ্বিশেষ আছে তাহাই নিত্যরস।

(৩) সে রসের প্রক্রিয়া বলিতেছেন,—সেই শুদ্ধসত্ত্বে যে অখণ্ড পরব্রহ্ম বস্তু তাহা স্বভাবতঃ শক্তি ও শক্তিমানরূপে বিশিষ্ট। (শক্তিমান্ তত্ত্ব দুর্লক্ষ্য)। শক্তি ও শক্তিমানে বস্তুগত ভেদ নাই। বিশেষকৃত এক একপ্রকার ভেদের প্রতীতি আছে। শক্তিমান্ সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাময় পুরুষ শক্তি তৎপ্রভাব-প্রকাশিনী। চিৎ, জীব ও মায়াভেদে ত্রিবিধ ব্যাপার প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শক্তিমান্ সুদুর্লক্ষ্য শক্তিপ্রকাশিনী।
ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া বিশ্ববিকাশিনী॥

চিচ্ছক্তিদ্বারা বস্তুপ্রকাশ,

চিচ্ছক্তিস্বরূপে প্রকাশয়ে বস্তুরূপ।
বস্তুনাম বস্তুধাম তৎক্রিয়া-স্বরূপ॥
কৃষ্ণ সে পরম বস্তু শ্যাম তাঁর রূপ।
কৃষ্ণধাম গোলোকাদি, লীলার স্বরূপ॥
নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি যত।
সকলই অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞান অন্তর্গত॥
বিচিত্রতা যত সব পরাশক্তি কর্ম্ম।
কৃষ্ণ ধর্ম্মী, পরাশক্তি কৃষ্ণ-নিত্যধর্ম্ম॥
ধর্ম্মধর্ম্মী ভেদ নাই অখণ্ড অদ্বয়ে।
বিচিত্র বিশেষমাত্র সচ্চিন্নিলয়ে (৪)॥

মায়াশক্তির স্বরূপ,

সেই শক্তি ছায়া এক মায়া সংজ্ঞা পায়।
বহিরঙ্গ-বিশ্ব সৃজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় (৫)॥

---

(৪) কৃষ্ণই ধর্ম্মী এবং কৃষ্ণের পরাশক্তিই তাঁহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মীধর্ম্মতে স্বগতাদি কোনপ্রকার ভেদ নাই। তথাপি বিচিত্র বিশেষ দ্বারা ভেদ-প্রায় লক্ষিত হয়। এই ব্যাপারটী সচ্চিন্নিলয় অর্থাৎ চিজ্জগতে প্রতীত।

(৫) সেই পরাশক্তির ছায়াই মায়াশক্তি। ছায়াত্বপ্রযুক্ত তাহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা যায়। তিনিই কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই বহিরঙ্গ দেবীধামরূপ বিশ্ব সৃজন করেন।

জীবশক্তি,

ভেদাভেদময়ী জীবশক্তি জীবগণে।
তাটস্থ্যে প্রকাশে, কৃষ্ণ-সেবার কারণে (৬)॥

দুই প্রকার দশাবিশিষ্ট জীব,

নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত জীব দ্বিপ্রকার (৭)।
নিত্যমুক্তে নিত্যকৃষ্ণ-সেবা-অধিকার॥
নিত্যবদ্ধ মায়াগুণে করয়ে সংসার।
বহির্ম্মুখ অন্তর্ম্মুখ ভেদে দ্বিপ্রকার (৭)॥
অন্তর্ম্মুখ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম পায়।
কৃষ্ণনামপ্রভাবেতে কৃষ্ণধামে যায় (৮)॥

রস নামস্বরূপ,

নামত অখণ্ড রস কলিকা তাহার।

---

(৬) সেই পরাশক্তির তটস্থপ্রভাবময়ী জীবশক্তি নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদময় জীবগণকে প্রকাশ করিয়াছেন। জীবও কৃষ্ণশক্তিবিশেষ সুতরাং কৃষ্ণসেবার উপকরণ।

(৭) নিত্যবদ্ধ জীবগণের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি চেষ্টাময়; আর সকলেই বহির্ম্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরক্ত।

(৮) অন্তর্ম্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবান্ তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। যাহারা অতি ভাগ্যবান্ হইতে পারে নাই, তাহারা কর্ম্মজ্ঞানমার্গে বহুদেবারাধন বা নির্ব্বিশেষ অবস্থার আশা করে।

কৃষ্ণ আদি সংজ্ঞারূপে বিশ্বেতে প্রচার (৯) ॥

রসরূপ স্বরূপ,

স্বল্পস্ফুট কলিকা সে রূপ মনোহর।
শ্রীগোলোকে বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর (১০) ॥

রসগুণ স্বরূপ,

সৌরভিত কলিকা সে চতুঃষষ্টি গুণ।
প্রকাশে নামের তত্ত্ব জানেন নিপুণ (১১) ॥

রসলীলাস্বরূপ,

পূর্ণ প্রস্ফুটিত নাম-কুসুম সুন্দর।
অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির পর (১২) ॥

তত্ত্বিস্বরূপ,

জীবে নামকৃপোদয়ে স্বরূপ হ্লাদিনী।

---

(৯) সেই শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বগত অখণ্ডরস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণকৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।

(১০) সেই নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়রূপ বিকশিত হয়।

(১১) পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয়।

(১২) নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতি অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।

সম্বিতের সারযুতা ভক্তিস্বরূপিণী (১৩) ॥

ভক্তিক্রিয়া,

আবির্ভূত হয়ে নামে প্রস্ফুটিত করি।
রসের সামগ্রী প্রকাশয়ে সর্ব্বেশ্বরী (১৪) ॥
বিশুদ্ধ চিন্ময় জীব লভিয়া স্বরূপ।
সেই রসে প্রবেশয় এই অপরূপ (১৫) ॥

রসের বিভাব আলম্বন,

রসের বিভাব সেই তত্ত্ব আলম্বন (১৬)।

---

(১৩) কৃপাক্রমে জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্রসম্বিৎ ও হ্লাদশক্তিতে স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনীসম্বিতের সমবেতসার আসিয়া ভক্তিস্বরূপিণী বৃত্তি হইয়া থাকে।

(১৪) সেই সর্ব্বেশ্বরী শক্তি আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণনামে রসের সামগ্রী সকল প্রকাশ করেন।

(১৫) জীব ভক্তির প্রভাবে চিন্ময় স্বস্বরূপ লাভ করতঃ সেই শক্তি-প্রকাশিত রসতত্ত্বে প্রবেশ করেন।

(১৬) রসে স্থায়ী ভাব বলিয়া একটী সিদ্ধভাব আছে। তাহার নাম রতি। আর চারিটী সামগ্রী ভাবসংযোগে রতিই রসত্ব লাভ করে। সামগ্রী চারিটী যথা,—বিভাব, অনুভাব,সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। বিভাবে আলম্বন ও উদ্দীপন আছে। আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিপ্রকার। যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি আশ্রয়। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষয়। কৃষ্ণের রূপগুণাদি উদ্দীপন। আলম্বন ও উদ্দীপনাত্মক বিভাবের কার্য্যের সঙ্গে যে সকল ফলোদয় হয় তাহাই অনুভাব। পরে সেইসকল ফল গাঢ়তা লাভ করিয়া সাত্ত্বিক বিকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারি ভাবসকল কার্য্য করিতে থাকে।

তদাশ্রয় ভক্ত তদ্বিষয় কৃষ্ণধন ॥
নাম করে অবিরত ভক্ত মহাশয়।
কৃপা করি রূপগুণলীলার উদয় ॥

রসের বিভাব উদ্দীপন,

উদ্দীপন কৃষ্ণরূপ গুণাদিক যত।
আলম্বন, উদ্দীপন বিভাবে সংযুত।

বিভাব হইতে অনুভাব,

বিভাব সম্পূর্ণ হৈলে অনুভাব হয়।
প্রেমের বিকার সব শুদ্ধ প্রেমময় ॥

সঞ্চারিভাব ও সাত্ত্বিকমিশ্রে বিভাব ক্রিয়া করে; স্থায়ীভাবই রস হয়,

সঞ্চারি সাত্ত্বিক ক্রমে উদিত হইলে।
স্থায়ীভাব রস হয় সর্ব্বশাস্ত্র বলে (১৭) ॥
সেই রস সর্ব্বসার সিদ্ধিসার জানি।

তাহা পাইবার ক্রম,

পরম পুরুষ অর্থ সর্ব্ব শাস্ত্রে মানি (১৮) ॥

---

(১৭) রস একটী যন্ত্রের মত। স্থায়ীভাবরূপ রতিই তাহার ধুর। বিভাবাদি যোগে কল চলিতে চলিতে সেই স্থায়ীভাবই রস হয়। আশ্রয় রূপ ভক্ত সে রসের রসিক হইয়া পড়েন।

(১৮) এই রসই ব্রজরস। সর্ব্বসার এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ হইলেও তাহাদের চরমগতিস্থানেই এই রস। পূর্ণমুক্ত পুরুষেরাই এই রসের অধিকারী।

ভক্ত্যুন্মুখ জীব শুদ্ধগুরুর কৃপায় (১৯)।
শ্রীযুগল ব্রহ্মনাম সৌভাগ্যেতে পায়॥
তুলসীমালায় নাম সংখ্যা করি স্মরে।
অথবা কীর্ত্তন করে পরম আদরে (২০)॥
এক গ্রন্থ সংখ্যা করি আরম্ভিবে নাম।
ক্রমে তিন লক্ষ স্মরি পুরে মনস্কাম॥

---

(১৯) অন্তর্ম্মুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে শুদ্ধভক্ত্যুন্মুখ জীবগণই শ্রেষ্ঠ। পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিবলে জীবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়। তাঁহারই শ্রদ্ধা উদিত হইলে শুদ্ধসাধুগুরু লাভ হয়। গুরুকৃপায় যুগলনামরূপ মহামন্ত্র প্রাপ্তি হয়।

(২০) শ্রদ্ধা হইলেও প্রথমে বিষয়-চেষ্টারূপ প্রতিবন্ধক থাকে। তাহা অতিক্রম করিয়া নামবল লাভ করিবার জন্য একটী সাধনক্রম শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন। সংখ্যা করিয়া তুলসীর মালায় নামস্মরণ বা কীর্ত্তনই সেই উপাসনা-ক্রমই সকল লাভের মূল। সুতরাং প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। ভক্তিসাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। একটী অর্চ্চন-প্রবৃত্তি, একটি স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজন নামমালাতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎ পরিমাণে নামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।

সংখ্যা মধ্যে কিছু নাম করিবে কীর্ত্তন।
তাহে সর্ব্বেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তি আনন্দনর্ত্তন॥
নামে নববিধ অঙ্গ করয় আশ্রয়।
তথাপি কীর্ত্তন-স্মৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥

অর্চ্চনমার্গ ও শ্রবণকীর্ত্তনের অধিকারভেদে ক্রিয়াভেদ,

অর্চ্চনমার্গেতে গাঢ়তর রুচি যাঁর।
শ্রবণ কীর্ত্তন সিদ্ধি তাঁহাতে তাঁহার॥
(নামে ঐকান্তিকী রতি হইবে যাঁহার।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মৃতি কেবল তাঁহার॥

নাম শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণে যে ক্রম,

সেবা, নতি, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
সহজে নামের সঙ্গে হয় প্রবর্ত্তন॥
নাম-নামী এক তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া।
দশ অপরাধ ছাড়ি নির্জ্জনে বসিয়া (২১)॥

---

(২১) বিষয়ী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী তিনজনই বহির্ম্মুখ, কননা মিথ্যা স্বার্থসুখের জন্য সচেষ্ট। এই দেহের ইন্দ্রিয়তর্পণই বিষয়ীর চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়া জীব অন্তর্ম্মুখ হয়। অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখ অন্য-দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন, কিন্তু স্বস্বরূপ,

অতি স্বল্প দিনে নাম হইয়া সদয় (২২)।

কৃষ্ণস্বরূপ ও ভক্তস্বরূপ অনভিজ্ঞ। মূঢ় হইলেও অপরাধী নন; ইহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ প্রবৃত্তি। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবপ্রায়। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণবও পরিনিষ্ঠিত উত্তম, অন্তর্ম্মুখের ত কথাই নাই। তিনি নিরপেক্ষ নামনামীতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না। অন্তর্ম্মুখ মাত্রেরই ভগবানে অনন্যশ্রদ্ধা আছে, সুতরাং নামের অধিকারী।

(২২) সাধনক্রম এই,—অন্তর্ম্মুখ ভক্তমহাশয় প্রথমে দশ অপরাধ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নামস্মরণ ও কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য সাধন করিবেন। স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণকীর্ত্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট স্থির ও সুখকর হইলে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা সংখ্যা, মনে বা মুখে কৃষ্ণনামানুসন্ধান করিতে করিতে নামার্থ যেরূপ তাহা চিন্ময়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। অথবা শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া রূপ দর্শন ও নাম স্মরণাদি করিবেন। নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণসকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। নামরূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হইলে প্রথমে মন্ত্রধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নামরূপগুণের সহিত ঐক্য করিয়া লইবেন। এই সময়েই নামরসের উদয় হয়। মন্ত্রধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ়া হইলে স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্ভকালে সাধক প্রায় কনিষ্ঠভাবপ্রাপ্ত। অনতিবিলম্বেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে মধ্যম ভক্ত হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধনামাধিকার ও বৈষ্ণব সেবাধিকার হয়।

শ্রীশ্যামসুন্দররূপে হয়েন উদয় ॥
যবে নাম রূপে ঐক্য হয়ত সাধনে।
নাম লৈতে রূপ আইসে চিত্তে সর্ব্বক্ষণে ॥
তার কিছু দিনে রূপে গুণ করি যোগ।
শ্রীনাম স্মরণে গুণ করয় সম্ভোগ ॥

নামরূপ গুণের একতা,

স্বল্পদিনে নাম, রূপ, গুণ এক হয়।
নাম লৈতে সর্ব্বক্ষণ তিনের উদয় ॥

উপাসনা মন্ত্রধ্যানময়ী,

মন্ত্রধ্যানময়ী এই নাম উপাসনা।
প্রাথমিক ধারা জানি করে বিভাবনা ॥
স্মৃতিকালে যোগপীঠে কল্পদ্রুমতলে।
গোপ-গোপীবৃত কৃষ্ণে দেখে কুতূহলে ॥
সাত্ত্বিকবিকার সব হয় প্রস্ফুটিত।
ভজন আনন্দে ভক্ত হয় পুলকিত ॥
ক্রমে যবে নাম স্ব-সৌরভে প্রফুল্লিত।
অষ্টকাল কৃষ্ণলীলা হইবে উদিত।

স্বারসিকী উপাসনা,

স্বারসিকী উপাসনা হইবে উদয়।

লীলোচিত পীঠে কৃষ্ণে দর্শন করয় ॥
সঙ্গে সঙ্গে গুরুকৃপা সিদ্ধস্বরূপেতে।
লীলায় প্রবেশে ভক্ত সখীর সঙ্গেতে ॥
মহাভাবস্বরূপিণী বৃষভানুসুতা।
তাঁর অনুগত ভক্তি সদা প্রেমযুতা (২৩) ॥
সখী আজ্ঞামতে করে যুগল-সেবন।
মহাপ্রেমে মগ্ন হয় সে রসিক জন ॥

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি,

সাধন ভজন সিদ্ধি লাগালাগি তায় (২৪)।

---

(২৩) শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পাঁচটি রস হইলেও শৃঙ্গাররসই চরম রস। এই রসের অধিকারীগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমানুগৃহীত। এই রসে কৃষ্ণের অনেক যূথেশ্বরী থাকিলেও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী সকলের প্রার্থনীয়া। তিনি সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি এবং অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনাই তাঁহার রসকায়ব্যূহ। শ্রীমতীর যূথমধ্যে গণিত হওয়াই রসিকমাত্রের প্রয়োজন। গোপী-আনুগত্য বিনা ব্রজে কৃষ্ণ-সেবা লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীমতীর যূথে ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন।

(২৪) এই প্রণালীতে রসসাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন ও ভজন সিদ্ধি পরস্পর অতি সন্নিকট হইয়া পড়ে। অত্যল্পদিনের মধ্যেই স্বরূপসিদ্ধি উদয় হয়। যূথেশ্বরীর কৃপায় কৃষ্ণেচ্ছা সহজে হয়। তাহা হইলেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন যে মায়িক লিঙ্গদেহ তাহা অনায়াসেই নষ্ট হয় এবং জীব বিশুদ্ধ বস্তু স্বরূপে ব্রজে বাস করেন।

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি তোমার কৃপায় ॥

তদুত্তরাবস্থা বর্ণন হয় না, কেবল অনুভূত হয়,

ইহার অধিক আর বাক্য নাহি চলে।
তদুত্তর অনুভব লভি কৃপাবলে (২৫) ॥
এইত উজ্জ্বল রস পরম সাধন।
ইহাতে নিশ্চয় মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন (২৬) ॥

সাধনে একাদশ ভাব,

সাধিতে উজ্জ্বল রস, আছে ভাব একাদশ,
সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ।
যূথ, বেশ, আজ্ঞাবাস, সেবা, পরাকাষ্ঠাশ্বাস,
পাল্যদাসী এই অপরূপ (২৭) ॥

---

(২৫) এই পর্য্যন্ত জীবগতি বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ইহার উত্তর অর্থাৎ পর যে ভাবগত অবস্থা তাহা আর বাক্য দ্বারা বলা যায় না। তোমার কৃপাবলে তাহা অনুভূত হয় মাত্র।

(২৬) এই শৃঙ্গাররসকে উজ্জ্বলরস বলা যায়। কেননা চিজ্জগতে এই তত্ত্বই পরম উজ্জ্বল। ভৌম ব্রজরস অবলম্বনে ইহা লব্ধ হয়।

(২৭) রায় রামানন্দ বলিয়াছেন, 'অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥ সিদ্ধদেহে চিন্তি কর তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেই নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥' যাঁহার উজ্জ্বল

ভাবসাধনে পঞ্চদশা,

এই একাদশ ভাব সম্পূর্ণ সাধনে।
পঞ্চদশা লক্ষ্য হয় সাধক জীবনে॥
শ্রবণ, বরণ আর স্মরণ, আপন।
সম্পত্তি এ পঞ্চবিধ দশায় গণন (২৮)॥

রস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজের গোপী আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। ব্রজ-গোপীস্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণ ভজন হয়। একাদশপ্রকার ভাবগ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। ১ সম্বন্ধ, ২ বয়স, ৩ নাম, ৪ রূপ, ৫ যূথ-প্রবেশ, ৬ বেশ, ৭ আজ্ঞা, ৮ বাসস্থান, ৯ সেবা, ১০ পরাকাষ্ঠা, ১১ পাল্য-দাসীভাব। সাধক, জগতে যে আকারে থাকুন না কেন, হৃদয়ে এই একা-দশটি ভাবগ্রহণ পূর্ব্বক ভজন করিবেন।

(২৮) এই একাদশ ভাবসাধনকার্য্যে সাধকের পাঁচটী দশা ক্রমশঃ উদয় হয়। শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা, আপনদশা ও সম্পত্তিদশা। সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥ ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য-দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ এই বাক্যদ্বারা রায় রামানন্দ এই কথা শিক্ষা দেন যে, উজ্জ্বল রস সাধিত হইলে সাধকের গোপীদেহ প্রাপ্তির আবশ্যক। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া যখন এই ভাবে রতি হয়, তখন উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকটে সেই ভাবশিক্ষা করিতে হয়। শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্বশ্রবণই সাধকের শ্রবণদশা। সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার

প্রথম শ্রবণ-দশা,

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠশুদ্ধভাবুক যে জন।
ভাবমার্গে গুরুদেব সেই মহাজন॥
তাঁহার শ্রীমুখে ভাবতত্ত্বের শ্রবণ।
হইলে শ্রবণ দশা হয় প্রকটন॥

ভাবতত্ত্ব,

ভাবতত্ত্ব দ্বিপ্রকার করহ বিচার।
নিজ একাদশ ভাব কৃষ্ণলীলা আর॥

ক্রমে বরণ-দশা প্রাপ্তি,

রাধাকৃষ্ণ অষ্টকাল যেই লীলা করে।
তাহার শ্রবণে লোভ হয় অতঃপরে॥
লোভ হইলে গুরুপদে জিজ্ঞাসা উদয়।
কেমনে পাইব লীলা কহ মহাশয়॥
গুরুদেব কৃপা করি করিবে বর্ণন।
লীলাতত্ত্বে একাদশ ভাবসঙ্ঘটন॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু করিবে আদেশ।

করেন, তাহাই বরণ-দশা, রসস্মৃতি দ্বারা সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই স্মরণ-দশা।) আপনাতে সেই সুষ্ঠুভাবকে আনিতে পারার নাম আপন বা প্রাপ্তিদশা।) এই পার্থিব অনিত্যসত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম সম্পত্তি-দশা।

এই ভাবে লীলা মধ্যে করহ প্রবেশ (২৯) ॥
শুদ্ধরূপে সিদ্ধভাব করিয়া শ্রবণ।
সেই ভাব স্বীয় চিত্তে করিবে বরণ ॥

নিজরুচি শ্রীগুরুদেবকে বলিবে,

বরণকালেতে নিজ রুচি বিচারিয়া।
গুরুপদে জানাইবে সরল হইয়া ॥
প্রভু তুমি কৃপা করি যেই পরিচয়।
দিলে মোরে তাহে মোর পূর্ণ প্রীতি হয় ॥
স্বভাবতঃ মোর এই ভাবে আছে রুচি।

---

(২৯) গুরুদেব শিষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিবেন যে, শিষ্য শৃঙ্গাররসের অধিকারী বটে, তখন তাঁহাকে শ্রীরাধার যূথে, শ্রীললিতাগণমধ্যে সাধকের সিদ্ধমঞ্জরী স্বরূপ অবগত করাইবেন। সাধকগত একাদশ ভাবও সাধ্যগত অষ্টকালীয় লীলা দেখাইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিবেন। সাধকের সিদ্ধদেহগত নাম, রূপ, গুণ, সেবা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যে পতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তাহা বলিয়া দিবেন। বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীযূথেশ্বরীর পাল্যদাসীভাব ও তাঁহার অষ্টকালীয় নিত্য সেবা দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা সেই ভাব বরণ করিয়া স্মরণ-দশায় প্রবেশ করিবেন। ইহাই সাধকের ব্রজে গোপীজন্ম। "যাঃ শ্রুত্বা তৎ-পরো ভবেৎ" এই ভাগবত আজ্ঞাই এ স্থলে পালনীয়।

অতএব আজ্ঞা শিরে ধরি হয়ে শুচি ॥

অন্যরুচি হইলে গুরুদেব অন্যভাব দিবেন,

রুচি যদি নহে তবে অকপট মনে।
নিবেদিবে নিজ রুচি শ্রীগুরুচরণে ॥
বিচারিয়া গুরুদেব দিবে অন্যভাব।
তাহে রুচি হইলে প্রকাশিবে নিজভাব (৩০) ॥

নিজ সিদ্ধভাব গুরুদেবকে জানাইবে,

এইরূপে গুরুশিষ্যসংবাদ ঘটনে।
নিজ সিদ্ধভাব স্থির হইবে যে ক্ষণে ॥
শিষ্য গুরুপদে পড়ি করিবে মিনতি।

---

(৩০) সাধিকার আত্মগত শুদ্ধরুচি শ্রীগুরুদেব যখন নির্ণয় করেন, তখন সাধিকাও স্বরুচি বলিয়া গুরুদেবকে সাহায্য করিবেন। স্বাভাবিক রুচি স্থির না হইলে উপদেশ শুদ্ধ হয় না। প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কার-রূপ দ্বিবিধ সুকৃতিদলিত প্রবৃত্তিকেই রুচি বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের শৃঙ্গাররসে রুচি নাই, দাস্য বা সখ্যে আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এই জন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল। পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার স্বরুচিসম্মত ভজন লাভ হয়, ইহা লোক-প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল।

মাগিবে ভাবের সিদ্ধি করিয়া আকুতি ॥
কৃপা করি গুরুদেব করিবে আদেশ।
শিষ্য সেইভাবে তবে করিবে প্রবেশ ॥

দৃঢ়বরণ,

শ্রীগুরুচরণে পড়ি বলিবে তখন।
তবাদিষ্ট ভাব আমি করিনু বরণ (৩১) ॥
এ ভাব কখন আমি না ছাড়িব আর।
জীবনে মরণে এই সঙ্গী যে আমার ॥

ভজনে প্রতিবন্ধক বিচার,

নিজ সিদ্ধ একাদশভাবে ব্রতী হয়ে।

---

(৩১) সাধকের স্বরুচিবিরুদ্ধ অন্যভাব যাহা পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় তাহাই তাঁহার পতিগ্রহণ। কিন্তু তদুত্তর শুদ্ধ গুরুদেবের কৃপায় স্বরুচিসম্মত কৃষ্ণ-সেবা-লাভই পরম পারকীয় রস। পারকীয় রস ব্যতীত রসের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। সুতরাং প্রকটাপ্রকট উভয়লীলার শৃঙ্গাররসের পারকীয় অভিমানের নিত্যত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষা-মহিমা। এই শৃঙ্গার রসে কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই। চিন্ময় জীব রসসঞ্চারে চিন্ময়ী গোপী হইয়া চিন্ময় রাধা-কৃষ্ণের নিত্যদাস্য চিন্ময় বৃন্দাবন লাভ করেন। ইহাতে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ ভাব নাই, কেবল সেইভাবের বিশুদ্ধ আদর্শ তত্ত্বই স্বীয় চিন্ময়ী স্বভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। ইহা শুদ্ধগুরুর নিকটেই অবগত হওয়া যায়। কৃপা ব্যতীত এই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। ইহা জড়ীয় তর্কের অগোচর এবং অত্যন্ত বিরল।

স্মরিবে সুদৃঢ়চিত্তে নিজভাবচয়ে ॥
স্মরণে বিচার এক আছেত সুন্দর।
আপনের যোগ্যস্মৃতি কর নিরন্তর ॥
আপনের অযোগ্য স্মরণ যদি হয়।
বহুযুগ সাধিলেও সিদ্ধি কভু নয় (৩২) ॥

আপন-দশা,

আপনসাধনে স্মৃতি যবে হয়ে ব্রতী।
অচিরে আপনদশা হয় শুদ্ধ অতি ॥
নিজ শুদ্ধভাবের যে নিরন্তর স্মৃতি।
তাহে দূর হয় শীঘ্র জড়বদ্ধমতি ॥

---

(৩২) স্মরণদশাকে আপনদশায় প্রাপ্তি-যোগ্য করিয়া সাধন না করিলে কোন ক্রমেই সিদ্ধি হয় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভজনতত্ত্বে কর্ম্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর বা যোগাড়ম্বর প্রভৃতি কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। বাহ্যে কেবল নিবৃত্তিভাবের সহিত নামানুশীলন, কিন্তু অন্তরে মহারসের মহাড়ম্বর নিরন্তর থাকে। যে সকল সাধক বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত বা অন্তর স্থির করিতে যত্ন করেন না, তাঁহাদের স্মরণ আপন-যোগ্য হয় না। সুতরাং বহুজন্ম সাধনেও সিদ্ধি হয় না। এই ভজনই সহজ ভজন, কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার উপাধি খল উপস্থিত হইলে সাধনান্তর হইয়া পড়ে, ব্রজসাধন হয় না। শ্রীগুরুদেবের নিকট সরল অন্তঃকরণে এই ভজনের শুদ্ধতা ও উপাধি বুঝিয়া লইয়া ভজন করিবেন।

বদ্ধজীব যে ক্রমে ভাবপ্রাপ্ত হন,

জড়বদ্ধ জীব ভুলি নিজ সিদ্ধসত্ত্ব।
জড় অভিমানে হয় জড়দেহে মত্ত (৩৩)॥
তবে যদি কৃষ্ণলীলা করিয়া শ্রবণ।
লোভ হয় পাইবারে নিজ সিদ্ধধন॥
তবে ভাবতত্ত্বস্মৃতি অনুক্ষণ করে।
ভাব যত বাড়ে তার ভ্রান্তি তত হরে॥

স্মরণ দশা ; তাহাতে বৈধ ও রাগানুগতা ভাবের ভেদ। শেষটীরই প্রয়োজন,

স্মরণ দ্বিবিধ বৈধ রাগানুগ আর।

---

(৩৩) এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইল তাহা বলিতেছেন। জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটী সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ সিদ্ধসত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। শুদ্ধগুরুকৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয়লাভই পরম সহজ বস্তু। এই স্থল হইতে স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপ লাভের ক্রম লিখিত হইতেছে। বদ্ধজীবের ভক্তিসাধনেই সেই ক্রম আছে। তন্মধ্যে একটী বৈধক্রম, একটি রাগানুগ সাধ্যক্রম। বৈধ-ক্রম ও রাগানুগার ক্রমদ্বয় প্রথমে পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ভাবাপনে সেই পার্থক্য আর থাকে না। শাস্ত্রবিধিশাসনে বৈধ ক্রমের উদয় হয়। ব্রজজনের ক্রিয়ায় লোভ হইতে রাগানুগক্রমের উদয় সুতরাং প্রথম ক্রমটি সাধারণ এবং শেষোক্ত ক্রমটি বিরল।

রাগানুগা স্মৃতিযুক্তিশাস্ত্র হৈতে পার ॥
মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে করয় স্মরণ।
অচিরেতে প্রাপ্ত হয় দশা ভাবাপন ॥

বৈধভক্তের উন্নতিক্রম,

বৈধভক্ত স্মৃতিকালে সদা বিচারয়।
অনুকূলযুক্তিশাস্ত্র যখন যে হয় ॥
ভাবাপনে হয় ভাব আবির্ভাবকাল।
শাস্ত্রযুক্তি ছাড়ে তবে জানিয়া জঞ্জাল ॥
শ্রদ্ধা নিষ্ঠা রুচ্যাসক্তি ক্রমে যেই ভাব।
আপন সময়ে তাহা হয় আবির্ভাব (৩৪) ॥

আপনদশায় রাগানুগ ও বৈষ্ণবভাবের ভেদ নাই,

ভাবাপনে রাগানুগা বৈধভক্ত ভেদ।
নাহি থাকে কোন মতে গায় স্মৃতি, বেদ ॥

পঞ্চবিধ স্মরণ,

স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি আর।
সমাধি এ পঞ্চবিধ স্মরণ প্রকার (৩৫) ॥

(৩৪ আপন সময়ে, আপনদশা আগমনে।

(৩৫) স্মরণ অবস্থায় প্রথমে কেবল স্মরণ অর্থাৎ নিজের একাদশ-ভাবে অবস্থিতি পূর্ব্বক অষ্টকাল সেবাভাবনা। তখনও নৈরন্তর্য্য সিদ্ধ হয় নাই। কখন কখন স্মরণ হয়, কখন বিক্ষেপ। স্মরণ করিতে করিতে ধারণা অর্থাৎ স্মরণের স্থৈর্য্যভাব সাধন, ধারণা ধ্যাত বিষয়ের

ভাবাপন দশার উদয়-কাল,

সমাধি স্বরূপ স্মৃতি যে সময়ে হয়।
ভাবাপন দশা আসি হইবে উদয়॥

যে সময়ে যে অবস্থা হয়,

সেই কালে নিজ সিদ্ধদেহ অভিমান।
পরাজিয়া জড়দেহ হবে অধিষ্ঠান (৩৬)॥
তখন স্বরূপে ব্রজবাস ক্ষণে ক্ষণ।
ভাবাপনে স্বস্বরূপে হেরি ব্রজবন (৩৭)॥

আপনে স্বরূপসিদ্ধি, বস্তুসিদ্ধি লিঙ্গভঙ্গে,

আপনে স্বরূপসিদ্ধি লভে ভাগ্যবান্।

সর্ব্বাঙ্গ ভাবনা করিতে করিতে ধ্যান হয়। অনুস্মৃতি, সর্ব্বকালে ধ্যান। সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অন্যধ্যানাবসরাভাবে পূর্ণ কৃষ্ণলীলা ধ্যান। এই সমাধিরূপ স্মরণ হইতে হইতেই আপন দশা উপস্থিত হয়। স্মরণে এই পঞ্চদশা অতিক্রম করিতে অনিপুণ লোকের পক্ষে বহুযুগ যাইতে পারে; নিপুণ ব্যক্তির পক্ষে অল্পদিনেই আপনদশা উপস্থিত হয়।

(৩৬) ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়াছে। সিদ্ধ-দেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।

(৩৭) তখন স্বস্বরূপে ক্ষণে ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্বস্বরূপগত রাধাকৃষ্ণ-সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি অনেকক্ষণ ব্রজধাম দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি সম্পত্তি বিধান (৩৮) ॥

সাধনসিদ্ধার ফল,

হইয়া সাধনসিদ্ধা নিত্যসিদ্ধা সহ।
সমতা লভিয়া কৃষ্ণ সেবে অহরহঃ (৩৯) ॥

নামদ্বারা সিদ্ধিলাভ,

সেবাভঙ্গ আর তার কভু নাহি হয়।
পরম উজ্জ্বলরসে সতত মাতয় ॥
নাম সে পরমধন নামের আশ্রয়ে।
এত সিদ্ধি পায় জীব শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে ॥

সংক্ষেপে ক্রম-পরিচয়,

অতএব ভক্ত্যুন্মুখজন সাধুসঙ্গে।
নির্জ্জনে করিবে নাম ক্রমের অভঙ্গে ॥
ক্রমে ক্রমে অল্পকালে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

---

(৩৮) এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহ পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া চিদ্ধামে যুগল-সেবা করিতে থাকে।

(৩৯) এই অবস্থায় সাধনসিদ্ধভাবে নিত্যসিদ্ধাদিগের সালোক্য লাভ হয়।

কুসঙ্গ বর্জ্জিয়া সাধুসঙ্গে ফলোদয় (৪০) ॥

(১) **সাধুসঙ্গ**, (২) **সুনির্জ্জন**, (৩) **দৃঢ়ভাব**,

সাধুসঙ্গ সুনির্জ্জন নিজদৃঢ়ভাব (৪১)।

এই তিন বলে লভি মহিমা স্বভাব ॥

আমি হীন ক্ষুদ্রমতি বিষয়ে বিভোর।

সাধুসঙ্গবিবর্জ্জিত সদা আত্মচোর (৪২) ॥

---

(৪০) কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য শ্রদ্ধোদিত ভক্তির সহিত নামভজনই সুলভ ধন। পূর্ব্বোক্ত ক্রম ধরিয়া নামভজন করিলে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে এবং স্বল্পকালে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ করে। ইহাতে নৈপুণ্যমাত্র এই যে, কুসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটী পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ। অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবল-রূপে কার্য্যকর। অর্থাৎ বিদ্যুৎ মায়িক ধর্ম্মবিশেষ। প্রেম চিদ্ধর্ম্ম। উভয়ে একটু লক্ষণের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

(৪১) অতএব যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটী বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ় ভাব বা পরাকাষ্ঠা ইহাকে নির্ব্বন্ধ বলা যায়।

(৪২) শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও নিজের দৈন্য প্রকাশ করিলেন। দৈন্যই প্রেমের অলঙ্কার।

অহৈতুকী কৃপা কভু করিয়া বিস্তার (৪৩)।
ভক্তিরসে গতি দেহ প্রার্থনা আমার ॥
এত বলি হরিদাস প্রেমে অচেতন।
শ্রীগৌরাঙ্গপদে করে দেহসমর্পণ ॥
প্রেমে গদ্‌গদ প্রভু তাহারে উঠায়।
আলিঙ্গন দিয়া চিত্তকথা বলে তায় ॥

প্রভুর আজ্ঞা,

শুন হরিদাস এই লীলা-সংগোপনে।
বিশ্ব অন্ধকার করিবেক দুষ্ট জনে (৪৪) ॥

---

(৪৩) অহৈতুকী কৃপা, হেতুরহিতা কৃপা। আমি এমত কোন সৎকর্ম্ম করি নাই যাহাতে কৃষ্ণকৃপা হইতে পারে। সেস্থলে কৃষ্ণ যে কৃপা করেন তাহা অহৈতুকী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কেবল নামভজন-শিক্ষাই সর্ব্বত্র দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম কৃপাপাত্র হরিদাস। তাঁহার নামরসতত্ত্বে বিশেষ অধিকার ও শিক্ষা। ললিত-মাধব ও বিদগ্ধ-মাধব গ্রন্থের বিষয়ে শ্রীহরিদাসের অঙ্গনে যখন রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে লইয়া মহাপ্রভু আস্বাদন করেন, তখন হরিদাসের মুখে নামরসের মহিমা সহসা বাহির হইয়াছিল। চৈ, চ, অন্ত্য ১ম।

(৪৪) এই দুষ্টজন কাহারা? বোধ হয় যে সকল লোকেরা পরে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষাষ্টক-সম্মত পবিত্র নাম-ধর্ম্মকে গোপন করিয়া বহুবিধ সহজিয়া, বাউল ও নানা প্রকার দুষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছে, তাহাদিগকেই প্রভু উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন।

সেই কালে তোমার এ চরমোপদেশ (৪৫)।
অবশিষ্ট সাধুজনে বুঝিবে বিশেষ ॥
এই তত্ত্ব সমাশ্রয়ে নিষ্কিঞ্চন জন।
নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণ করিবে ভজন (৪৬) ॥

---

(৪৫) চরমোপদেশ, যাহার পর আর উপদেশ হইতে পারে না। সাধুসঙ্গ নামানুশীলনই চরমোপদেশ।

(৪৬) নিষ্কিঞ্চন রসিক ভক্ত হরেকৃষ্ণ নাম নিম্নলিখিত ভাবের সহিত আস্বাদন করেন; যথা,—পদকল্পতরু ১৮৩ পর্ব্বে অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রলাপমিতি।

সুহই রাগ।

"হে হরে মাধুর্য্যগুণে, হরি লবে নেত্রমনে, মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহাআকর্ষকঠাম, তুয়া বিনে দেখিতে না পাই ॥
হে হরে ধরম হরি, গুরুভয় আদি করি, কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি বলে, দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর ॥
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি, তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে, স্থির নহ অতি অনুরাগে ॥
হে হরে আমারে হরি, লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি, বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণ মাত্র, ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥
হে হরে বসনহর, তাহাতে যেমন কর, অন্তরের হার মত বাধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ, প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা ॥
হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলি, সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত, কি বল আবেশে ভাসাইলা ॥
হে রাম রমণশ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ, তুয়া সুখে আপনি না জানি।

নিজ নিজ ভাগ্যবলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি॥
সুকৃতজনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাম যুগধর্ম্ম নামের প্রচারে (৪৭)॥

হরিদাস ঠাকুর নামপ্রচারে সহায়,

তুমিত সহায় মোর এ কার্য্যসাধনে।
তব মুখে নামতত্ত্ব শুনি এ কারণে॥

হে রাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে, সে রস মূরতি তনুখানি॥
হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর, চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ, তোমা বিনা কেহ নাহি মোর॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন, ক্ষণেকে কল্প শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া, কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম, কৈছে রহঁ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায়, তবে বন্ধু মিলয় অদূরে॥

এই ভাব-বিয়োগদশায় আর (এই নামেই) সম্ভোগে অষ্টসখীযুক্ত রাধিকার সহিত কৃষ্ণসম্ভোগ ভাবিত হয়। সেখানে হুরে শব্দ শ্রীমতীর নাম হরা শব্দে সম্বোধন। ভাবুক নিজ নিজ ভাবের হরিকৃষ্ণনামের সর্ব্বরসলীলা আচ্ছাদন করেন।

(৪৭) জীবসকল স্বীয় সুকৃতিবলেই ভক্তিলাভ করেন। তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচারের তাৎপর্য্য কি? প্রভু বলিতেছেন যে, সকল জীব সুকৃতিবলে হরিনামে শ্রদ্ধা করিবে। তাহাদের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমি নামকে যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছি। বস্তুতঃ ইহা জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম।

হরিনাম চিন্তামণি, অখিল অমৃত-খনি,
কৃষ্ণকৃপা-বলে যে পাইল।
কৃতার্থ সে মহাশয়, সদা পূর্ণানন্দময়,
রাগভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজিল॥
তাঁহার চরণ ধরি, সদাই কাকুতি করি,
কাঁদে এই অকিঞ্চন ছার।
এ অমৃতরস-লেশ পিয়াইয়া অবশেষ
কর সার আনন্দ বিস্তার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ ভজন-প্রণালী-প্রদর্শনং
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

১। বেদান্ততত্ত্বসার (রামানুজ) ... ... ॥০
২। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি প্রথম চারিখণ্ড ... ... ৩৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) ৮৲ স্থলে ... ... ৩॥০
৪। সাধক কণ্ঠমণি ... ... ।০
৫। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক মোট ... ... ।৶০
৬। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵০
৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৮। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ... ... ॥৵০
৯। শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ৶০
১০। ভাষ্যদ্বয় সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ... ৭৲
১১। আম্নায়সূত্র ... ... ।/০
১২। জৈবধর্ম্ম ২॥০, আবাঁধাই ২৲
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা শ্রীল ভক্তিবিনোদানুবাদ সহ সিল্কে বাঁধাই ... ২৲
ঐ সাধারণ ... ... ১॥০
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (শ্রীল বলদেব ভাষ্যসহ) ২৲
১৫। গীতা মাধ্ব ভাষ্য ... ... ॥০
১৬। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ... ... ।০
১৭। Vaishnavism ... ... ।০
১৮। Nam Bhajan (English translation) ... ।০
১৯। প্রেমেয় রত্নাবলী (মূল, টীকা, অনুবাদ) ... ॥৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ... ... ॥০
২১। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ... ... ।৵০
২২। গৌড়ীয় কণ্ঠহার, সাধারণ ১॥০ বাঁধাই ২৲
২৩। মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
২৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ তথা শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্ ... ১॥০
২৫। মণিমঞ্জরী (মূল ও অনুবাদ) ... ... ।০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

সাধন-পথ

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ও শ্রীউপদেশামৃত)

শ্রীনন্দনন্দনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমুখবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টকমূল শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-রচিত সম্মোদনভাষ্য এবং গীতি, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর-লিখিত লঘুবিবরণ ; এবং ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীমদ্রূপগোস্বামিরচিত শ্রীউপদেশামৃতমূল শ্রীভক্তিপ্রদীপ-তীর্থকৃত অন্বয়, শ্রীমদ্রাধারমণদাস গোস্বামি-বিরচিত "উপদেশপ্রকাশিকা টীকা" ও শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-কৃত "পীযূষ-বর্ষিণী বৃত্তি" তথা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-রচিত "অনুবৃত্তি," ভাষ্যদ্বয়-সমন্বিত

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্বিলাস

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ

সম্পাদিত

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ-প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৯, মাধব।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতপ্রেসে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার
দ্বারা মুদ্রিত।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের পূর্ব্বভাষ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলায় ও শ্রীনীলাচলে উভয়ধামেই শ্রীশিক্ষাষ্টক জগতের জীবকে দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই এই শিক্ষাষ্টকের অনুবর্ত্তী হইয়া ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শেষভাগে এই শিক্ষাষ্টকের কতকটা পরিচয় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন। শ্রীশিক্ষাষ্টকের শিক্ষা ঢাকা পড়ায় এই অকিঞ্চনের কৃপাদাতা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় "সম্মোদন ভাষ্য" ও কয়েকটী গীতি রচনা করেন। বহুল প্রচারবাসনায় শ্রীশিক্ষাষ্টকের সহিত সেই গীতিগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। তৎসহ শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজমুকুটমণি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বামিপাদকৃত শিক্ষাষ্টকের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও প্রকাশিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্টপ্রচারক শ্রীশ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রভু "শ্রীউপদেশামৃত"-নামক একাদশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থরত্নে শ্রীগৌরশিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন। উৎকলকবি শ্রীগোবিন্দদেব এই গ্রন্থের কয়েকটী শ্লোকই তাঁহার "শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ে" উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীগোপালভট্ট পরিবার শ্রীমদ্ রাধারমণদাস গোস্বামী মহারাজ এই গ্রন্থের "উপদেশ প্রকাশিকা" নাম্নী যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাও ইহার সহিত সংযুক্ত হইল। আমার প্রভু এই উপদেশামৃতের "পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি" লিখিয়াছেন এবং আমার

শিক্ষাগুরু শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুর সেই বৃত্তির "অনুবৃত্তি" যাহা দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও ইহার সহিত সম্মিলিত হইল। তাঁহাদের উভয়ের ভাষ্যদ্বয় এবং উল্লিখিত একটী অন্বয়ও ইহাতে সংযুক্ত করিলাম।

সম্প্রতি আমি ঢাকা-মহানগরীতে অবস্থান করিয়া আমার প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতেছি। এস্থলে কতিপয় সহৃদয় ভক্তের ইচ্ছাক্রমে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

ঢাকা,
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজন্মবাসর
শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪।

দীনাতিদীন
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপ্রদীপতীর্থ।

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয়ের সহিত "সম্মোদন" নামক সংস্কৃত ভাষ্য এতৎসহ সংযুক্ত হইল। শ্রীভাগবত আসনের সেবক শ্রীশ্যাম সেবক ব্রহ্মচারী ইহার মুদ্রণকার্য্যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৯।

শ্রীপ্রদীপতীর্থ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

(নামতত্ত্ব)

চরম সাধন কি ?

চেতোদর্পণমার্জ্জনং
ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-
বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং
প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং
বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥১॥

সম্মোদন ভাষ্য

পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নিত্যং প্রণিপত্য মহাপ্রভুম্। নাম্না সম্মোদনং শিক্ষাষ্টকভাষ্যং প্রণীয়তে॥ ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎকূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেদিতি সিদ্ধান্তবাক্যেন কেবলং ভক্তেঃ পরমার্থপ্রদত্বং সিধ্যতি নান্যেষাং কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং। শাস্ত্রার্থাবধারণময়ীং ভগবল্লীলামাধুর্য্যালোচনময়ীং বা শ্রদ্ধাং বিনা শুদ্ধা ভক্তির্লভ্যা ন ভবতি। জাতায়ামপি তথাভূতশ্রদ্ধায়াং সৎসঙ্গেন বিনা শ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণা হরিকথা ন সম্ভবতি। সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ইত্যাদিনা সৎসঙ্গপ্রভাবেন ভগবন্নামরূপগুণলীলানুকীর্ত্তনং স্যাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুশিক্ষায়াং সর্ব্বাদৌ তস্য মাহাত্ম্যং নিগদিতং। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনস্য সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ চতুর্থপাদান্তর্গতপরমতি শব্দেন শ্রদ্ধাসৎসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়ান্তর্গতশ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনমেবাত্র বোদ্ধব্যং নতু প্রতিবিম্বভক্ত্যাভাসান্তর্গতহরিসংকীর্ত্তনম্। অত্রাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন বিচারগর্ভজীবকর্ত্তব্যতা স্বকীয়বচনব্যাজেনোক্তা। অস্মিন্ ভাষ্যে তত্তদ্বিষয়বিচারোপি সংক্ষেপেণ বক্তব্যঃ। শুদ্ধবৈষ্ণবজনপরিসেবিতচরণঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বদতি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিজয়ত ইতি। মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রাপঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীর্ত্তনং বিজয়তে? শ্রূয়তাং। একমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতেঃ পরমতত্ত্বস্যৈকত্বং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইতি শ্রুতিবচনাত্তত্ত্বস্য নির্ব্বিশেষত্বং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি নিগমবচনাত্তস্যৈব সর্ব্বদা সবিশেষত্বং সিদ্ধং। যুগপৎ সবিশেষনির্ব্বিশেষৌ সিদ্ধৌ সবিশেষস্য প্রতীতিরেব সুতরাং বলবতী নির্ব্বিশেষস্যোপলব্ধ্যভাবাৎ। অস্মত্তত্ত্বাচার্য্যাঃ শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি। একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। অত্রেদমেবোক্তং ভবতি। ভগবানেব পরমঃ

তত্ত্বং। সএব শক্তিমান্। শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ ইতিব্রহ্মসূত্রাৎ তয়োরভেদঃ। কিন্তু পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইতি বেদবাক্যেন তয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘটঘটকত্বমপি সিধ্যতি। অতো নিত্যভেদোপ্যনিবার্য্যঃ সতু কেবলাদ্বৈতবাদযুক্ত্যা ন নিবর্ত্তনীয়ঃ। সা পরা শক্তিরন্তরঙ্গা তটস্থা-বহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধাবভাসতে। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যা পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ তত্তত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণগুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে। তল্লীলাসম্পাদনার্থং তদানুকূল্যময্যা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেণাবতিষ্ঠতে। পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মিপরমাণুস্থানীয়-চিদেকাত্ম-জীবরূপেণ তদেব বর্ত্ততে। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে। এবম্প্রকারেণ জীব-জড়-বৈকুণ্ঠভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্যভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ৌ। জীবস্যাপি তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। বহিশ্চরত্বং তজ্জ্ঞানাভাবাৎ ছায়য়া রশ্মিবৎ মায়য়াভিভাব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে। তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয়লীলোপকরণত্বাৎ। তটস্থশক্তিস্বভাবাত্তস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি। মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাংসংসারদুঃখম্। স্বরূপশক্তি-সম্বন্ধান্মায়ান্তর্দ্ধানে সংসারনাশঃ স্বস্বরূপাবস্থিতিশ্চ। মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং পুনঃ পুনঃসংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সৎপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্য্যে লোভোবাজায়তে তদা তেষাং স্বরূপশক্তের্হ্লাদিনীসারবৃত্তি-ভূতায়াং ভক্তাবধিকারো ভবতি। জাতয়া শ্রদ্ধয়াগুরুচরণাশ্রয়রূপসৎসঙ্গ-প্রভাবাৎতত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণানন্তরং যদা তৎকীর্ত্তনং ভবতি তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপজীবস্বরূপবিক্রমএব লক্ষ্যতে। প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তন-বিজয়স্যৈষা প্রক্রিয়া। এ ভূতকৃষ্ণকীর্ত্তনাজ্জীবস্য সপ্তপ্রকারফলসিদ্ধিরপি দর্শিতা চেতোদর্পণমার্জ্জনমিত্যাদিনা। তান্যেব পৃথক্ পৃথক্ বিবেচয়িষ্যামি। চেতোদর্পণমার্জ্জনমিত্যাদিনা জীবস্য স্বরূপতত্ত্বং বিবৃতং। তথা শ্রীমজ্জী-

চরণাঃ। জীবাখ্যসমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্য পরমতত্ত্বস্য খল্বংশ একোজীবঃ। সচ তেজোমণ্ডলস্য বহিশ্চররশ্মিপরমাণুরিব পরমচিদেকরসস্য তস্য বহিশ্চরচিৎ-পরমাণুঃ। তথা শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারোপি। বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽনুচৈতন্যং জীবঃ নিত্যং জ্ঞানাদিগুণকত্বং অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধং। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রকৃত্যাত্মনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ। ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপং। জীবাস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাত্তু তৎস্বরূপ-তদ্গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি-সাক্ষাৎকৃতিরিতি। এতেন জীবস্যাণুত্বং চিৎস্বরূপত্বং শুদ্ধাহঙ্কারশুদ্ধচিত্ত-শুদ্ধদেহবিশিষ্টত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। পরেশবৈমুখ্যাৎ বহিরঙ্গভাবাবিষ্টত্বাচ্চ শুদ্ধাহঙ্কারগতশুদ্ধচিত্তস্যাবিদ্যামলদূষণমপি সূচিতং। জীবস্য শুদ্ধস্বরূপে যৎ শুদ্ধচিত্তং তস্মিন্মায়াবরণ রূপাঽবিদ্যামলদূষিতে সতি চিত্তদর্পণস্য কার্য্যাক্ষমত্বং সুতরাং ঘটতে। ততঃ কারণাৎ স্বরূপযাথাত্ম্যাদর্শনং ন সম্ভবতি। কিন্তু হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতাভক্তির্যদা প্রবর্ত্তেত তদা শ্রবণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং প্রাদুর্ভূয় সর্ব্বাণ্যবিদ্যামলানি দূরীকরোতি। তদা প্রকটিতশুদ্ধচিত্তো জীবঃ শুদ্ধাহঙ্কারযুক্তঃ পরেশজীবপ্রকৃতিকালকর্ম্মাত্মকং পঞ্চতত্ত্বং স্বচিত্তদর্পণে যথাযথং পশ্যতীতি ভাবঃ। চিত্তদর্পণে মার্জ্জিতে সতি স্বরূপযাথার্থ্য-দর্শনাৎ স্বধর্ম্মদর্শনমপি ঘটতে। স্বধর্ম্মঃ ভগবদ্দাস্যমিতি। তৎপ্রবৃত্তৌ সংসারপ্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপেণ পরিণমতি। ভবঃ জীবস্য প্রপঞ্চ-জন্ম। স এব মহাদাবাগ্নিস্তন্নির্ব্বাপণং নির্ব্বাণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিনা ন ভবেদিতি ভাবঃ। স্বধর্ম্মজ্ঞানে লব্ধে সতি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং কিং সম্পাদ্যতে? নহি নহি। হরিকীর্ত্তনস্য নিত্যধর্ম্মত্বে সিদ্ধে তস্যৈব স্বরূপগতধর্ম্মাঙ্গত্বমিতি বদন্ শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণমিতি বিশেষণং ব্যবহরতি। মায়ামুগ্ধ-জীবানাং মায়াভোগএব প্রেয়স্ততোঽতন্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা

শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ। শ্রেয় এব কৈরবং কুমুদং তৎপ্রকাশিকা ভাবচন্দ্রিকা তাং বিতরয়তি। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা ইতি ন্যায়েন শ্রদ্ধাবতাং শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যাভাসভক্ত্যা শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাদুর্ভবতি। অত্র চন্দ্রোপমা তু তন্নিঃসৃতামৃতকল্পনয়েতি। নমু শুদ্ধভক্তিলব্ধানাং কদা স্বস্বরূপপ্রাপ্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষমাকলয্য বিদ্যাবধূজীবনমিতি বদতি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। ভগবচ্ছক্তির্বস্তুত একা। তস্যা দ্বে বৃত্তী বিদ্যাঽবিদ্যাচ। বিদ্যয়া সা যোগমায়াস্বরূপশক্তিরিতি পরিচীয়তে। অবিদ্যয়া সা জড়প্রসবিনী জীব-স্বরূপগুণাবরণকারিণীচ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিসাধনসময়ে যদা শুদ্ধা ভক্তিরুদেতি তদা স্বস্যাঽবিদ্যত্বং পরিহৃত্য বিদ্যয়া চিদেতরবিতৃষ্ণাজননী সাপি জীবস্য স্থূললিঙ্গময়মৌপাধিকদেহদ্বয়ং বিনাশ্য তস্য স্বরূপগতং শুদ্ধচিদ্দেহং অধিকারভেদেন মধুররসাস্বাদনায়তনং গোপিকাদেহমপি প্রকটয়তি। অতঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনস্য বিদ্যাবধূজীবনত্বং সিদ্ধং ভবতি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীকৃষ্ণবধূত্বং লীলাবিলাসবর্ণনাদৌ দ্রষ্টব্যং। স্থূললিঙ্গময়মায়িকশরীরে গতে সতি জীবস্যাণুত্বং নির্ম্মলং ভবতি। তদা তস্য সুখমপি পরমাণু-স্বরূপত্বাৎ ক্ষুদ্রং ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য শ্রীশচীনন্দনঃ শিক্ষয়তি আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনমিতি। তদবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং তস্য জীবস্য স্বাভাবিকমানন্দং হ্লাদিনীসারবৃত্ত্যাঽনন্ত্যেনসম্বর্দ্ধয়তি। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্ত-জীবোপ্যনন্তানন্দং লভতে ইতি ভাবঃ। তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং পদে পদে অনুরাগেণ পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে। নিত্য-নূতনবিগ্রহে ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতনরসসম্ভোগোপি ঘটনীয়ঃ। ভোগচেষ্টায়াঅপি শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্বাৎ কথং তদবস্থায়াং নির্ম্মলানন্দলাভঃ স্যাদিতি বিচিন্ত্য শ্রীসন্ন্যাসীচূড়ামণিঃ সর্ব্বাত্মস্নপনমিতি বিশেষণং যোজয়তি। তদবস্থায়াং কৃষ্ণানন্দস্য নৈর্ম্মল্যাৎ স্বকামভোগাদিবাঞ্ছারহিতোয়ং জীবঃ স্বভাবতোহ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীমতীরাধিকাপরিচারিকাস্বরূপেন যুগল-

বিলাসবিষয়ান্ সর্ব্বানন্দান্ সমশ্নুতে। অত্র সর্ব্বাত্মস্নপনমিতি পদদ্বয়েন মুক্তস্য সাযুজ্যান্তর্গতব্রহ্মলয়দোষাণাং স্বীয়কামসম্ভোগাদিদোষাণাঞ্চ সম্পূর্ণ-ধৌতিরিতি পরিজ্ঞেয়ং ॥০॥ এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দস্বরূপযুগলপ্রেম-বিচিত্রলীলাপরং শ্রীকৃষ্ণস্য সংকীর্ত্তনং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥১॥

গীতি।

(ঝাঁকি-লোফা)

পীতবরণ কলিপাবন গোরা। গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা ॥ চিত্তদর্পণ-পরিমর্জ্জনকারী। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী ॥ হেলা-ভবদাবনির্ব্বাপণবৃত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি ॥ শ্রেয়কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥ বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূজীবনরূপ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ ॥ আনন্দপয়োনিধিবর্দ্ধন-কীর্ত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি ॥ পদে পদে পীযূষস্বাদপ্রদাতা কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥ ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপনবিধান। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান ॥ ১ ॥

চরিতামৃত।

নামসংকীর্ত্তন হইতে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১ ॥

বিস্তৃতি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনায় নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীকৃষ্ণ-
কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হউক।

অনন্ত প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে বহুসংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে। প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও আমরা শুদ্ধ ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।

তত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্মাত্রাবলম্বনে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'ব্রহ্ম' সচ্চিদ্ বৃত্তি দ্বারা সেই বস্তুকে 'পরমাত্মা' এবং সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিক্রমে সেই বস্তুকে 'ভগবান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনারায়ণ সার্দ্ধদ্বিতয় রসের উপাস্য বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় ধন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বৈভবপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব প্রভুর মহাবৈকুণ্ঠলীলা। তথায় নিত্য ব্যূহচতুষ্টয় নিত্য বিরাজিত।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয়। সেইকালে জপকর্ত্তা মননকারী প্রয়োজন সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া যায়।

কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়োলাভ ঘটে। সঙ্কীর্ত্তন শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন 'সংঙ্কীর্ত্তন' শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃতরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্বসিদ্ধির মধ্য সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট। তাহাই এইস্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা বদ্ধ জীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গলশোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়'—মঙ্গল ; 'কৈরব'—কুমুদ ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরাবিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরাবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার লক্ষ্যীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্র শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে স্নিগ্ধতালাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্ম-ভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।

শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত সন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তি সন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন ঃ—

"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" ॥ ১ ॥

নাম-সাধন সুলভ কেন ?

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

সম্মোদন ভাষ্য

তত্র নামরূপগুণলীলাভেদেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনমপি চতুর্ব্বিধং। নাম্নোহি সর্ব্বানন্দবীজত্বে নামনামিনোরভেদত্বেচ নামকীর্ত্তনস্য সর্ব্বোপাদেয়ত্বং

দর্শয়ন্নাদৌ ভগবন্নাম্নি জীবানাং শ্রদ্ধোৎপত্তিকরণেচ্ছয়া ভগবতশ্চৈতন্য-দেবস্যোক্তিঃ। হে ভগবন্! মাং নিরাশ্রয়ং দৃষ্ট্বা পরমকারুণিকেন ভবতা মুখ্যগৌণভেদেন স্বনামানি বহুধাপ্রকাশিতানি। হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-অচ্যুত-রাম-অনন্ত-বিষ্ণ্বাদিমুখ্যনামানি। ব্রহ্ম-পরমাত্মা-নিয়ন্তা-পাতা-স্রষ্টা-মহেন্দ্রেত্যাদি গৌণনামানি। পুনশ্চ নিজসর্ব্বশক্তিঃ স্বরূপশক্তেঃ সমস্তসামর্থ্যং তত্র মুখ্যনাম্নি ভবতার্পিতা। তদ্যথা। নহি ভগবন্নঘটিত-মিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ং। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ॥ ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥ মাঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ অবমন্তচ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা। এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং। যোগিনাং নৃপনির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং॥ আস্য জানন্তোনামচিদ্বিবক্তন মঃস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণোনেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসার-ভয়াত্তারয়তি। তস্মাদুচ্যতে তারঃ॥ সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। বদ্ধোপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্ গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। নবিক্রিয়েতাথ যদাবিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং। সকলনিগমবল্লীসৎ-ফলং চিৎস্বরূপং। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ গীত্বাচ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ। ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহং তস্য চার্জ্জুন॥ নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রবাক্যেন নাম্নঃ সর্ব্বশক্তিত্বং জ্ঞাপিতং। কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনে কালদেশ পাত্রাদিনিয়মোবলবান্। কিন্তু তব নামস্মরণে তত্ত্ব-নিয়মোপি ন কৃত ইতি নামবিষয়েঽপারকৃপা মাংপ্রতি ভবতা দর্শিতা। পরন্তু মম দুর্দ্দৈববশাৎ ভবন্নাম্নি মমানুরাগো ন অজনি দুর্দ্দৈবমত্র নামাপরাধঃ। এতদুক্তং ভবতি। ভগবদ্বহির্ম্মুখো জীবো মায়ানির্ম্মিতে বিশ্বে নানাবিধবিষয়ব্যাপারে বদ্ধঃ। কদাচিদপি ভগবৎসাম্মুখ্যং প্রতি ন চেষ্টতে। পরমেশ্বরস্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিবিধিনা জীবস্য নিত্যমঙ্গলং নভবতীতি বিচিন্ত্যাপারকরুণয়া স্বীয়স্বরূপশক্তের্হ্লাদিনী সারবৃত্তিভূতাং ভক্তিং জীবহৃদয়ে প্রকটয়িতুং তল্লাভোপায়স্বরূপাণি স্বনামানি প্রকাশিতবান। পরন্তু শ্রুত্বাপি তন্নামমাহাত্ম্যং জপ্ত্বাপি তন্নামানি নামাপরাধবশতস্তত্রানুরাগো শীঘ্রং জীবস্য ন ভবতি। এতেন শ্রদ্ধাবতাং গুরুমুখান্নামশ্রবণানন্তরং সর্ব্বদৈব নামাপরাধান্ পরিহৃত্য যথাসাধ্যং নামকীর্ত্তনমেব কর্ত্তব্যমিতি সূচিতং। অপরাধাশ্চৈতে। সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্যইহগুণ নামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদোহরিনাম্নি কল্পনং নাম্নোবলাৎ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিকর্ম্ম শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ॥ অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিব-নামাপরাধঃ। শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহংমমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ নামজপপরাণাং কর্ম্মান্তর্গতপাপত্যাগ-পুণ্যসঞ্চয়চেষ্টা ন কর্ত্তব্যা তেষাং শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মাধিকারশূন্যত্বাৎ কিন্তু তে যদি নামাপরাধযুক্তা ভবন্তি তর্হি তদপরাধহানায় তেষাং যা ব্যাকুলতা তয়াঽবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি কৃষ্ণনামানি তত্তদপরাধাবসরবিনাশেন নিসর্গতয়া তেষাং হৃদয়ং তদপরাধশূন্যং করোতি। শাস্ত্রবাক্যং যথা। নামাপরাধ-

যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চেতি। যদা নামাপরাধাভাবাৎ হরিনাম্নানুরাগো জায়তে তদা তেষাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যুপদিষ্টং ॥২॥

গীতি

(লোফা)

তুঁহু দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি॥ সকল শকতি দেই নামে তোহারা। গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা॥ শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা। বিশ্বে বিলায়লি করুণা-নিদানা॥ তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥ নাহি জন্মল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥ ২ ॥

চরিতামৃত

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কালদেশনিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ ২ ॥

বিবৃতি

হে ভগবন্ আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল

প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু, আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। 'বহুপ্রকার' বলিতে ভগবানের মুখ্যও গৌণ নামসমূহ বুঝায়। মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীজন-বল্লভ; ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি মুখ্য নাম। ভগবদভিন্ন খণ্ড বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্মপরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্যনামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন, তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে, গৌণনামসমূহেও বিবিধশক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান।

জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপবিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতাবশে তিনি ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত। সৎকর্ম্মপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদিসুখপ্রার্থী এবং ভোগত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত। কৃষ্ণসেবনেচ্ছা জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম, তাহা কথিত ত্রিবিধ পথের আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়াছে। তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম নামক ত্রিবর্গসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশ অপরাধের

আবাহন পূর্ব্বক নামসেবা করিতে গিয়া অপরাধ করিতেছেন। সেইকালে তিনি যে নামগ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নামগ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ। নিজের অশান্ত ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভোদ্দেশে ভুক্তি পিপাসায় চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নামগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নামসেবনে আভাসমাত্র উদিত হয়; সেই কালে তাঁহার নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে হরি-সেবা করিবার যোগ্যতালাভ করেন। দুর্দ্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনামগ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনাম গ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। মুখ্যনামগ্রহণপ্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। যেখানে তুচ্ছ অবান্তর ফললাভলালসা, সেখানে কালের বিধি ও যোগ্যতা প্রভৃতির কঠিন বিধি। কিন্তু, ভগবানের দয়া কালাকালের

কঠিন নিগড় হইতে নামোচ্চারণকারীকে অবসর দিয়াছেন। কালের বিধিসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে, অহর্নিশ কৃষ্ণনাম বলহ বদনে॥" "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" শ্রীচরিতামৃতে—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" ২॥

নামসাধন-প্রণালী কি

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃসদা হরিঃ॥৩॥

সম্মোদন ভাষ্য

নিরপরাধেন হরিনামকৃতং বিষয়বিরক্তিজনিত দৈন্যং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি। তত্র চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপশ্রীকৃষ্ণনামাবির্ভাবাত্তেষাং চিদ্রসেতরবিরক্তি-ভাবেনোক্তিঃ। সহমেবাণুচৈতন্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণদাসো জীবঃ।, জড়াত্মকেষু বিষয়েষু ন মম কুত্রচিদর্থোবর্ত্ততে। বর্ত্তমানজড়যন্ত্রিতাবস্থা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দোষেণ মমৈব দুর্দ্দশা। কৃষ্ণকৃপয়া যাবৎ মমসংসারনিবৃত্তির্ন ভবতি তাবৎ সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানেন চ জীবনযাত্রোপযোগী বিষয়োপি ময়া স্বীকর্ত্তব্যঃ। অভাবরোগশোকবার্দ্ধক্যাদিজনিতদুঃখপ্রাপ্তিস্বাস্থ্যবল-বিত্তেত্যাদিজনিতসুখঞ্চ সর্ব্বং প্রারব্ধফলমবশ্যং ময়া ভোক্তব্যং। চিৎস্বরূপস্য মম জড়বিষয়ে কিঞ্চিদপি নাস্তীতি বিচিন্ত্য সম্পূর্ণদৈন্যেনাহং গৃহে বনে বা হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা প্রাণনাথ! কদাশুদ্ধদাস্যমহং লভেয়েতি বদন্ তিষ্ঠামি। অস্তুতস্য জড়বস্তুত্বং তথাপি তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানং ন ন্যায়বিরুদ্ধং

কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানং ন সুন্দরমিতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবং। তরোরপি সহিষ্ণুনেতিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতং। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতা দয়ারূপা দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি। নিরপরাধেন নামগানপরস্যোক্তিঃ। হা নাথ! এতে মৎসঙ্গিনোজীবাঃ কথং ভবন্নাম্নি রতিং লভন্তে? তে সর্ব্বে মায়ান্ধাঃ সন্তঃ পুত্রকলত্রদ্রবিণজয়পরাজয়সম্বন্ধজনিতসুখদুঃখরূপদ্বন্দ্বকাতরাঃ। তেষামনর্থপূর্ণে জড়বিষয়ে বিরক্তির্ন ভবতি। আশাপাশাবদ্ধাস্তে তুচ্ছানি দুঃখোদর্কানি কর্ম্মফলানি নির্ব্বেদজ্ঞানফলানি বান্বেষয়ন্তি। কথমেষামাত্ম-যাথাত্ম্যদর্শনরুচির্জায়তে। এবং ব্রুবন্ সোপি হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যুচ্চৈঃস্বরেণগায়তি॥ অমানিনা শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপতৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টং। বদ্ধ-জীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্যভোগৈশ্বর্য্যধনরূপজাতিবর্ণবলপ্রতিষ্ঠাধি-কারেত্যাদিজনিতং যদভিমানং তন্মিথ্যাজীবস্বরূপবিরোধধর্ম্মত্বাৎ। তত্তদ-ভিমানশূন্যতা মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ং। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যো বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈক-চিত্তোভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি॥ মানদশব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থলক্ষণং। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বিষতি প্রতি দ্বিষতি বা। মধুরবাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি। বিশ্বে যেঽধিকারপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণাদয়ো যেচ দিবি ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবাদয়স্তান্ সর্ব্বান্ দৈন্যেন বহুমানয়তি। তেভ্যোহরিভক্তিং প্রার্থয়তেচ। যেতু শুদ্ধভক্তাস্তান্-সর্ব্বভাবেন সেবতে। অনেন লক্ষণচতুষ্টয়েন ভূষিতস্য কৃষ্ণনামকীর্ত্তনমেব পরমপুরুষার্থসাধনং ভবতীতি শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদেনোপদিষ্টং॥৩॥

গীতি

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার। পরম যতনে তঁহি লভ্ অধিকার ॥ তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার ॥ বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন। প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন ॥ জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে। হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয় ॥ কৃষ্ণঅধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা। করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥ দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥ ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভুপায়। হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥৩॥

চরিতামৃত।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয় ॥
যেই যে আগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ৩ ॥

বিবৃতি

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও স্বধামে অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার অন্যকোন উপায় বা উপেয়ের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। কীর্ত্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্ব্ব-শুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয় ভোগে প্রমত্ত হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও জড়াভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন। বিষয়ভোগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন, এবং পরকে প্রতিষ্ঠা দানে উদ্‌গ্রীব। ইহ জগতে তিনিই সর্ব্বদা হরিনাম করিবার যোগ্য ও সমর্থ। শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্য্য শ্রীগুরুদেব ও অপর বৈষ্ণবকে যে সকল সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠার আরোপ করেন, তাহা তাঁহাদের মানদ ধর্ম্ম হইতেই উত্থিত হয়, আবার তাঁহাদের অনুগতজনের ভজনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য

যে সকল সমাদর ও গৌরবস্নেহাদি অভিব্যক্ত করেন, উহা শুদ্ধ ভক্তের অমানি স্বভাবের প্রকাশকমাত্র। শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা না জানিয়া মুর্খের কটাক্ষ সহ্য করিয়াও নিজ সহনশীলতার পরিচয় দেন। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে প্রাকৃত জগতে সর্ব্বপ্রাণি-পদদলিত তৃণ হইতেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন। শুদ্ধ ভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুচিৎ জীব কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। নামোচ্চারণকারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁহার হিংসা করিলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না, উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কীর্ত্তনকারী কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রাপ্ত প্রণালী পরিহার পূর্ব্বক নবীন মত প্রচারবাসনায় মহামন্ত্র শ্রীহরিনামের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক নাম লইয়া ছড়া সৃষ্টি করেন না। শ্রীগুরুদেবের অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্ত্তনাদি প্রচারমুখে গ্রন্থরচনা ও কীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশে লোকপ্রতারণার জন্য নিজের সরলতার অভাববশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে। মহাভাগবতগণ কৃষ্ণনামোচ্চারণকালে স্থাবর জঙ্গমের প্রাকৃত ভোগ্য মূর্ত্তিসমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ও কাষ্ণ-সেবনোন্মুখ হইয়া জগৎ দর্শন

করেন। ভোগ-প্রবৃত্তিক্রমে জগৎকে নিজ ভোগ্য মনে করেন না। মন্ত্রের স্রষ্টা হইয়া গুরু হইতে লব্ধ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ছাড়েন না এবং নবীন মত প্রচারোদ্দেশেও ব্যস্ত হন না। আপনাকে কোন বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া মনে করা সুনীচতার অন্তরায়। সৎকথা—শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের কথা না শুনিয়া অর্থপ্রতিষ্ঠালোভে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইলে বৈষ্ণব বা গুরুপদাকাঙ্ক্ষীর মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে না। তাদৃশ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যও হরিনাম শ্রবণে অধিকার লাভ করেন না ॥ ৩ ॥

সাধকের কামনা কি ?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥

সম্মোদন ভাষ্য

আদৌ শ্রদ্ধধানানাং শ্রীগুরুমুখাৎ হরিনামশ্রবণং। ততো নিরপরাধেন তন্নামকীর্ত্তনং। ততঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণচতুষ্টয়রূপমনুভাবঃ। কিন্তু হ্লাদিনী সারবৃত্তিরূপায়া ভক্তের্জড়ানন্দান্বয়ব্যতিরেকসম্বন্ধশূন্যং শুদ্ধস্বরূপোদয়ং বিনা ভাবাত্মিকা ভক্তির্ন ভবতীতি বিচিন্ত্য নামকীর্ত্তনরূপসাধনভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপং ব্যতিরেকলক্ষণেন স্পষ্টয়তি ন ধনমিতি শ্লোকদ্বয়েন। যাবদানুকূল্যময়ী

কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তির্ব্যতিরেকলক্ষণাত্মিকান্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা চ ন ভবতি তাবত্তস্যা ভক্ত্যাভাসমাত্রত্বং। তদাভাসত্বং পরিহর্ত্তুমিচ্ছয়া ব্যতিরেকলক্ষণেন শুদ্ধভক্তিং শিক্ষয়তি। হে জগদীশ! ধনং জনং সুন্দরীং কবিতাং বাহং ন কাময়ে। অত্র ধনপদেন বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠধর্ম্মধনং ঐহিকপারত্রিকজড়সুখকরং সর্ব্বমর্থধনং স্থূললিঙ্গগতেন্দ্রিয়-গণানন্দকরং কামধনঞ্চজ্ঞাতব্যং। জনপদেন স্বশরীরানুগস্ত্রীপুত্রদাসদাসী-প্রজাবন্ধুবান্ধবাদয়ঃ জ্ঞাতব্যাঃ। সুন্দরীকবিতাপদেন সা বিদ্যা তন্মতির্যয়েতি ন্যায়াৎ ভগল্লীলাতত্ত্ব কীর্ত্তনরূপকাব্যং বিনা অন্যকাব্যলক্ষণা সামান্যবিদ্যা জ্ঞেয়া। এতৎসর্ব্বমহং ন যাচে কিন্তু জন্মনি জন্মনি ত্বয়ি ঈশ্বরে প্রাণেশ্বরে কৃষ্ণে অহৈতুকীং ভক্তিং যাচে। অহৈতুকী ভক্তিঃ ফলানুসন্ধানরহিতা চিৎস্বভাবাশ্রয়া কৃষ্ণানন্দরূপা শুদ্ধা কেবলাঽকিঞ্চনাঽমিশ্রা ভক্তিরিতি। জন্মমরণরূপজড়যন্ত্রণানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া। তৎ-প্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা। অতো জন্মনি জন্মনীতি বক্তব্যা। যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া জন্মমরণনিবৃত্তিস্তদা তত্তদুঃখং স্বয়মেব নশ্যতি কিমুপায়বিরোধিন্যা তৎপ্রার্থনয়া? ॥৪॥

গীতি

(ঝাঁকি-লোফা)

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন। নাহি মাগি দেহসুখ-বিদ্যা-ধন-জন॥ নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি। না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি॥ নিজকর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই॥ এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥ বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥ সম্পদে বিপদে তাহা

থাকু সমভাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে॥ পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে। তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে॥ ৪॥

চরিতামৃত

* * * *

শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।
ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগো দাস্যভক্তিদান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান॥ ৪॥

বিবৃতি

হে জগদীশ, আমি ধন, জন ও 'সুন্দরী কবিতা' কামনা করি না অমার জন্মজন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতেই যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 'সুন্দরী কবিতা' শব্দে বেদ-কথিত ধর্ম্ম, 'ধন' শব্দে অর্থ এবং 'জন' শব্দে কলত্রাদি কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল যে ধর্ম্মার্থকামরূপ ভুক্তি আমার অভীপ্সিত এরূপ নহে, অপুনর্ভবরূপ জন্মজন্মান্তররহিত মুক্তিরও আমি প্রার্থী নহি। এই চতুর্ব্বর্গহেতুমূলে বা কামনাপ্রণোদিত হইয়া আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তোমার সেবার জন্য আমি সেবা করিতে ব্যগ্র। এস্থলে কুলশেখরের উক্তি আলোচ্য :—

" নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।"

"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃকুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং। রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

ধর্ম্মকামী বেদনিষ্ঠ সবিতার উপাসক, অর্থকামী গণেশের উপাসক, কামকাম শক্তির উপাসক এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসক এবং হেতুমূলে অর্থাৎ সকাম বিষ্ণুর উপাসক সুতরাং বিদ্ধভক্ত। পঞ্চোপাসনা সকাম এবং নিষ্কাম অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ। অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণুর উপাসনা হয়॥ ৪॥

সাধকের স্বরূপ কি ?

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥৫॥

সম্মোদন ভাষ্য

ননু কিং সংসারদুঃখং নালোচনীয়ং সাধকেনেত্যাশঙ্ক্য অয়ি নন্দতনুজেতি। হে নন্দতনুজ! অহং বস্তুবিচারতস্তবনিত্যকিঙ্করঃ। অধুনা নিজকর্ম্মদোষেণ বিষমে ভবসাগরে পতিতঃ। কামক্রোধাদিবহুশত্রুতাড়িতঃ। দুরাশা-

দুশ্চিন্তাতরঙ্গপ্রপীড়িতঃ। কুসঙ্গপ্রবলবায়ুনা প্রচালিতশ্চ। এতদ্দশায়াং কদাচিৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগতপস্যাপি তৃণগুচ্ছা ভাসমানা দৃশ্যন্তে। তানবলম্ব্য ভবসমুদ্রতিতীর্ষা নিষ্ফলা তেষামপার্থত্বাৎ বহুক্লেশপীড্যমানোমুতপ্তঃ সন্ তব কৃপাং বিনাঽস্য ভবসমুদ্রস্য পারগমনেঽন্যপ্লবোনাস্তীতি জ্ঞাত্বা শ্রীগুরু-চরণকৃপয়া ভবন্নামতরণীং প্রাপ্তবান্। ভবানেব শরণাগতবাৎসল্যাৎ সর্ব্বদোষমার্জ্জনপূর্ব্বকং নিরাশ্রিতং মাং করুণয়া ভবৎপাদপঙ্কজস্থিতধূলি-সদৃশং বিচিন্তয় বিভাবয়। তবপাদপদ্মসংলগ্নরেণুরিব তস্মান্ন বিচ্ছিন্নো ভবিষ্যামীতি ভাবঃ। এতেন কর্ম্মজ্ঞানলভ্যভুক্তিমুক্তিফলকামনা ভক্তজনানাং পরিত্যজ্যেতি জ্ঞাতব্যং ॥৫॥

গীতি

(ছোট-দশকুশী)

অনাদি করম-ফলে, পড়ি ভবার্ণবজলে, তরিবারে না দেখি উপায়। এ বিষয় জ্বালাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, মন কভু সুখ নাহি পায় ॥ আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত, প্রবৃত্তি ঊর্ম্মির তাহে খেলা। কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়, অবসান হৈল আসি বেলা ॥ জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই, অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে। এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, কৃপা করি তোল মোরে বলে ॥ পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্মধূলি করি, দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়। আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ, বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥ ৫ ॥

চরিতামৃত।

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥

কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥ ৫ ॥

বিবৃতি

সেব্যবস্তু নন্দনন্দন। জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য বর্ত্তমান। সেই কৃষ্ণদাস দাস্যে উদাসীন হওয়ায় দুষ্পার ভয়ঙ্কর সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই জীবের আচ্ছাদিত নিত্যবৃত্তি পুনঃ প্রকাশিত হয়। জীব স্বীয় কামনা প্রবল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আরোহণ করা তাহার ধর্ম্ম নহে পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় অনুগত হইয়া সেবা-প্রবৃত্তি-যুক্ত হন, ইহাই তাৎপর্য্য। "পদধূলি' শব্দ প্রয়োগে জীবের স্বরূপ ভগবদ্ বিভিন্নাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥

জীবের স্বরূপাবস্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনর্থ থাকে; সেইকালে পরমার্থপ্রতীতির নির্ম্মলতা নাই। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদ্‌গমে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয়। সে কালে জীব জাতরতি বলিয়া কথিত হন। অজাতরতি সাধক ও জাতরতি ভাবুকের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনে পার্থক্য আছে। কপটতা করিয়া আমাদের সময়ের পূর্ব্বে জাতরতি ভক্তের সজ্জা শোভনীয় নহে। অনর্থ নিবৃত্তির পর নৈরন্তর্য্য, তৎপরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বিকা ও তাহার পর স্বারসিকী অবস্থাত্রয়, তৎপরে প্রেমভূমি ॥ ৫ ॥

সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ কি ?

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

সম্মোদন ভাষ্য

পূর্ব্বোক্তপঞ্চশ্লোকৈরাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গস্ততঃ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ-পাদসেবনার্চ্চনবন্দনদাস্যসখ্যমাত্মনিবেদনাত্মকং ভজনং ততঃ স্বরূপবোধানন্তর-মবিদ্যারূপানর্থনাশস্ততোনিষ্ঠা ততোরুচিস্ততআসক্তিস্ততোভাব ইতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিসহায়েন জীবস্বরূপবিকাশরূপপরমধর্ম্মস্য ক্রমোহি লক্ষিতঃ। ভাবদশায়াং ভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপস্যাখণ্ডত্বং সিধ্যতি। তদা ভক্তিপ্রেমাঙ্কুর-স্বরূপরতিরূপা। সাধনদশাস্থিতশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণানাং মধ্যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং ভাবদশায়ামত্যন্তপ্রবলং ভবতি। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মান-শূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃস্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জন ইতি সিদ্ধান্ত-বাক্যাৎ। পুনশ্চ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচি-ভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌভাব উচ্যত ইতি লক্ষণেন ভাবস্বরূপরতেঃ প্রেমাঙ্কুরত্বং প্রেমপরমাণুত্বং সিধ্যতি। প্রেমস্তু প্রথমাবস্থাভাব ইত্যভিধীয়তে। সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃস্যুরত্রাশ্রু পুলকাদয়ঃ॥ ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা। ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সার্দ্রদৃষ্টিরভূবসাবিত্যাদি তন্ত্রপুরাণবচনেন প্রেমলক্ষণায়া ভক্তের্যেত্বনুভাবাঃ সাত্ত্বিকা বিকারাদয়শ্চ সন্তি তে সর্ব্বে

কিয়ৎপরিমাণেন ভাবদশায়ামপি লক্ষ্যন্তে। অনুভাবাশ্চৈতে। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং। হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপি চেতি। সাত্ত্বিকবিকারাশ্চৈতে। তে স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চস্বরভেদোথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতা ইতি। এষাংমধ্যে নৃত্যগীতাশ্রুপুলকস্বরভেদাঃ ভাবদশায়াং বিশেষতো লক্ষিতাঃ॥ অতএব তদ্দশাং লক্ষয়িত্বা বদতি শিক্ষক চূড়ামণিঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। হে কৃষ্ণঃ! হে নন্দনন্দন! তব নামগ্রহণে কদা মম নয়নে অশ্রুধারা বিগলিতা ভবিষ্যন্তি কদা বা স্বরভেদজনিতেন গদ্গদবাক্যেন বদনং মম বিক্রিয়াং গমিষ্যতি। মম বপুশ্চ কদা পুলকিতং ভবিতা। হে নাথ! তব নামগ্রহণে মমাপ্যচিরেণৈব তত্তদশা লক্ষণং ভবতু॥৬॥

গীতি

(ছোট দশকুশী-লোফা)

অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম, তুয়া নামে না লভে বিকার। হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি, বড় দুঃখে ডাকি বারে বার॥ দীন দয়াময় করুণা-নিদান। ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥ কবে তব নাম উচ্চারণে মোর। নয়নে ঝরব দর্ দর লোর॥ গদ্গদ স্বর কণ্ঠ উপজব। মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব॥ পুলকে ভরব শরীর হামার। স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বারবার॥ বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান। নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ॥ মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন। রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন॥ ৬॥

চরিতামৃত

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ৬ ॥

বিবৃতি

হে গোপীজনবল্লভ, কবে তোমার নাম গ্রহণকালে মাদৃশ গোপললনার চক্ষে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদ্‌গদ হইয়া বাক্যরুদ্ধ হইবে এবং শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইবে। ইহা লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তির একটী উদাহরণ। "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ চরিষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥" এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। গৌণনামাদিতে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তনের অবসর হয় না; অতএব শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম হরিকথামৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা এবং কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে নিসর্গ-পিচ্ছিল চক্ষু ও ভাবাভাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিকার উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলেই অনুকূল মন ও স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ নিত্যভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় না, সুতরাং চিত্তের দ্রবতা ও সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকার সমূহ অনর্থ-

মুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেই লক্ষিত হয়। যে সকল কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি মহাভাগবতের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারাদি প্রদর্শণ করিয়া লোকবঞ্চনা করেন, তাহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তির বিরোধী ॥ ॥

সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ কি ?

যুগায়িতং নিমেষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং
গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥

সম্মোদন ভাষ্য

সা রতিরূপা ভক্তিঃ প্রেমদশায়াং স্থায়িভাবাত্মিকা সতি বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিক ব্যভিচারি ভাব সাহচর্য্যেন ভক্তিরসো ভবতি। তদ্দশায়াং তস্যাঃ সর্ব্বেঽনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়শ্চ পূর্ণরূপেণ লক্ষ্যন্তো সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যত ইতি সিদ্ধান্ত বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণে মমতাতিশয্যজনিত গাঢ়ভাবময়ীভক্তি প্রেমেতি বোধ্যং। অত্র ভক্তি রসস্যাশ্রয় বিষয়য়ো র্মুখ্য সম্বন্ধ ভেদাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ইতি পঞ্চবিধঃ মুখ্যরসঃ। গৌণ সম্বন্ধ ভেদেন হাস্যাদ্ভুত স্তথা বীর করুণা রৌদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধেতি। মুখ্য রসানাং মধ্যে মধুররস এব সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ।

স মুখ্যরসঃ প্রেম প্রণয় মান স্নেহ রাগানুরাগ মহাভাবময়ঃ। তত্রোল্লাস মাত্রাধিক্য ব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্তরসেঽনুমীয়তে যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেম দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি ভঙ্গ হেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। যস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেনকৌটীল্যাভ্যাস পূর্ব্বক ভাব বৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয় কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে। চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে মহা বাষ্পাদি বিকারঃ দর্শনাতৃপ্তি স্তস্য পরম সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টা শঙ্কাচ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যতে। স্নেহ এবভিলাষাত্মকোরাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগ পরংদুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিযোগে তদ্বিপরীতং। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নব নবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পর বশভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎ সম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্ম লালসা। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তিশ্চজায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্দ্ধ চমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা কল্প ক্ষণত্বমিত্যাদিকং। বিযোগে ক্ষণকল্পত্বং ইত্যাদিকং। উভয়ত্রমহোদীপ্ত্যা-শেষ সাত্ত্বিক বিকারাদিকং জায়ত ইতি প্রীতি সন্দর্ভ বচন সাহায্যেন প্রেমাবস্থায়াং বিশেষত উজ্জ্বল রস বিক্রিয়ায়াং ভাবসমূহানামত্রৈব শ্রীমন্মহা-প্রভু শিক্ষায়াং সমাস এব লক্ষ্যতে। যুগায়িতং ইতি পদ্যং সুগমং। গোবিন্দ বিরহেণেতি বাক্যেন বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞাপিতঃ। স পূর্ব্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা। বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যত ইতি। অত্রতু মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি জীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো বিপ্রলম্ভ এব সর্ব্বদা আস্বাদনীয়ঃ ॥৭॥

গীতি

(ঝাঁকি-লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল। কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল। জানিলাম মায়া-পাশে এ জড় জগতে। গোবিন্দবিরহে দুঃখ পাই নানা মতে। আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল। কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥ কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়। বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥ নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম। গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে, পরাণ উদাস হয়। কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়, জীবন নাহিক রয়॥ ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ, দেখাও শ্রীরাধানাথে। ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া, লওহে তাহারে সাথে॥ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি। পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিল ভাবগ্রাম, দেখিলাম যমুনার কূলে। বৃষভানুসুতা সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে, বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥ দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন, জ্ঞানহারা হইনু তখন। কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি, আর নাহি ভেল দরশন॥

(ঝাঁকি-লোফা)

সখিগো, কেমনে ধরিব পরাণ। নিমেষ হইল যুগের সমান॥

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়, শূন্য ভেল ধরাতল। গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ বাহিরহে, কেমনে বাঁচিব বল॥ ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া, পুনঃ নামাশ্রয় করি। ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন, প্রাণ রাখ, নহে মরি॥ ৭॥

চরিতামৃত।

উদ্বেগ দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥ ৭॥

বিবৃতি

হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে, চক্ষু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় অশ্রুপ্লুত হইয়াছে, অক্ষিপত্রের পতনকাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহা বিপ্রলম্ভ রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতরতি ভক্তগণের সম্ভোগের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভরসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা। জড় বিপ্রলম্ভরসে বা বিরহরসে কেবল দুঃখ অবস্থিত। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভে অভ্যন্তর প্রদেশ পরমানন্দপূর্ণ, বাহিরে যন্ত্রণাবিশিষ্ট, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥" বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। আবার বিপ্রলম্ভের মধ্যে প্রেমবৈচিত্য নামক অবস্থায় বাহ্যদর্শনে সম্ভোগ বিরাজমান। বিপ্রলম্ভকালে কৃষ্ণের স্মরণপ্রাচুর্য্যে হরিবিস্মৃতির অভাব, উহাই ভজন পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণবিমুখ গৌরনাগরীদলে যে সম্ভোগ রসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ অপ্রাকৃতরসের বাধা মাত্র। সম্ভোগবাদী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা-বিশিষ্ট;

সুতরাং কৃষ্ণভক্তিরহিত। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম' এইকথা বুঝিতে পারিলে নিজ সম্ভোগরসের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইতে ধাবিত হইবেন না। শ্রীগৌর-লীলার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত! সম্ভোগরসের পুষ্টির উদ্দেশে আশ্রয়জাতীয় জীবের পূর্ণবিকাশের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভেই অবস্থিত; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণবিপ্রলম্ভরসাবতার নিত্য শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। তাহাতে সম্ভোগবাদীর কু-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না॥ ৭॥

সিদ্ধির নিষ্ঠা কিরূপ?

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥৮॥

সম্মোদন ভাষ্য

প্রেম দশা লব্ধানাং জীবানাং কা প্রবৃত্তিরিত্যালোচ্যাহাশ্লিষ্য বা পাদরতাং ইতি। পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য সুখয়তু মাং পদতলে পিনষ্টু পেষণং করোতি অথবা অদর্শনান্মাং মর্ম্মহতাং মর্ম্মপীড়িতাং করোতু। স লম্পট চূড়ামণি যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ মাং বিদধাতু। স কদাচিন্নাপরো ভবতি যতঃ স এব সর্ব্বথা মম প্রাণনাথঃ। মর্ত্ত্যো

যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকির্ষিতোমে। তদাঽমৃতত্বং প্রপ্রস্তমানো ময়াত্মভূতায়চ কল্পতে বৈ ইতি লক্ষণেন ভক্তানাং প্রেমদশায়াং কৃষ্ণৈক জীবনত্বং। সিদ্ধৌচ প্রেমাদশায়াং ভক্ত কৃষ্ণয়োঃ পরস্পরমাকর্ষণ রূপঃ পরমো ধর্ম্মো দীপ্যতে। যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মণ্ স্বয়মাকর্ষ সন্নিধৌ তথা মে ভজ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়েতি শ্রীমদ্ভাগবৎ বচনাৎ। অত্রেদমালোচ্যং অণু চৈতন্যস্য জীবস্য বিভুচৈতন্যস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধে কচন স্বাভাবিকো ধর্ম্মোস্তি তয়োঃ পরস্পর সম্বন্ধাত্মকঃ। স চ ধর্ম্মোজীবস্য বহির্ম্মুখ দশায়াং লুপ্তপ্রায়স্তিষ্ঠতি। পুনর্যদা জীবস্য স্বভাবপরিক্রিয়া স্যাৎ তদা জীব কৃষ্ণয়োরুভয়গতঃ পূর্ব্বসিদ্ধো ধর্ম্মঃ পুনঃ প্রকটো ভবতি। আকর্ষ সন্নিধৌ পরিষ্কৃতময়ঃ লৌহং যথাতথেতি। এতদ্দশায়াং পূর্ব্বসিদ্ধধর্ম্ম প্রকটনমেব ধর্ম্মস্য প্রয়োজনং নত্বন্যৎ। জীবস্যাপি তদ্ধর্ম্মসাধনে ফলান্তরাভাব ইতি জ্ঞেয়ং। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ যামাভজন দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনেতি ভগবদ্বচনাৎ কৃষ্ণ প্রীতিরেব তৎপ্রীতেঃ ফলমিতি সিধ্যতি। অত্রাদর্শনাৎ যন্মর্ম্মাহতত্বং তদপি ন দুঃখজনকত্বং কিন্তু পরম সুখজনকত্বং ইতি দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ। এবং যদর্থোঞ্চিত লোক বেদ স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়ে ঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতং মর্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়া রিতি। অতঃ সুষ্ঠুমুক্তমাশ্লিষ্য বেতি। এতদষ্টক মাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যামি। স্বরূপ-শক্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশঃ রাধয়া যন্মম মাধুর্য্য মাস্বাদিতং তদেব কীদৃশং তদাস্বাদনে যৎ সৌখং তৎ কীদৃশং বেতি বিচিন্ত্য তদাস্বাদন লালসয়া পরমতত্ত্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নিত্যলীলা পীঠ স্বরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকোষ্ঠ বিশেষে গোলোকাখ্যে শ্রীনবদ্বীপ ধাম্নি ঔদার্য্য প্রচুর ভগবৎস্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাকারেণ নিত্যং তদ্ভাবযোগ্যাং লীলা মাতনোতি। স চ সপ্তাধিকে চতুর্দ্দশ শকাব্দে রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত মন্নেন শ্রীচৈতন্য রূপেণ গৌড়

দেশান্তর্গতাপর বৃন্দারণ্য ইব শ্রীমন্নবদ্বীপ নগরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রপত্নী শ্রীশচী গর্ভে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়াং প্রাদুরাসীৎ। শৈশবে বয়সি বাল চাপল্যেন পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাসেন কৈশোরে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসার চেষ্টা প্রদর্শনেন ভক্তি প্রচারেণ চ গৌড়ক্ষিতিং পরমানন্দেন প্লাবয়ামাস। শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ী পরিব্রাজকচূড়ামণি ঈশ্বরপুরী সকাশাৎ দীক্ষা গ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরু পদাশ্রয় রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস। চতুর্ব্বিংশ বর্ষে শাঙ্কর সন্ন্যাসী শ্রীকেশব ভারতী সকাশাৎ সন্ন্যাসং গৃহীত্বা স্বগৃহং ত্যক্তবান্। তত স্তীর্থ ভ্রমণ ছলেন গৌড় পাশ্চাত্যোড্রদাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশবাসিনো বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বং শিক্ষয়ন্ নানামতবাদিনাং মতখণ্ডনানন্তরং চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত সাররূপমচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব মূলকং স্বমতং স্থাপয়ংশ্চ ষড়্বর্ষাণি যাপয়ামাস। ততো হষ্টাদশবর্ষাণি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বসন চতুর্দ্দিক্ষু ভক্তি প্রচারকান্ প্রেরয়িত্বা স্বমতং বিস্তৃতবান্। স্বয়ঞ্চ বহু সিদ্ধ বৈষ্ণব পরিসেবিতঃ কদাচিৎ ভক্তি প্রচারং কদাচিদ্বা স্বীয়োদ্দেশ্য ত্রয় সাধনরূপ প্রেমাস্বাদনং কৃতবান্। শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ গোপাল ভট্ট জীব প্রবোধানন্দ স্বরূপ রামানন্দ কবিকর্ণপুর প্রভৃতিভিঃ স্বকীয় সিদ্ধ পার্ষদগণৈঃ হৃদিপ্রেরণয়া স্বমত পরিপোষকানি নানা শাস্ত্রাণীকারয়ামাস। স কদাচিদপি সর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ মষ্টকমিদং রচয়ন্ সর্ব্বানধিকার বিশিষ্টান্ জীবান্ শিক্ষয়ৎ। কদাচিদ্বা স্বীয়ান্তরঙ্গ সঙ্গীদ্বয় স্বরূপ রামানন্দ সহিতোঽহতাৎপর্য্য মাস্বাদয়ামাস। এতৎ সর্ব্বং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদৌবিবৃতমস্তি। শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্রঃ স্বীয় গৃহস্থ চরিতেন স্বধর্ম্মপরান্ গৃহস্থান্ স্বীয় সন্ন্যাস চরিতেনচ সর্ব্বান্ পরিব্রাজকাংশ্চ পুনশ্চোপদেশ দ্বারা সর্ব্বান্ জীবান্ শিক্ষয়ৎ। অস্য শিক্ষাষ্টকস্য মাহাত্ম্যং অনন্তং।

গৌরাঙ্গ বক্ত্রাব্জ বিনিস্থৃতং শ্রীশিক্ষাষ্টকং যে প্রপঠন্তি ভক্ত্যা ॥
তে গৌর পাদাসব মুগ্ধ চিত্তাঃ মজ্জন্তি প্রেমাম্বুনিধৌ মুরারেঃ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য চতুঃ শতাব্দ একাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।

সন্মোদনাখ্যং প্রভু বাক্যভাষ্যং কেদারনাথেন ময়া প্রণীতং।

মাধুর্য্যরসাস্বাদি শুদ্ধবৈষ্ণবানাং সম্বন্ধে হস্য সর্ব্ববেদ সারত্বং ভগবন্মুখাব্জ গলিতত্বান্মহাবাক্যত্বঞ্চ সর্ব্বৈরেব ভাগ্যবদ্ভিরষ্টক মিদং কণ্ঠ ভূষণং কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা পঠনীয়ং পূজনীয়ঞ্চ।

ইতি কলিযুগপাবনাবতারশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রবদনাব্জবিগলিতং

শ্রীশিক্ষাষ্টকস্য সন্মোদনং নামভাষ্যং

সম্পূর্ণম্।

গীতি

(অধিকারি-ভেদে—দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর। ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন, দেখা দেয় চিত্ত-চোর॥ বিচক্ষণ করি, দেখিতে চাহিলে, হয় আঁখি অগোচর। পুনঃ নাহি দেখি, কাঁদয়ে পরাণ, দুঃখের না থাকে ওর॥ জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ। যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ॥ দর্শন আনন্দ দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে, বলে মোরে প্রণয়বচন। পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া, প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন॥ যাহে তার সুখ হয় সেই সুখ মম। নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম॥ ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে, তাঁহে জানে প্রাণেশ্বর। তার সুখে সুখী সেই প্রাণনাথ, সে কভু না হয় পর॥

(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখীসুবেষ্টিত, বৃন্দাবনে কদম্বকাননে। রাধা-সহ বংশীধারী, বিশ্বজনচিত্তহারী, প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥ সখী-আজ্ঞামত

করি দোঁহার সেবন। পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥ কভু কৃপা করি, মম হস্ত ধরি, মধুর বচন বলে। তাম্বূল লইয়া, খায় দুই জনে, মালা লয় কুতূহলে ॥ অদর্শন হয় কখন কি ছলে। না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে ॥ যেখানে সেখানে, থাকুক দুজনে, আমিত চরণদাসী। মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা, সকল সমান বাসি ॥ রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে। মোরে রাখি মারি সুখে থাকুক দুজনে ॥ ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে, পড়ি নিজসখীপায়। রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত যুগলচরণ চায় ॥ ৮ ॥

চরিতামৃত।

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তিহোঁ রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন না জানে আমার তনু মন,
তবু তেহোঁ মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বস তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥

কিবা তিহোঁ লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করে সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিহোঁ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ ৮ ॥

বিবৃতি

পাদসেবানিরতা গোপীর কিঙ্করী আমি, আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা আত্মসাৎ করুন অথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মাহত করুন, সেই গোপবধূবিট্ লম্পটের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক্; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ। তদ্ব্যতীত তিনি অন্য কেহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। জীবের সিদ্ধিতে দেহ বা মন উভয় উপাধিই নাই। সেই কালে নন্দনন্দনের স্বেচ্ছাবিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী হইয়া সিদ্ধ-দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছা পূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। জীব কখনই আপনাকে আশ্রয়বিগ্রহ মনে করিবেন না তাহাতেও অহংগ্রহোপাসনা হইয়া

যায়। আশ্রয়জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার নির্ম্মল অবস্থিতি। জীব কৃষ্ণের প্রিয় হইলেও তাঁহার গঠনে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বিভিন্নাংশ সংশ্লিষ্ট ॥ ৮ ॥

শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোকেই অভিধেয়মুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন রূপ সাধন; দ্বিতীয়ে তাদৃশ শ্রেষ্ঠসাধনে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি, তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনামগ্রহণপ্রণালী; চতুর্থে প্রতিকূল বাঞ্ছা বা কৈতব বর্জ্জন; পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপ-জ্ঞান; ষষ্ঠে কৃষ্ণসান্নিধ্যে স্বসৌভাগ্যবর্ণন; সপ্তমে উন্নতাধিকারে বিপ্রলম্ভ রসবর্ণন এবং অষ্টম শ্লোকে স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয় মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা। আটটী শ্লোকেই অভিধেয় এবং শেষ তিনটী শ্লোকে প্রয়োজন বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয় বিচারে "সাধন-ভক্তি", পরের দুইটী শ্লোকে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্লোকে বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখানে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রীচরণে প্রণত হইলাম।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত

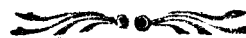

ভক্তির প্রতিকূল কি ?

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥১॥

অন্বয়। যঃ (যেই) ধীরঃ (ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছারহিত পণ্ডিত ব্যক্তি) বাচোবেগং (বাক্যের বেগ) মনসঃ বেগং (মনের বেগ) ক্রোধবেগং (ক্রোধের বেগ) জিহ্বাবেগং (জিহ্বার বেগ) উদর বেগং (উদরের বেগ) উপস্থবেগং (উপস্থের বেগ) এতান্ বেগান্ (এই ষড়্বেগ) বিষহেত (ধারণ করিতে সমর্থ) সঃ (তিনি) ইমাং (এই) সর্ব্বাং (সমস্ত) পৃথিবীং (পৃথিবীকে) শিষ্যাৎ (শাসন করিতে পারেন) । ১ ।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীরাধারমণো জয়তি ॥ শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যেহং সাবধূতং সভক্তকং। সাদ্বৈতং বিশ্বশক্তীনাং নিধানীকৃতরূপকং ॥ শ্রীকৃষ্ণরাধাচরণাব্জসেবনে সদোদ্যতং তদ্বিধিপাবিতাখিলং। শ্রীরূপগোস্বামিনমাদরেণ তং শৃঙ্গার-সর্ব্বস্বমথোঽহমাশ্রয়ে ॥ শ্রীমদ্গোপালভট্টকং তং দীনানুগ্রহকাতরং। নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্ত্যা তাড়িতভূতলং ॥ গোপীনাথঞ্চ তচ্ছিষ্যং রাধারমণ-সেবকং। প্রপদ্যেহং মুদা গৌরভক্ত্যানেকস্য পালকং ॥ যো হি জীবোপদেশস্তু শ্রীমদ্রূপপ্রকাশিতঃ। সাধকানামুপকৃতৌ তদ্ব্যাখ্যারভ্যতে ময়া ॥ শ্রীমজ্জীবনলালস্য পৌত্রো ভৃত্যোপি কশ্চন ॥ তমেব স্বগুরুং নত্বা ব্যাখ্যামারভ্যতে মিতাং ॥ তত্র প্রথমতঃ। "ক্রোধামর্ষাদিভি-ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবে-দিতি"—ভাগবতে। কারিকাপ্রতিপন্নকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিপ্রতিবন্ধকবাগ্বেগাদিনিয়মান্ শিক্ষয়তি বাচ ইতি। সর্ব্বাং পৃথ্বীং শিষ্যাদিতি বাগাদিবেগসহনোপযোগেন সংবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা সর্ব্বপাবনত্বাৎ। তদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতিবৎ সর্ব্বোঽপি জনস্তৎ শিষ্য এবেত্যর্থঃ। তেন চ তত্তদ্বেগসহনস্য ভক্তি-প্রবেশোপযোগিত্বমেব ন তু সাধনত্বং। তস্যা স্বপ্রকাশত্বাভ্যুপগমাদেবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

গুরুকৃপা-বলে লভি সম্বন্ধ বিজ্ঞান। কৃতিজীব হয়েন ভজনে যত্নবান্ ॥
সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামীমহোদয়। উপদেশামৃতে ধন্য করেন নিশ্চয় ॥
গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে। উপদেশ ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞগণে ॥
গৃহী প্রতি এই সব উপদেশ হয়। গৃহত্যাগী প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময় ॥

বাক্যবেগ মনোবেগ ক্রোধবেগ আর। জিহ্বাবেগ উদর-উপস্থবেগ ছার॥
এই ছয় বেগ সহি কৃষ্ণনামাশ্রয়ে। জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে॥
কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়। ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগ তার অঙ্গ হয়॥
ছয় বেগ সহি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়ে। নামে অপরাধশূন্য হইবে নির্ভয়ে॥১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ॥ যৎকৃপাসাগরোদ্ভূতমুপদেশামৃতং ভুবি। শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তং॥ নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকাকারং প্রণম্য চ। ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ পীযূষ-পরিবেশনী॥ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলং ভক্তিরুত্তমা"—শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধু। এই কারিকাসম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন সহকারে ভক্তির অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত-প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধাভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তিলক্ষণ-শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ" ॥—শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু। এই শ্লোকে প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ, এই ছয়টী যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। "ক্রোধামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ"।—শ্রীভাগবত। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচনপ্রয়োগ দ্বারা; মানস বেগ, অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথ দ্বারা;

ক্রোধের বেগ, অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি প্রয়োগ দ্বারা ; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর অম্ল কটু লবণ কষায় তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ রস লালসাদ্বারা ; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজনপ্রয়াসদ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগলালসা দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিবার জন্য অস্মত্তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটির সর্ব্বাগ্রে অবতরণ করিয়াছেন। উক্ত ষড়্‌বর্গনিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তি-সাধন তাহা নহে, কিন্তু ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন মাত্র। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্‌বর্গ নিবৃত্তির উপদেশ আছে, তত্তৎ সাধন-প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণনামরূপচরিতাদি শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি।

ভক্তি অনুশীলনসময়ে উক্ত ষড়্‌বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ নামাপরাধ দমন চেষ্টার মধ্যে নামবল কৃপায় এই প্রতিবন্ধক ও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হন। তদাশ্রয় অপরাধ যথা—"শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোধমঃ। অহং মমাতিপরমো নাম্নি সোপ্যপরাধ কৃৎ।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। ভক্তগণ যুক্ত-বৈরাগ্যপরায়ণ অর্থাৎ শুষ্ক বৈরাগ্যের অধিকারী নন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসত্তৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্র বেগ, ঘ্রাণ বেগ ও শ্রবণ বেগ নিয়মিত হয়, অতএব ষড়্‌বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বী জয়ী হন। এই বেগসহনোপদেশ কেবল গৃহীভক্তের পক্ষে, কেন না গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥ সুস্বাদু ভোজনশীল, জিহ্বাবেগদাস। অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥ যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥ এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥১॥

অনুবৃত্তি

দয়ানিধি গৌরহরি, কলিজীবে দয়া করি, শিক্ষাষ্টকে শিখাইল ধর্ম্ম। তাঁহার শ্রীমুখ হতে, যা শিখিল ভালমতে, প্রভু রূপ জানি সেই মর্ম্ম॥ জীবের কল্যাণ খনি, প্রেমরত্ন মহামণি, গ্রন্থরত্ন সরলে লিখিল। গৌরভক্তকণ্ঠহার, উপদেশামৃত সার, রূপানুগে রূপ নিজে দিল॥ কাল্পনিক নব্যমত, নাম বা করিব কত, ভক্তিপথে যারে বলে ভেল। মায়াবাদী কৃষ্ণ ত্যজি মুখে শুধু গোরা ভজি, ভোগের বিলাসে বিন্ধি শেল॥ ক্লেশ পায় অবিরত, জড়কামে হয়ে হত, উপদেশামৃতে মানে যম। শ্রদ্ধা করি পাঠ করি, লাভ করে গৌরহরি, জানে রূপপদ বিনা ভ্রম॥ রূপানুগ-জন পদ, লভিবারে সুসম্পদ, রূপানুগজনপ্রীতি তরে। রূপ উপদেশামৃত, শুদ্ধ হরিজনাদৃত, অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে॥ গৌর-কিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু, শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল। সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি, পাইবার তরে এক তিল॥

রূপানুগপূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবী হরা, তাঁহার দয়িতদাসদাস। রূপানুগ সেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস, অনুবৃত্তি করিল প্রকাশ ॥

পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ, মানসবেগ ও শারীরবেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য বেগসহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন। বাক্যের বেগ বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভবজন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসহনের ফল, উহাই বাগ্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়ক অনুভব জন্য বাক্‌চেষ্টা বিশেষ। মনের বেগ দ্বিবিধ; অবিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস এই তিন প্রকার অবিরোধ প্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি জন্য, কর্ম্মফললাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি হেতু ক্রোধ। কৃষ্ণলীলা চিন্তাই মানসবেগ-সহনের ফল, উহাই মানসবেগ নহে। শারীরবেগ ত্রিবিধ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। ষড় রসের কোন রস লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকলপ্রকার পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ্ লতা

ও শাক, গব্যপ্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি তাম্বূলোপকরণ, তাম্বূল, ধূম্রপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন জিহ্বাবেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধজীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজ জড়ভোগ বাসনার উদ্দেশে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানা-প্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" 'ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে'॥—চরিতামৃতে। উদরবেগ অনেক সময় জিহ্বাবেগেরই সহচর। উদরবেগগ্রস্থ ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিক ভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি পালনে ও কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। উপস্থবেগ দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি

শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশ্চির্য্যাপালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীগ্রহণ, অষ্ট প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বৈরাগিভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥ স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী দরশন। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥ ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।" বাক্য মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড়বিধ চেষ্টা যিনি সম্যক্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ তিনিই গোস্বামী। বেগষট্‌কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব গোদাস শব্দবাচ্য হন। গোস্বামিগণই কৃষ্ণসেবক। গোদাসগণ মায়ার দাস সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্তগো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাং। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ" শ্রীভাগবত ॥১॥

ভক্তির কণ্টক কি ?

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥২॥

অন্বয়। অত্যাহারঃ (অধিক সঞ্চয় বা আহরণ) প্রয়াসঃ (ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা) প্রজল্পঃ (অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা) নিয়মাগ্রহঃ (স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন এবং অন্য অধিকারগত নিয়ম গ্রহণ) জনসঙ্গঃ (বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, তত্তৎসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ) লৌল্যঞ্চ (অসৎ তৃষ্ণাময় মত গ্রহণ চাঞ্চল্য) ষড়্ভিঃ (এই ছয়টী দোষদ্বারা) ভক্তি বিনশ্যতি (ভক্তি বিনাশ লাভ করে) ॥ ২ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং সাধকচিত্তস্য তাদৃশাভ্যাসাভাবাৎ প্রাকৃতত্বেন তদবস্থায়ামেব ভক্তিবিনাশকপ্রসাধকান্যাহ অত্যাহার ইতি দ্বয়েন। প্রয়াসঃ বিষয়োদ্যমক্লেশঃ। প্রজল্পো বৃথৈব তত্তন্নিন্দাদিবাগাড়ম্বরঃ। নিয়মাগ্রহঃ প্রাকৃতে বৈষয়িকনিয়মে আগ্রহঃ। যদ্বা যস্য কস্যাপি ভক্ত্যঙ্গনিয়মস্যাগ্রহণং সাধকস্য রাগাভাবাৎ। বিধিনাপি তদগ্রহে তল্লোভাদিত্যর্থঃ। জনসঙ্গশ্চ। সঙ্গোশ্চ যঃ সংসৃতের্হেতুঃ, সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমোদাস্থিতি, সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বত্রৈব নিষিদ্ধঃ। লৌল্যং চাঞ্চল্যং তেন ব্যভিচারো লক্ষ্যতে॥ তস্যাপি পুংশ্চলী চঞ্চলত্ববৎ কদাপি জ্ঞানে কদাপি যোগে কদাপি ভক্তৌ প্রবৃত্তত্বাদ্বিনাশহেতুত্বমিতি ॥ ২ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জনসঙ্গ। লৌল্যাদি নিয়মাগ্রহ হ'লে ভক্তিভঙ্গ ॥ গৃহত্যাগী জনের সঞ্চয় অত্যাহার। অধিক সঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার ॥ ভক্তি-অনুকূল নয় সে সব উদ্যম। প্রয়াস নামেতে তার প্রকাশ বিষম ॥ গ্রাম্যকথা প্রজল্প নামেতে পরিচয়। মতের চাঞ্চল্য লৌল্য অসত্তৃষ্ণাময় ॥ বিষয়ী যোষিৎসঙ্গী তত্তৎসঙ্গী আর। মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী নাস্তিক প্রকার ॥ সে সব অসৎসঙ্গ ভক্তিহানিকর। বিশেষ যতনে সেই সঙ্গ পরিহর ॥ নিয়ম অগ্রহ আর নিয়ম আগ্রহ। দ্বিপ্রকার দোষ এই ভক্ত গলগ্রহ ॥ একে স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন। আরে অন্য অধিকার নিয়ম গ্রহণ ॥২॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের কথা। অত্যাহার প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী দোষ ভক্তিবিরোধী। অত্যাহার অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ ; গৃহিবৈষ্ণবের যাবৎ নির্ব্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা ; ততোধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার ; ভজনপ্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না, ভক্তি বিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম। প্রজল্প, কালহরণকারী, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা। নিয়মাগ্রহ উচ্চাধিকার প্রাপ্তিসময়ে নিম্নাধিকার-গত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ এই দুই প্রকার। জনসঙ্গ, শুদ্ধভক্ত জনসঙ্গ ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ। লৌল্য, নানা মতবাদী সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্যাদি বুদ্ধি জনিত নামাপরাধ হয় ॥ ২ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য।

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়। অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥ প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন। প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥ কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে। প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥ ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ। বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন॥ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গবিনা অন্য সঙ্গে রত। জনসঙ্গী কুবিষয়বিলাসে বিব্রত॥ নানা স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥ এই ছয় নহে কভু ভক্তি অধিকারী। ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥২॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞানসংগ্রহ, কর্ম্মফলবাদিগণের ফল-সঞ্চয়, অন্যাভিলাষিদিগের অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। জ্ঞানি-গণের জ্ঞানাভ্যাস বিধি, কর্ম্মির তপস্যা ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রীপুত্রদ্রবিণাদিবিষয়েই প্রয়াস। জ্ঞানিগণের শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মিগণের অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বাক্যাবলিই প্রজল্প। মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র সুখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশে প্রয়োগ শাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশে ইউটিলিটেরিয়ানদিগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত

বিধির প্রতি মর্য্যাদা স্থাপনই নিয়মাগ্রহ। ভক্তিলাভের নিয়মাদিতে উদাসীন। যথেচ্ছাচারকে অনুরাগমার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করেন। "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং।" শ্রীহরিভক্তি-বিলাস। কল্যাণকল্পতরু ঃ—"মন তোরে বলি এ বারতা। অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়, বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥ সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি, করিবারে হইলে সাবধান। না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা, নিজে কৈলে নবীন বিধান॥ পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি। ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে, মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥ ফোঁটা দীক্ষামালা ধরি, ধুর্ত্ত করে সুচাতুরি, তাই তাহে তোমার বিরাগ। মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥ এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই, ইহকাল পরকাল যায়। কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥" "কি আর বলিব তোরে মন। মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥ অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥ প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল আনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে। দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে॥ না মানিলে সুভজন, সাধু

সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ। না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফলধরি, দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন সুবিমল হেম, এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ। কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র, তবে প্রেম হইবে সুলভ॥ কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম নাহি হয়। তুমি ত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥" কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়। চর্ম্মমাংসময় কাম, জড় সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম মর্ম্ম, তাহার বিষয় মাত্র হরি। কাম আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত প্রায় প্রেমে জাগাও কাম দূর করি॥ শ্রদ্ধা হইতে সাধু সঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা-রুচি আসক্তি উদয়। আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥ ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার, ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে। এ ক্রম সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়, কামে প্রেম কভু নাহি লাগে। নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ। ইন্দ্রিয় তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ, এবং আশু ইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জনসঙ্গ। হরিজন-সঙ্গ লাভ ঘটিলে বিষয়ীজনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয় সুখ চেষ্টার

বৃত্তিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার প্রয়াস, প্রজল্প নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য এই ছয় প্রকার সাধন দ্বারা কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্তি থাকে না। মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের জন্য এই গুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি বৃদ্ধি হয় নতুবা কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ২ ॥

ভক্তির অনুকূল কি ?

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ
তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥৩॥

অন্বয়। উৎসাহাৎ (ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ) নিশ্চয়াৎ (দৃঢ়বিশ্বাস) ধৈর্য্যাৎ (অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন) তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জ্জন) সঙ্গত্যাগাৎ (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীসঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্তরূপ দুঃসঙ্গত্যাগ) সতোবৃত্তেঃ (সাধু মহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা হইতে) ষড়ভিঃ (অর্থাৎ এই ছয়টী দ্বারা) ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি (ভক্তি সিদ্ধ হন)। ৩।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্তদঙ্গানুষ্ঠানে উৎসুকাৎ। নিশ্চয়াৎ বিশ্বাসাৎ। ধৈর্য্যাৎ স্বাভীষ্ট-বিলম্বেঽপি তত্তদঙ্গাশৈথিল্যাৎ। তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ তস্য ভগবদর্থভোগসুখ-পরিত্যাগাদিধর্ম্মস্য করণাদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং—ভাগবতে। এবং ধর্ম্মৈ মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাং। ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোন্যার্থোঽস্যবিশিষ্যতে ইতি। সতো বৃত্তেঃ সদাচারাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

আনুকূল্য সঙ্কল্পের ছয় অঙ্গ সার। উৎসাহ বিশ্বাস ধৈর্য্য তত্তৎকর্ম্ম আর॥ সঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়। ভক্তিযোগ সিদ্ধি লভে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ভক্তি অনুষ্ঠানে উৎসাহের প্রয়োজন। ভক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় ধৈর্য্যাবলম্বন॥ যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস। যে কর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রয়াস॥ অসৎসঙ্গ ত্যাগে হয় সঙ্গবিবর্জ্জন। সদাচার সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন॥ ত্যাগী ভিক্ষাযোগে আর গৃহী ধর্ম্মাশ্রয়ে॥ করিবে জীবন যাত্রা সাবধান হয়ে ॥৩॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন এই দুইটীই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল ক্রিয়া ব্যবস্থা। শেষার্দ্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন। উৎসাহ, ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য্য, অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম্ম বিধি ও নিষেধ

ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিধি। কৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ সুখ পরিত্যাগাদি নিষেধ। সঙ্গত্যাগ, অধর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ। সদ্বৃত্তি, সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম বিধিসম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্বৃত্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে। সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥ কৃষ্ণভক্তি প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয় ॥ কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই ॥ যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ॥ কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি। ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥ কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে। ভক্তিমান্, আচরয় জীবনে মরণে ॥ এই ছয় জন হয় ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি ॥৩॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞান কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ তাৎপর্য্যে যে সকল সাধন বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয় কথা আছে তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধনভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি

সংযমী।"—শ্রীগীতা। ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তিমার্গই জীবমাত্রেরই অনুসরণীয় এরূপ স্থিরধারণাই নিশ্চয়। জ্ঞানাদি মার্গত্রয় জীবকে চঞ্চল করায়। একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ এরূপ স্থিরবিশ্বাসই ধৈর্য্য। ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না এরূপ ধারণা। "যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদঃ।"—শ্রীভাগবত। "খণ্ড খণ্ড হয় যদি ছাড়ে দেহে প্রাণ। তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণের আদিষ্ট কর্ত্তব্যানুষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণেতর সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধনকে তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন বলে। ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্ব স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা। জ্ঞানী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়মূঢ় জানিয়া সঙ্গ পরিবর্জ্জন। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্তসঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যাক্ তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। বদ্ধনিরসন চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল,

বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর তো কথাই নাই, এই ত্রিবিধ অনিত্য অভিমানিগণকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনামাশ্রিত ভক্ত সাধুর বৃত্তি গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। 'জ্ঞান বৈরাগ্য, ভক্তির কভু নহে অঙ্গ'। ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় অসৎ অর্থাৎ নিত্য নহে। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"—শ্রীভাগবত। সুতরাং ভক্তিমার্গই সাধুর বৃত্তি। তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩ ॥

ভক্তিপোষক সঙ্গ কি?

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥৪॥

অন্বয়। দদাতি (ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক দান) প্রতিগৃহ্লাতি (ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ) গুহ্যমাখ্যাতি (স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা) পৃচ্ছতি (ভক্তের গুপ্তবিষয় জিজ্ঞাসা করা ভুঙ্‌ক্তে (ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা) ভোজয়তে (ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান) চৈব ষড়্‌বিধং (এই ছয়প্রকার) প্রীতিলক্ষণম্ (সৎসঙ্গরূপ প্রীতির লক্ষণ) ॥ ৪ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং ভক্তিপোষকসৎপ্রীতেঃ কার্য্যতটস্থলক্ষণমাহ দদাতীতি স্ফুট-মিদম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎসঙ্গ ত্যাজি সাধুসঙ্গ কর ভাই। প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি সদাই॥ দানগ্রহ স্ব স্ব গুহ্য জিজ্ঞাসা বর্ণন। ভুঞ্জন ভোজন দান সঙ্গের লক্ষণ ॥৪॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং ত্যাজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গশোধক শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা, এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান, এই ছয়টী সৎপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে ॥ ৪ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে। গোপনীয় বাক্যব্যয় আর জিজ্ঞাসিলে ॥ ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে ॥ ভক্ত জন সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই। অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই ॥৪॥

অনুবৃত্তি

সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মায়াবাদী এবং মুমুক্ষু ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই—অশ্রদ্দানে হরিনামদান অপরাধের অন্যতম। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিনটী দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই। ঠাকুর নরোত্তম বলেন, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।" তাঁহাদের গোপনীয় রহস্য শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু হরিবিরোধিজন আত্মঘাতী। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। 'বিষয়ীর অন্ন

খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে কভু না হয় কৃষ্ণের ভজন"—শ্রীচরিতামৃত। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়। স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্যনিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য প্রদান রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য ॥ ৪ ॥

মধ্যম ভক্তের ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবন কি ?

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥

অন্বয়। যস্য (যাহার) গিরি (মুখে) কৃষ্ণইতি (এক কৃষ্ণনাম) তং (এইরূপ কনিষ্ঠ অধিকারীকে) মনসা (স্ব সম্পর্কবোধে মনে মনে) (মধ্যম অধিকারী) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন)। চেৎ (যদি) দীক্ষাস্তি (কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হন) ভজতং ঈশম্ (এবং হরি ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন অর্থাৎ সদসদ্‌বিচারজ্ঞ মধ্যম অধিকারীকে) তদা প্রণতিভিশ্চ (প্রণামাদি দ্বারা) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন) অনন্যং (একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত) অন্যনিন্দাদি শূন্যহৃদং (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতি রহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দাভেদভাবশূন্য হৃদয়) ভজনবিজ্ঞং (মানস সেবাদ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন পারিপাট্যে কুশল এইরূপ মহাভাগবতকে) ঈপ্সিত সঙ্গলব্ধ্যা

(স্বজাতীয় আশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া) শুশ্রূষয়া (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা) আদ্রিয়েত (মধ্যম অধিকারী আদর করিবেন) ॥ ৫ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা।

ইদানীং স্বরূপসিদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি কৃষ্ণেতি যস্য গিরাতি। গিরি বাচি শ্রীকৃষ্ণেতি নাম কিন্তু গুরোঃ সকাশাৎ দীক্ষা চেৎ অস্তি। তদা প্রণতিভিরীশং ভজন্তং যতো মানসসেবয়া অষ্টকালীয়ভজনপরিপাটীজ্ঞাতারং অতএব অনন্যং তাদৃশসেবাং বিহায় শ্রীশাদিষ্বপ্যননুগতমিত্যর্থঃ। তদুক্তং। তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিতি। অতএব ঈপ্সিতানাং স্বজাতীয়ানাং সঙ্গলাভেন সদৈবান্যাবসরাভাবান্নিন্দাদিশূন্যহৃদয়মিত্যর্থঃ। এতাদৃশং ভক্তিরসিকং মনসা আদ্রিয়েত ইতি। অথবৈবং সম্বন্ধঃ। যস্য গিরি কৃষ্ণেতি তং মনসৈবা-দ্রিয়েত চেদ্ যদি দীক্ষাস্তি। তদা ঈশং ভজন্তং তং প্রণতিভিরাদ্রিয়েত। অনন্যং ভজনবিজ্ঞং তু শুশ্রূষয়া আদ্রিয়েত। অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদং তন্তু ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা আদ্রিয়েত ইতি। অত্র চ উত্তরোত্তরং উৎকর্ষো জ্ঞাতব্যঃ। আদিনাদ্বেষাদিপরিগ্রহঃ। তদুক্তং। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যং সঙ্গদোষহরা হি তে ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎ লক্ষণ হীন গায় কৃষ্ণনাম। মনেতে আদর তাতে কর অবিশ্রাম ॥
লব্ধদীক্ষ কৃষ্ণ ভজে যেই মহাজন। প্রণমি আদর তারে কর সর্ব্বক্ষণ ॥
ভজনচতুর যেই তাঁর কর সেবা। কৃষ্ণময় সবে দেখে সুবৈষ্ণব যেবা ॥
শত্রু মিত্র সদসৎ কিছু না বিচারে। সর্ব্বোত্তম সঙ্গ বলি সেবহ তাঁহারে ॥৫॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।"—শ্রীভাগবত। এই শিক্ষানুসারে সাধক যতদিন মধ্যম ভক্তপদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-দৃষ্টিবশতঃ শত্রুমিত্র ভক্তাভক্তাদিভেদ উত্তম ভক্তের নাই। মধ্যম ভক্ত ভজনপ্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদ্দোষশূন্য কিন্তু সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল বালিশ জানিয়া মধ্যম ভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া স্ব সম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর করিবেন। দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবেন। অন্যনিন্দাশূন্য মহাভাগবতকে ঈপ্সিতসঙ্গ জানিয়া কৃতার্থবোধে আদর করিবেন। এই প্রকার বৈষ্ণবসেবাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল ॥৫॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া। অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া ॥ যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া ॥ নামের ভজনে যেই কৃষ্ণসেবা করে। অপ্রাকৃত ব্রজে বসি সর্ব্বদা অন্তরে ॥ মধ্যম বৈষ্ণব জানি ধর তার পায়। আনুগত্য কর তার মনে আর কায় ॥ নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া। অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া ॥ কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে। সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি করে

কৃষ্ণব্রতে ॥ তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট। কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট ॥ শুশ্রূষা করিবে তাঁরে সর্ব্বতোভাবেতে। কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাহা হ'তে ॥৫॥

অনুবৃত্তি

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ"—শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দীক্ষা বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ নাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত আছেন, তাহাতে সম্বন্ধবিবেকের সহিত নামাশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা। কৃষ্ণনামাশ্রিতজন ব্যতীত হরিজন হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীচরিতামৃত ২২ পরিচ্ছেদ—"যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম ॥ রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তর তম ॥" শ্রীচরিতামৃত ১৫ পরিচ্ছেদ—"সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে। কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য রক্ষণে। প্রভু কহে যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম। সেইত

বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" শ্রীভাগবত একাদশ স্কন্ধ—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" যে ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬ পরিচ্ছেদ—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥" শ্রীসনাতন শিক্ষায়—'শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি ॥" শ্রীভাগবতে একাদশে—'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥' মধ্যম ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতিরহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মানস সেবা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন-পারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্যবস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি ভেদভাবরহিত, এরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়-আশয় স্নিগ্ধগণের

মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তমসঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬ পরিচ্ছেদ ঃ—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান। ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥" ঐ ২২ পরিচ্ছেদ ঃ—"শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" শ্রীভাগবতে—সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।" (১) মহাভাগবত কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজনপরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদর-বিশিষ্ট, বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর উপেক্ষা-পরায়ণ, সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রেরই বাহ্যাভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপটতা বৃদ্ধি হইয়া অধশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণনামে অখিল মঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। মধ্যম ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্ত্তে একমাত্র

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন ॥ ৫ ॥

প্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবদর্শন হয় কি ?

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। ইহ (এই প্রপঞ্চে অবস্থিত) ভক্তজনস্য (ভগবদ্ভক্তের) স্বভাবজনিতৈঃ (নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ) বপুষশ্চ দোষৈঃ (কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুদোষ) দৃষ্টৈঃ প্রাকৃতত্বং (প্রাকৃত দৃষ্টিতে) ন পশ্যেৎ (দেখিতে নাই অর্থাৎ প্রাকৃত জীব জ্ঞান করিতে নাই)। যথা বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈঃ (বুদ্‌বুদফেনপঙ্কদ্বারা) গঙ্গাম্ভসাং (গঙ্গাজলের) নীরধর্ম্মৈঃ (নীরধর্ম্মপ্রভাবে) ব্রহ্মদ্রবত্বং (ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম) অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব ন খলু অপগচ্ছতি (কদাপি পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবের প্রাকৃতদোষ দেখিতে নাই) ॥ ৬ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

প্রাকৃতিকে লোকে তদ্বদাচারেণ ভক্তস্য প্রাকৃতত্বজ্ঞানেপি ন তদ্দৃষ্টিঃ বিধেয়েত্যাহ দৃষ্টৈরিতি। স্বভাবজনিতৈর্ম্মানসৈর্লোভাদিদোষৈঃ কায়িকৈশ্চ মালিন্যজরাদিভির্ভক্তজনস্য প্রাকৃতত্বং ন পশ্যেৎ। লোভাদের্ব্যপদেশত্বেন মালিন্যজরাদেশ্চ সিদ্ধস্তচ্ছরীরাসম্ভবত্বেন তথা দৃষ্টৌ অপরাধাপাতাৎ। তদেবাস্যার্থদর্শনেনাহ গঙ্গাম্ভসামিতি। ব্যক্তমিদম্॥ ৬॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

নীরধর্ম্মগত ফেনপঙ্কাদিসংযুক্ত। গঙ্গাজল ব্রহ্মতা হইতে নহে চ্যুত॥
সেইরূপ শুদ্ধ ভক্ত জড়দেহ গত। স্বভাব বপুর দোষে না হয় প্রাকৃত॥
অতএব দেখিয়া ভক্তের কদাকার। স্বভাবজ বর্ণ কার্কশ্যাদি দোষ আর॥
প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে কভু না নিন্দিবে। শুদ্ধভক্তি দেখি তাঁরে সর্ব্বদা বন্দিবে॥৬॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়, ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে যথা কদর্য্য লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদিজনিত কুদর্শন এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্বুদ্‌ফেনপঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপগত বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবের তত্তদ্দোষদৃষ্টিক্রমে হেয়জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন॥ ৬॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ। আর তাঁর দেহ-দোষে মা করিহ রোষ॥ প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥ হীন-অধিকারী হয়ে, মহতের দোষ। সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ॥ ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক প্রবাহে যখন। বুদ্‌বুদফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥ অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়। তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥ সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ আজ্ঞা ত্যজি। গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্টা হৈয়া মরে অধো মজি ॥৬॥

অনুবৃত্তি

ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষ সমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদ্‌ফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"—শ্রীগীতা। কৃষ্ণভক্ত, প্রভুবংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে "গোস্বামী" "প্রভু" না জানিলে প্রাকৃতদর্শন হয়

মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্য্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকুল-প্রসূত হরিজন উভয়েই হরিজন; তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত বপুদোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়। আবার ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। যিনি অনন্যশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হন। ॥আবার অনন্যভক্তি-লাভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহা-ভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্য্যবংশ্য ও বৈষ্ণব বংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃত দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের

ভক্তিহইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি মদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধ-ভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতিসাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী কি ?

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

অন্বয়। নু (অহো) অবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য (যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত তাহার নিকট) কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতা অপি (শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-

চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও) রোচিকা ন স্যাৎ (রুচিপ্রদ হয় না)। কিন্তু (যদি) আদরাৎ (আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অনুদিনং (নিরন্তর) খলু সৈব (সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি) জুষ্টা সতি (সেবন করা যায় তবে) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদ্বী ভবতি (সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদি মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়) তদ্‌গদমূলহন্ত্রী চ ভবতি (এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়)॥ ৭ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানিং সাধকচিত্তস্যাস্থিরত্বেন নামগ্রহণাদ্যরুচাবপি তদভ্যাসশৈথিল্যং ন বিধেয়মিত্যুপদিশতি স্যাদিতি। অবিদ্যা অনাদিবৈমুখ্যং সৈব পিত্তং তেনোপতপ্তা কষায়িতা রসনা জিহ্বা যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপি নু অহো রোচিকা ন ভবতোব কিন্ত্বাদরাৎ সৈব সিতা অনুদিনং জুষ্টা সতী ক্রমাৎ স্বাদ্বী তদ্গদমূলাপরাধহন্ত্রী চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অবিদ্যা পিত্তের দোষে দুষ্ট রসনায়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রুচি নাহি হয় হায়॥ সিতপল প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন। আদরে সেবিতে রুচি দেন সমীচীন॥ কৃষ্ণ কাম্য বিস্মৃতি অবিদ্যা গদমূল। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ক্রমে হয়ত নির্ম্মূল॥ সেই ক্রমে কৃষ্ণনামাদিতে আস্বাদন। অনুদিন বাড়ে রুচি হয় অনুক্ষণ ॥৭॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

তৃতীয় শ্লোকে যে সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে তৎসহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনামচরিতাদি-

কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু আদরের সহিত অনুদিন সেবিত লইলে নামচরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা-রোগকে নাশ করতঃ পরম স্বাদী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপবিভুচৈতন্য সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীবনিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যবিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করতঃ স্ব-স্বভাব ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার সাধুগুরুপ্রসাদে অনুদিন সেই নামচরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যানাশ হয়। সিতপলই তুলনাস্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না, ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্ত যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণানামোদিত রূপলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করিবে॥ ৭॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুলা হয়॥ অবিদ্যা পিত্তের তুলা, তাতে জিহ্বা তপ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্তহেতু সুপ্ত॥ অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম। নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম॥ নামমিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া। নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া॥৭॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণনাম চরিতাদি, মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা, পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও

রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদি রূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াকে (অভিন্ন বস্তু জ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া, নিজ স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনামবলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে ॥ ৭ ॥

ভজন-প্রণালী কি? ভক্তের বাস কোথায়?

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥৮॥

অন্বয়। ক্রমেণ (ক্রমপন্থানুসারে) রসনামনসী (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য রুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে) তন্নামরূপচরিতাদি

(সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলার) সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ (সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) তিষ্ঠন্ ব্রজে (জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক) তদনুরাগিজনানুগামী (ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া) কালং নয়েৎ (নিখিল কাল যাপন করিবে) ইতি (ইহাই) অখিলং (সমস্ত) উপদেশসারম্ (উপদেশের সার) ॥ ৮ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

নন্থ তাদৃশাভ্যাসো কুত্র স্থিত্বা বিধেয়ঃ মনশ্চ কুত্র নিযোজ্যমিত্যা-কাঙ্ক্ষায়ামুপদেশসারমাহ তদিতি। তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বেন তাদৃশরূঢ়্যা যশোদানন্দনত্বেন চ ব্রজে খ্যাতস্য নামরূপচরিতাদিবিষয়িকে যে কীর্ত্তনানুস্মৃতী তয়োঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ব্রজ এব তিষ্ঠন্ সন্ অখিলং কালং নয়েৎ। নন্থ ভক্তেশ্চ ভক্তানুগত্যানুরূপত্বাদ্ভক্তানাং চ দ্বৈবিধ্যাৎ কেনুগম্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ তদনুরাগিজনানুগামীতি। তং ব্রজং ব্রজস্থলীলা-ন্তঃপাতিনং নরলীলং ভক্তমনুগন্তুং শীলং যেষাং তেষাং গুর্ব্বাদিজনানামিত্যর্থঃ। ব্রজানুরাগিজনানুগামী সন্ ন তু পুরাদ্যনুরাগিজনানুগামী সন্ ইতি বা। ভক্তানাঞ্চ তটস্থলীলান্তঃপাতিত্বাদয়ো ভেদা ন প্রীতয়ে অনুরাগায় ইত্যস্য শ্লোকস্য বৈষ্ণব-তোষিণ্যাং দৃশ্যা ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে। নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে ॥ ব্রজে বসি অনুরাগীর সেবা অনুসার। সর্ব্বকাল ভজ এই উপদেশ সার ॥৮॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

এই অষ্টম শ্লোকে ভজনপ্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য সাধনাভিপ্রায়ে নামরূপচরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণবিধি যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাস পূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায় মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ লীলা চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয় ॥ কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রম পথে ধায় ॥ জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া। কৃষ্ণ-অনুরাগি ব্রজজনানুস্মরিয়া ॥ নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন। এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ ॥৮॥

অনুবৃত্তি

অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশ-সার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ দশা, তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বরণ দশায় উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের

সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধিভেদে স্মরণ পাঁচপ্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধানরহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণদশার পরেই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধি। বৈধ ভক্তগণ "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।" —শ্রীচরিতামৃত। তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে "বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।" "রাগানুগা ভক্তিমুখ্যা-ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে।" "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥"—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 'রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রবৃত্তি॥ বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্য সাধক দেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সু না কার্য্যা, ব্রজলোকানুসারতঃ।" "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা। "দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।"—চরিতামৃত।

শান্তরসে গো বেত্র বেণু কদম্বাদি, দাসরসে চিত্রক পত্রক রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব শ্রীদাম সুদামাদি, বাৎসল্যরসে নন্দ যশোদাদি, মধুর রসে রাধিকা ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই উপদেশসার ॥৮॥

ভজনস্থানমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি ?

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

অন্বয়। জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন) বৈকুণ্ঠাৎ (ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে) মধুপুরী (মাথুর মণ্ডল অর্থাৎ মথুরা) বরা (শ্রেষ্ঠা) তত্রাপি (মথুরামণ্ডলের মধ্যে) রাসোৎসবাৎ (রাসোৎসবনিবন্ধন) বৃন্দারণ্যং বরং (বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ)। তত্রাপি (সেই বৃন্দাবনমধ্যে) উদার-পাণি-(শ্রীকৃষ্ণের) রমণাৎ (নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া) গোবর্দ্ধনঃ বরঃ (শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ)। ইহাপি (এই গোবর্দ্ধনের সন্নিকট)

গোকুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ (প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া) রাধাকুণ্ডং বরং (শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ)। গিরিতটে (শ্রীগোবর্দ্ধন প্রান্তে) বিরাজতঃ (বিরাজমান) অস্য (এই শ্রীরাধাকুণ্ডের) কঃ বিবেকী (কোন্ ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত) সেবাং ন কুর্য্যাৎ (সেবা না করিবেন ?) ॥ ৯ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্র পূর্ব্বং যদ্ ব্রজ এব তিষ্ঠন্ ইত্যুক্ত্বা তত্রাপি কুত্রেত্যত আহ বৈকুণ্ঠাদিতি। জনিতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারণাদ্ধেতোঃ বৈকুণ্ঠাৎ সকাশাৎ মধুপুরী বরা মাথুরং মণ্ডলমুৎকৃষ্টম্। তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যং। তত্রাপি উদারপাণেঃ শ্রীব্রজরাজকুমারস্য রমণাৎ ক্রীড়নপ্রাচুর্য্যতঃ যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য উদারপাণৌ রমণাৎ ক্রীড়য়া ধৃতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ। ইহাপি শ্রীরাধাকুণ্ডং তত্র হেতুঃ গোকুলেত্যাদি। গোকুলপতেঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রস্য যৎ শ্রীরাধাবিষয়কং প্রেমামৃতং তৎ কর্ত্তৃকং যদা প্লাবনং সংব্যাপনং তস্মাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। তদুক্তং। যদা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়মিতি। অথবা গোকুলপতিসম্বন্ধি যৎ প্রেমামৃতং তেনৈব ভক্তস্যাপ্লাবনং ভবতি যস্মিন্ ততো এব হেতোরিতি যস্মাদ্ গিরিতটে বিরাজতঃ প্রকাশমানত্বেন স্থিতস্যাস্য শ্রীকুণ্ডস্য সেবাং কো বা বিবেকী ন কুর্য্যাৎ অপি তু সর্ব্ব এবেতি যথোত্তরং হেতুপ্রকর্ষাত্তত্তৎস্থানস্য চিদ্রূপাদ্যবিশেষেপি স্বরূপশক্তিস্বাভাবিকবৈচিত্রীবশাদেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুরমণ্ডল। তদপেক্ষা বৃন্দাবন যথা রাসস্থল ॥ তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন নিত্য কেলিস্থান। রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥৯॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরা মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥ মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল। গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল লম্পট ॥ গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥ নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥৯॥

অনুবৃত্তি

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের

রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন? শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ড সেবাকেই পরম পরকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ॥৯॥

ভজনকারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে?

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

অন্বয়। কর্ম্মিভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) জ্ঞানিনঃ (গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তয়া (প্রিয় বলিয়া) ব্যক্তিং যযুঃ (শাস্ত্রে উল্লেখ আছে) তেভ্যঃ (সর্ব্ব-প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ (জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়) ততঃ (সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধ ভক্তগণ অপেক্ষা) প্রেমৈকনিষ্ঠাঃ (প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা) তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তাভ্যোপি (সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা) সা রাধিকা (শ্রীমতীরাধিকা) প্রেষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয়) তদ্বদিয়ং (শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) তদীয়সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ডও সেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়)। কঃ কৃতী (কোন্ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত) তাং ন আশ্রয়েৎ (শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল-ভজন না করিবেন ?) ॥ ১০ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীকুণ্ডস্যৈব বরত্বে রাদ্ধান্তপূর্ব্বক হেত্বন্তরমাহ কর্ম্মিভ্যঃ ইতি। কর্ম্মিভ্যঃ কাম্যকর্ম্মনিষ্ঠতয়া শ্রীভগবতো বৈমুখ্যাৎ কর্ম্মণা জায়তে ইত্যাদিবৎ কেবলকর্ম্মনিষ্ঠেভ্যঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ব্রহ্মাখ্যসামান্যাবির্ভাব সাম্মুখ্যাৎ জ্ঞানিন এব হরেঃ প্রিয়ত্বেন ব্যক্তিং যযুঃ। তেভ্যোপি যে পূর্ব্বং জ্ঞানেন মুক্তাঃ পুনর্ভক্তিপ্রধানাঃ জ্ঞানিচরাঃ সনকাদয়স্তেভ্যোপি প্রেমৈকনিষ্ঠা নারদাদয়ঃ। তেভ্যোপি তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভরাদনির্বাচ্যাঃ শ্রীব্রজসুন্দর্য্যঃ হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুঃ। তত্রাপি সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ইতি প্রমাণাৎ শ্রীরাধৈব শ্রীহরের্নিরবধি প্রেমবসতিস্তদ্বদেবেয় তদীয় সরসী

চ প্রেষ্ঠা। যতঃ সর্ব্বতোপি বরিষ্ঠাংস্তাং কঃ কৃতী নাশ্রয়েৎ অনন্যত্বেন শরণং ন গচ্ছেদপি তু সর্ব্ব এবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

চিদন্বেষী জ্ঞানী জড়কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিচর ভক্ত তদপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ ॥ প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি। গোপীগণে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি মানি ॥ সর্ব্বগোপী শ্রেষ্ঠা রাধা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা। তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা ॥ এ হেন প্রেমের স্থান গোবর্দ্ধন তটে। আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে ॥১০॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জগতে যতপ্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজন-কারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়, তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্তভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব গোপী মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং, যাহার পরম সুকৃতি থাকে তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী। হরিপ্রিয়জন বলি গায় সব ধর্ম্মী ॥ কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন। সুখভোগবুদ্ধি

জ্ঞানী না করে গণন॥ জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি মুক্তজ্ঞানী জন। পরাভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন॥ ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥ গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥ সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি কোন্ মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥১০॥

অনুবৃত্তি

(১) যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মভক্ত জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা (৫)প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা (৬)ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী (৭)বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন॥১০॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য কেন?

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোপিরাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিংপুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি

অন্বয়। রাধা (শ্রীমতীরাধিকা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) উচ্চৈঃ (অতিশয়) প্রণয়বসতিঃ (প্রণয়ের পাত্র) প্রেয়সিভ্যোপি তথা (এবং অন্যান্য প্রিয়গণ অপেক্ষাও অধিক পাত্র)। অস্যা কুণ্ডং (শ্রীমতির কুণ্ড) তাদৃগেব (শ্রীমতির তুল্য পরমোত্তম) মুনিভিঃ অভিতঃ (সমস্তমুণিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে ব্যধায়ি (শাস্ত্রে বর্ণিত আছে)। যৎ (যে প্রেম) প্রেষ্ঠৈঃ অপি (নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও) অলং অসুলভং (অত্যন্ত দুর্ল্লভ) কিং পুনর্ভক্তিভাজং (সাধকভক্তদিগের তো কথাই নাই) তৎপ্রেম (সেই প্রেম) ইদং সরঃ (এই সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) সকৃৎ অপি (একবার মাত্র স্নাতুঃ (ভক্তিভরে স্নানকারিজনকে) আবিষ্করোতি (প্রদান করিয়া থাকেন) ॥১১॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ননু তদাশ্রয়াৎ কিং মিলতি। তত্র তাদৃশসিদ্ধান্তমেবোপসংহরন্ ততঃ প্রেমোপলব্ধিমাহ কৃষ্ণস্যেতি। যৎ প্রেম কৃষ্ণপ্রিয়ত্বেন খ্যাতৈর্নারদাদিভিঃ অলং দুর্ল্লভ তদাদীনাং তজ্জাতীয় প্রেমাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদপি প্রেমকর্ম্মভূতং কর্ত্তৃভূতং ইদং সরঃ স্নাতুঃ সম্বন্ধে আবিষ্করোতি প্রকটয়তি। তৎ কো নাশ্রয়েদিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥১১ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপা-লেশাৎ তদ্ভক্তানাং মুদে কৃতা। স্বপ্রাজ্ঞাদ্যনুসারেণেত্যুপদেশ-প্রকাশিকা॥ রাধারমণদাসেন রাধারমণ-সেবিনা। গোবর্দ্ধনোপলালস্য তনুজেন কৃতা ত্বিয়ং। ইতি শ্রীউপদেশামৃতটীকা সমাপ্তা!

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

সকল প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা। তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তা॥ মুণিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল। ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি কুণ্ডে স্থির কৈল॥ সাধন ভক্তির কথা কি বলিব আর। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের দুর্ল্লভ

প্রেমসার ॥ নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন। কুণ্ড তাঁরে সেই প্রেম করে বিতরণ ॥১১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধকভক্তদিগের ত কথাই নাই, যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং, রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পালা দাসী ভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী ॥ ১১ ॥

আনন্দবৃন্দয়ে শ্রীমদ্‌গোস্বামি-বনমালিনঃ। তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়াত্মনিবেদিনঃ ॥ স্বস্য ভজনসৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ। ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুমনিবাসিনা ॥ প্রভোশ্চতুঃশতাব্দেহ দ্বাদশাব্দাধিকে মৃগে। রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ পীযূষবর্ষিণী। শ্রীশ্রীগোদ্রুম-চন্দ্রার্পণমস্তু ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী ॥ মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে। গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে ॥ নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ। অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ ॥ কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে। মধুর রসেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে ॥ অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল সেবন। রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন ॥১১॥

শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে। কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন করে ॥ উপদেশামৃত ভাষা করিল দুর্জ্জন। পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন ॥ উপদেশামৃত ধরি রূপানুগভাবে। জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যে সকল ভক্ত। কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত ॥ ভাবীকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ। সকলের পদ রজঃ যাচে দীন আজ ॥ ভকতি-বিনোদ প্রভু অনুগ যে জন। দয়িত দাসের তাঁর পদে নিবেদন ॥ দয়া করি দোষ হরি বল হরি হরি। উপদেশামৃত বারি শিরোপরি ধরি ॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধকভক্তের তো তাহা দূরের কথা। কিন্তু একবার

মাত্র রাধাকুণ্ডস্নানকারিজনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত বাস ও প্রেমামৃতপ্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নান অর্থাৎ জীব প্রাকৃত জড়ভোগবাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে মানস ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তর কালে অপ্রাকৃত নিত্য দেহে সাক্ষাৎ নিত্য-সেবা-তৎপর হইয়া রাধাকুণ্ডস্নাতজনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ পদবী। বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক, দাস সখা বৎসল রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড স্নান দুর্ল্লভ। রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নানের কথা আর অধিক কি বলিব। স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করেন ॥১১॥

গোবিন্দ বচনে জানি, ইহাই গৌরাঙ্গ বাণী, অপ্রকট কালে সারকথা।
নীলাচলে সিন্ধুতীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে, বলিল শুনিল ভক্ত তথা ॥১॥

গৌরমুখ-উপদেশ, সর্ব্ব অমৃতের শেষ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণদ্বারা পান করি, লেখনীতে তাহা ধরি, কলিজীবে দিল ভবহর ॥ ২ ॥

শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীরাধারমণ পাশ, রহি এই শ্লোক একাদশ।
করিল সংস্কৃত টীকা, নাম তার প্রকাশিকা, অকিঞ্চন পায় যাতে রস ॥ ৩ ॥

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি, আচ্ছাদিল যেই মন্দক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীব দুঃখ মনে স্মরি পাঠাইল এক নিজজনে ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদবর, পীযূষবর্ষিণী কর, উপদেশামৃত যাঁর মূর্ত্তি।
উপদেশামৃত রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে, জীবে করাইল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ॥ ৫ ॥

কলিহত জীবগণ, উপদেশামৃত ধন, ছাড়ি কৈল নবীন বিধান।
নদে নাগরীর মত, আর বা কহিব কত, কৃষ্ণ ত্যজি মায়ার সন্ধান ॥ ৬ ॥

এহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ অস্ত্রে ছলি, কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবেরে দুর্ব্বল পেয়ে, মিছা ভক্তি ছাঁচ লয়ে, ভবসাগরেতে ডুবাইল ॥ ৭ ॥

বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান, সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥

মায়াবাদ উপদেশ, গৌরাঙ্গ দাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছায়া প্রেমসাজ ॥ ৯ ॥

কখন বাউল ব্রত কখন নাগরী মত, নেড়া সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা, নাগরীর গৌরভক্তি ধ্বজা ॥ ১০ ॥

কলিজন হয়ে কেহ, আপনাতে গৌর দেহ, প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনীকাঞ্চন আমি সার ॥১১॥

গৌরভক্তি নাশ করি, কলি ভাসাইল তরি, পারকীয় গৌর প্রেম ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা, মাতিল আনন্দে কুতূহলে ॥ ১২ ॥

কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া, রূপানুগ পথ ত্যাগ করি।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি, থিয়সফি কামভজি, প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি ॥১৩॥

ভূত প্রেত বাদ লয়ে, গৌরপ্রেমে মিশাইয়ে, নিজ ভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়াইছি নিজ হরি, বলে তোরা হরি সাঙ্গোপাঙ্গ ॥১৪॥

আমার গৌরাঙ্গ লহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তার সহ, নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তার সাথ, নিশ্চয় করিয়া কহি তাই ॥ ১৫ ॥

পার্ষদের যেই মত, তাতে আমি নহি রত, তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে দুখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ সুখ, তাই ভজি গৌরাঙ্গ নিতাই ॥১৬॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগৎ ভ্রম, বসাইল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন পথ ধরি, রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি, ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া ॥১৭॥

প্রেমভক্তি স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ গৌরবিণী, নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলা দেবী ধাম হিয়া, তিনশক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি॥১৮॥

গোপী অনুগত হয়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে, রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিহত, ভক্তির নাশক ভক্ত মানে ॥১৯॥

ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ সরসিজ আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম পদ স্মরি, মায়াপুরে প্রিয়া হরি, বসাইল জানি নিজ কৃত্য ॥ ২০ ॥

রূপপদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ, জগৎ জীবেরে দেখাইল।
ভকতিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি সমন্বিত, উপদেশামৃত তার হৈল ॥ ২১ ॥

কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপ শিক্ষামৃত যেই, গৌর শিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে ॥২২॥

শ্রীগৌরবিমুখ ভাব, রাধকৃষ্ণ প্রেমভাব, ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি, বাতব্যাধি ছলে মৌনী তবে ॥২৩

অবলম্বি জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজ লাভ, অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি প্রকাশিল জরা, অন্তর দশায় ভজে সুখে ॥ ২৪ ॥

মিছা ভক্ত অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে, অপরাধ কৈল ভক্ত পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে অবশেষে অপরাধ হায় ॥ ২৫ ॥

জীবের দুর্গতি হেরি, কত অশ্রুপাত করি, শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি কায, এবে তুমি করিয়া আচার ॥ ২৬ ॥

হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িতদাসের সেবা, গোপীধন কথার কীর্ত্তন।
পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি, তার কর অনুবৃত্তি, প্রচার করহ অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

বিনোদের পদরেণু, স্মরি যবে আরম্ভিনু, অনুবৃত্তি লিখিতে যখন।
অষ্টশ্লোক হলে পর, ভকতিবিনোদ বর, বিজয় করিল ব্রজবন ॥ ২৮ ॥

অদ্য শুভ রাধাদিনে, কর কৃপা দীনহীনে, শুদ্ধ ভাগবত হরিজন।
অনুবৃত্তি সমাপিয়া, তব করে সমর্পিয়া, দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ ॥ ২৯ ॥

গদাধর দিন ধরি, পাইয়াছ গৌরহরি, ভকতিবিনোদ প্রভুবর।
উপদেশামৃত ধারা, সিক্ত হয়ে ভবকারা-সুখমুক্ত হয় যেন নর ॥ ৩০ ॥

চৈতন্যাব্দ চতুঃশত, অষ্টাত্রিংশ হলে গত, হৃষীকেশ দ্বাবিংশ দিবসে।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি, চিন্তি গৌরপদশশী, লভি সুখ রূপানুগ যশে ॥ ৩১ ॥

অনুবৃত্তি সমাপ্ত।

বিচারে প্রেমভক্তি লাভ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হৈয়া লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ঃ—

শ্রীনাম — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
তুলসী-মালায় সংখ্যা নাম — ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
শ্রীনামের আচার — কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
শ্রীনামের প্রচার — যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তাই 'গুরু' তিনিই 'সাধু' — কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥
নাচ গাও ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥

কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

নাম সাধন—
শ্রবণ কীর্ত্তন

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে
জাতি বিচার নাই

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

সাপরাধ নামে
ভক্তিলতা বীজ
অঙ্কুরিত হয় না

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

নামাভাসে পাপনাশ
ভবক্ষয়, মুক্তি

এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

শুদ্ধনামের ফলে প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক বিকার স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন ॥
নামোদয়ে কৃষ্ণ হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
প্রেম তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥

শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন ঃ—

শ্রীগৌরনিতাই চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
জগদ্‌গুরু, তদাশ্রয়ে নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।
কপটতা কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥
নিষিদ্ধাচার মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
জীবহিংসা সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
পরিত্যজ্য গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব সদাচার

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

অসৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম উদয় হন না

অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পান

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।

যুক্ত বৈরাগ্য সমাশ্রয়ে কৃষ্ণের সংসার কর

অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগ চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল।
আত্ম-নিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

বর্ণাশ্রম ত্যাগে কৃষ্ণ ভজন;

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম॥

অকিঞ্চনতা ভিন্ন কৃষ্ণ ভজন হয় না

প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

অপ্রাকৃত স্বরূপ-দেহে কৃষ্ণ ভজন

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু। ওঁ হরিঃ ওঁ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রচারিত

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত

"চৈতন্যের প্রেমপাত্র
জগদানন্দ ধন্য
যারে মিলে সেই মানে,
পাইল চৈতন্য ॥

* * *

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত'
শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে,
পায় প্রেমধন ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-

বিরচিত

——):০:(——

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

সম্পাদিত

মূল্য ॥০ আট আনা

কৃষ্ণনগর
শ্রীভাগবত আসন হইতে
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন-
প্রকাশিত

———):০:(———

তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩২

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার কর্তৃক
মুদ্রিত

গ্রন্থ-প্রবেশ

গ্রন্থের নাম—"প্রেমবিবর্ত্ত" অর্থাৎ (১) যে প্রেমের বিবর্ত্তে অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার (২) পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে "প্রেমবিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"প্রেমের বৈচিত্ত্যগত, প্রেমের বিবর্ত্ত যত,
মোর মনে নাচে নিরন্তর।
কলহ গৌরের সনে, করি আমি দিনে দিনে,
কুন্দলে জগাই নাম মোর॥"— প্রেমবিবর্ত্ত

"প্রেমের বিবর্ত্ত আমারে নাচায়,
না বুঝিয়া আমি মরি" প্রেঃ বিঃ

গ্রন্থ-রচনা—"শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত"-গ্রন্থ কল্পনাপ্রসূত বা স্বার্থ-প্রণোদিত-ভাবমূলক নহে। এই বিষয়ে স্বয়ং গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, তাঁহার

"চৈতন্যের রূপগুণ সদা পড়ে মনে।

তাহা

পরাণ কাঁদায়, দেহ কাঁপায় সঘনে॥

এই ভাবে

কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল উদয়।

সেই হেতু

লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি লাজ ভয়॥"

"শ্রীচৈতন্যভাগবত", "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর লীলার যে ক্রম বা বিষয়ের ক্রমাদি লক্ষিত হয়, এই প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে সেরূপ কোন ক্রম নাই। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিতেছেন

"যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত।
তাহা লিখি, হইলেও ক্রম-বিপরীত॥" প্রেঃ বিঃ

গ্রন্থকার কোনপ্রকার কষ্টকল্পনা বা চেষ্টা দ্বারা লীলাস্মরণপূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার স্মৃতিতে শ্রীপ্রভুর যখন যে লীলা উদিত হইত, তিনি তখনই তাহা লিখিয়া রাখিতেন।

"চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে।
লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে॥" প্রেঃ বিঃ

এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থকার

"নমি প্রাণ-গৌরপদে সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া।
এ 'প্রেমবিবর্ত্ত' লিখে ভক্ত-আজ্ঞা পা'য়া॥" প্রেঃ বিঃ

গ্রন্থকার শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বাস করিতেন। যখন তিনি প্রেমবিবর্ত্ত-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, 'বন্ধু' ভক্ত শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

* * কি লিখ পণ্ডিত ?

উত্তরে 'পণ্ডিত জগদানন্দ' প্রভু বলিলেন

" * * লিখি তাই, যাহাতে পীরিত।" প্রেঃ বিঃ

স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন, যদি তাহাই হয়, এবং কিছু লিখিতেই হয়,

" * * তবে লিখ প্রভুর চরিত।
যাহা পড়ি জগতের হবে বড় হিত॥"

উত্তরে 'পণ্ডিত' বলিলেন—

" * * জগতের হিত নাহি জানি।

যাহা যাহা ভাল লাগে, তাই লিখে আমি॥" প্রেঃ বিঃ

পণ্ডিতের প্রীতিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে স্বরূপপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে গ্রন্থরচনার অবকাশ প্রদানপূর্ব্বক সেস্থান ত্যাগ করিলেন। তখন পণ্ডিত একাকী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলদ্বয় ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা

"কিছু কিছু লিখে তাই নিজ মনোরঙ্গে।"

গ্রন্থরচনাকালে তাঁহার

"মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, কাঁদে দু'টী আঁখি।"

গ্রন্থকার ও শ্রীমহাপ্রভু—গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-সহচর ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। দুইজনে প্রপঞ্চে প্রকটাবস্থায় যে 'কোন্দল' (কলহ) বা বাম্যভাবের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহা বাল্যাবস্থাতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। তিনি এই গ্রন্থে বলিতেছেন—

"একদিন শিশুকালে, দু'জনেতে পাঠশালে,
কোন্দল করিনু হাতাহাতি

ফলে

মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে,
কাঁদিলাম একদিন রাতি॥"

প্রাণপ্রিয় জগদানন্দের এই অবস্থা-দর্শনে

"সদয় হইয়া নাথ না হইতে পরভাত,
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।

ডাকেন 'জগদানন্দ ! অভিমান বড় মন্দ,
কথা বলো বক্রতা ছাড়িয়া ॥
* * চল, চল, নিশা অবসান ভেল,
গৃহে গিয়া করহ ভোজন।
তব দুঃখ জানি মনে ছিলাম আমি অনশনে
শয্যা ছাড়ি ভূমিতে শয়ান' ॥"

এই বলিয়া সহচরের অভিমান দূরীভূত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সন্তোষপূর্ব্বক খাওয়াইয়া শোয়াইলেন। প্রাতঃকালে শ্রীশচীদেবী তাঁহাকে 'দুধভাত' খাওয়াইয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে, জগদানন্দ স্বগৃহে গমন করিলেন; শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার বাসস্থানে যাইয়া আনন্দে ভোজন করিলেন।

তখন

"কোন্দলের পরে প্রেম, হয় যেন শুদ্ধ হেম,
কত সুখ মনেতে হইল।
প্রভু বলে 'এই লাগি, তুমি রাগো, আমি রাগি,
পরস্পর প্রেমবৃদ্ধি ভেল' ॥" প্রেঃ বিঃ পৃঃ ১০

গৌর-জগদানন্দের এই যে কোন্দল, ইহা জড়জগতের ঈর্ষা বা স্বার্থাভিসন্ধিমূলক দুই শিশুর বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন্দল বা মৎসরতা নহে। ইহা শুদ্ধপ্রেমের অভিনয়-মাত্র—এ অভিনয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই। এই অভিনয়ে অভিনেতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদ্বারকাধামে সত্যভামার সহিত যে ব্যবহার করিয়া

থাকেন, অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দররূপে 'পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত সেই ব্যবহার করিতেছেন।

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥" চৈ চঃ অঃ ১০

"জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামার প্রায় প্রেম বাল্যস্বভাব॥" চৈ চঃ অঃ ৭

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি 'দক্ষিণস্বভাব'বিশিষ্টা সত্যভামাদি 'বাম্যস্বভাব'-বিশিষ্টা। দক্ষিণ-স্বভাবে কৃষ্ণের নিকট সর্ব্বদা সঙ্কোচ ও ভীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বাম্যস্বভাবে সর্ব্বদা কলহময় ব্যবহার করায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতে সত্যভামার বাম্যব্যবহারের অভিনয় 'পণ্ডিত জগদানন্দের' ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

পণ্ডিত (জগদানন্দ)

"বার বার প্রণয় কলহ করে প্রভু সনে।
অন্যোন্যে খট পটি চলে দুই জনে॥" চৈ চঃ অঃ ৭

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিরূপ প্রিয় ও অন্তরঙ্গ, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের

"প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥" চৈ চঃ অঃ ১৯

"জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা॥" ঐ অঃ ১২

"চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইলা চৈতন্য॥" ঐ

"শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
'জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্।

* * * *

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস' ॥" চৈ চঃ অঃ ৪

ইত্যাদি অসংখ্য উক্তি হইতে শ্রীগৌর-জগদানন্দের সম্বন্ধ কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারা যায়। যাঁহারা তত্ত্বে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

গ্রন্থের বিশিষ্টতা—এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বাবস্থার এমন কয়েকটি চিত্তাকর্ষণী লীলা বর্ণিত আছে, যাহা অন্য কোন গ্রন্থে নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবতা অতি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। বিচার ও যুক্তিপূর্ণ জটিল তত্ত্বকথা এমন সহজভাবে সরল বাঙ্গালায় আর কোথায়ও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে এই গ্রন্থ প্রণিত করিয়াছেন। সেই উচ্ছ্বাসময়ী ভাবময়ী ভাষার মাধুর্য্য অতি অপূর্ব্ব। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই

"জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন।
তিনি অবিদ্বান্ হইলেও
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥"

কৃষ্ণনগর,
শ্রীভাগবত-আসন
কৃষ্ণে নারায়ণ, ৪৩৯ গৌরাব্দ

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

বিষয়-সূচী

১। **মঙ্গলাচরণ**—শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—তার্কিকের অগোচর—কৃষ্ণ-কৃপাসাপেক্ষ; অপ্রাকৃততত্ত্বে দেশকালাদির বিচার নাই; শ্রীরাধা-কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য; শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ; 'পরমাত্মা' শ্রীচৈতন্যের অংশ। ... ... পৃঃ ১—৬।

২। **গ্রন্থরচনা**—"স্বরূপ গোসাঞি ও পণ্ডিত জগদানন্দ"; শ্রীমহাপ্রভু ও গ্রন্থকার; বাল্য-ঘটনা-স্মরণে গ্রন্থকারের আক্ষেপোক্তি; গ্রন্থকারের শ্রীচৈতন্যপ্রীতি; শ্রীগৌরগদাধর-তত্ত্ব; শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন; 'গৌর'ভজন বিনা 'রাধাকৃষ্ণ'ভজন বৃথা ... পৃঃ ৭—১৩।

৩। **প্রথম প্রণাম** ... পৃঃ ৩।

৪। **গৌরস্য গুরুতা**—গৌরের নৃত্য নিত্য; সর্ব্ব দেবদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের দাস; গৌরভজন-নিষ্ঠা ... পৃঃ ১৫—১৬।

৫। **বিবর্ত্তবিলাসসেবা** ... পৃঃ ১৭—১৯।

৬। **জীবগতি**—জীব ও কৃষ্ণ; মায়াগ্রস্ত জীব; সাধুসঙ্গে নিস্তার। ... ... পৃঃ ২০—২১।

৭। **সকলের পক্ষে নাম**—অসাধুসঙ্গে নাম হয় না; নাম-ভজন-প্রণালী; 'বৈরাগী'র কর্ত্তব্য; 'গৃহস্থ' ও 'বৈরাগী'র প্রতি আদেশ। ... ... পৃঃ ২২—২৪।

৮। **কুটী নাটি ছাড়**—সরল মনে 'গোরা'-ভজন; নাটভজন; কবিকর্ণপূর। ... ... পৃঃ ২৫—২৭।

৯। **যুক্ত-বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য দুই প্রকার—'ফল্গু' ও 'যুক্ত'; ফল্গু; যুক্ত; শুষ্ক বৈরাগ্য অসম্ভব; সুতরাং যুক্ত বৈরাগ্য কর্ত্তব্য। ... ... পৃঃ ২৮—৩১।

১০। **জাতি-কুল**—কুল ও ভজনযোগ্যতা; কুলাভিমানী অভক্ত; অভক্ত বিপ্র অপেক্ষা ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ; বিষয়ে রাগদ্বেষ বর্জ্জনীয়; অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়া; অভিমান-ত্যাগ নিত্যানন্দের দয়াসাপেক্ষ। ... ... পৃঃ ৩২—৩৩।

১১। **নবদ্বীপ-দীপক**—শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন; গৌরাবতারের হেতু; গৌরের ভজন-প্রণালীতে কৃষ্ণভজন; আচার্য্য বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহেন; অসদ্-গুরুগ্রহণে সর্ব্বনাশ। পৃঃ ৩৪—৩৫।

১২। **বৈষ্ণব-মহিমা**—কৃষ্ণভক্তও তীর্থ; সাধুসঙ্গের ফল; প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত; মধ্যম ভক্ত; উত্তম ভক্ত; উত্তম ভক্তের বিষয়-স্বীকার—তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন; তাঁহার কর্ম্ম দেহযাত্রার্থে নহে—কামের জন্য নহে; হরিজন দেহাত্মবুদ্ধিহীন—সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন; তক্ত ত্রিতাপমুক্ত; উত্তম ভক্তের অন্যান্য লক্ষণ। ... পৃঃ ৩৬—৩৯।

১৩। **গৌরদর্শনের ব্যাকুলতা** পৃঃ ৪০—৪২।

১৪। **বিপরীত বিবর্ত্ত**—নবদ্বীপদর্শনে বৃন্দাবন-দর্শন। ... ... পৃঃ ৪৩—৪৪।

১৫। **শ্রীনবদ্বীপে পূর্ব্বাহ্ন-লীলা**—গৌরাঙ্গ প্রসাদ; গাদীগাছা গ্রামে গমন; তথায় গোপগণের সেবা; ভীম গোপ; গৌরাঙ্গের ভীমের গৃহে গমন—ক্ষীরভোজন; "গোরাদহ"; দহে নক্র; নক্র নহে, দেবশিশু; নক্ররূপী দেবশিশুর পূর্ব্ব বিবরণ; দেবশিশুর স্তব; দেবশিশুর স্বরূপ প্রাপ্তি ও স্বস্থানে গমন গোরাদহ-দর্শনের ফল। ... ... পৃঃ ৪৫—৫৩।

১৬। **পীরিতি কিরূপ**—শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর গ্রন্থ; প্রীতি-তত্ত্ব—উত্তর; কৃষ্ণ-প্রেম; ব্রজগোপী ব্যতীত প্রীতি বুঝে না; সহজিয়ার প্রীতি; প্রীতিশিক্ষায় অধিকার কাহার? স্ত্রীপুরুষ-বুদ্ধি থাকিতে প্রীতি-সাধন অসম্ভব; জড়েতে এই ভাব আরোপ, নরক—কলির ছলনা; শ্রীরঘুনাথ প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা; পীরিতি না হয় কভু জড়েতে সাধন; মর্কট-বৈরাগী; বিশুদ্ধ বৈরাগী। ... ... পৃঃ ৫১—৫৯।

১৭। **ভক্তভেদে আচারভেদ**—ভজনবিহীন ধর্ম্ম কেবল কৈতব; সম্বন্ধজ্ঞানলাভ ও যুক্ত বৈরাগ্য-আশ্রয়; গৃহী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার; গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য; গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য; বৈষ্ণবের কুটী নাটি নাই; শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণসেবা; অন্তরঙ্গ ভক্তি দেহে নহে, আত্মায়; কৃষ্ণই পুরুষ আর সব প্রকৃতি; গৃহস্থ ও স্বধর্ম্ম কৃষ্ণ-স্মৃতি বিধি, কৃষ্ণ-বিস্মৃতি নিষেধ; শ্রীঅচ্যুতগোত্র ও স্বধর্ম্ম; প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ; আরোপ; ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি; আরোপ-সিদ্ধাভক্তি কনিষ্ঠাধিকারীর, কৃষ্ণার্চ্চন; তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্ত্তিপূজা; আরোপ-সিদ্ধার মূলতত্ত্ব; সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি; স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি; ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া। ... ... পৃঃ ৬০—৬৯।

১৮। **শ্রীএকাদশী**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীএকাদশী; শ্রীমহাপ্রভুর বিচার; শ্রীনামভজন ও একাদশী এক। ... পৃঃ ৭০—৭৩।

১৯। **নামরহস্যপটল**—শ্রীনামই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন; শ্রীনামকীর্ত্তন কি?—উচ্চারণ; জপ ও কীর্ত্তন; কীর্ত্তন সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; ভক্তিহীন শুভকার্য্য ত্যাজ্য; নামে সর্ব্বপাপক্ষয়; কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তে বাসনা নষ্ট হয় না; বাসনার মূল অবিদ্যা, অভিমত বিনষ্ট হয়; নামের ফল; নামাপরাধ; নামাপরাধ হইতে মুক্তি; সাধু-নিন্দা

শ্রীনামনামী একই তত্ত্ব; সর্ব্ব শুভ কর্ম্ম প্রাকৃত; শ্রীনাম উপায় উপেয়, (দীক্ষাকালে আত্মনিবেদনে সর্ব্বপাপক্ষয়) সেবাপরাধ। পৃঃ ৭৪—৯০।

২০। নাম-মহিমা—নাম সর্ব্বপাপ-বিনাশক; কর্ম্মাদি নামের নিকট তুচ্ছ; সঙ্কেতে বা হেলায় নামগ্রহণ; জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাম; প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ; দ্রোহকারীর মুক্তি; (কোটি প্রায়শ্চিত্ত নামতুল্য নহে;) নামগ্রহণকারীর পাপ থাকে না; (নামে সর্ব্বদোষনাশ;) নামে মহাপাতকী পংক্তিপাবন হয়; ভয় ও সংশয়-নিবারণ। ... ... পৃঃ ৯৪—১২১।

২১। শ্রীদাসগোস্বামিনঃ স্বানিয়ম-দশকম্।

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত

১। মঙ্গলাচরণ

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব

অখণ্ড-অদ্বয়-জ্ঞান সব তত্ত্বসার।
সেই তত্ত্বে দণ্ড পরণাম বার বার॥ ১
সেই তত্ত্ব কভু দুই রাধাকৃষ্ণরূপে।
কভু এক পরাৎপর চৈতন্যস্বরূপে॥ ২
তত্ত্ব বস্তু এক মাত্র অদ্বিতীয় ভায়।
বস্তু বস্তুশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই॥ ৩
ভেদ নাই বটে কিন্তু সদা ভেদ তায়।
'ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য' সর্ব্ব বেদে গায়॥ ৪
বস্তুশক্তি চিৎ-স্বরূপা ভাবেতে সন্ধিনী।
ক্রিয়াতে হ্লাদিনী-তাই ত্রিভাবধারিণী॥ ৫

বস্তুশক্তিদ্বারে বস্তু দেয় পরিচয়।
বস্তুশক্তি ক্রিয়াযোগে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৬
অখণ্ড বস্তুতে ভাব ক্রিয়া নিত্য হয়।
শক্তি শক্তিমান্ বস্তু তবু পৃথক্ নয় ॥ ৭
হ্লাদিনী বস্তুকে দিয়া দুইটী স্বরূপ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করায় অপরূপ ॥ ৮
রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকৃতি হ্লাদিনী।
অবিচিন্ত্য শক্তি রাধা কৃষ্ণ-উন্মাদিনী ॥ ৯
অঘটন ঘটাইতে ধরে মহাশক্তি
নির্ব্বিকারে করিয়াছে বিকার আনুরক্তি ॥ ১০

তার্কিকের অগোচর-কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ

এবে এক উঠিল অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ।
তার্কিকে না বুঝে যদি চিন্তে বর্ষ লক্ষ ॥ ১১
কৃষ্ণ যারে কৃপা করে সেই মাত্র জানে।
লক্ষবর্ষ চিন্তি তাহা না বুঝিবে আনে ॥ ১২
রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের বিকার হ্লাদিনী।
প্রণয়ের পরে জন্মে চিত্ত-উন্মাদিনী ॥ ১৩
রাধাকৃষ্ণ দুই হলে হয়ত প্রণয়।
প্রণয় হইলে তবে বিকার ঘটয় ॥ ১৪
দুই দেহ হবার আগে বিকার না ছিল।
তবে একরূপ দুই কেমনে হইল ॥ ১৫

হ্লাদিনী হইতে হয় দুই দেহ ভেদ।
কোথা বা হ্লাদিনী ছিল হইল প্রভেদ ॥ ১৬
এক প্রশ্নের একমাত্র আছে ত উত্তর।
দেশকালাতীত কৃষ্ণতত্ত্ব নিরন্তর ॥ ১৭

অপ্রাকৃত তত্ত্বে দেশকালাদির বিচার নাই

প্রকৃতির মধ্যে দেখ কালের প্রভাব।
ভূত-ভবিষ্যতের বুদ্ধি তাহার স্বভাব ॥ ১৮
অপ্রাকৃত তত্ত্বে ভূত ভবিষ্যৎ নাই।
নিত্য-বর্ত্তমান তথা বলি হারি যাই ॥ ১৯
বাঙ্‌মনের অগোচর অপ্রাকৃত তত্ত্ব।
বর্ণিতে আইসে দোষ এই মাত্র সত্য ॥ ২০
অপ্রাকৃত তত্ত্বে কভু দোষ নাহি পাই।
অচিন্ত্য শক্তিতে সব সমাধান তাই ॥ ২১
পূর্ব্বাপর হেন কথা কভু নাহি তায়।
সর্ব্বদা নূতন সব আনন্দে মাতায় ॥ ২২
অতএব তত্ত্বে যে অখণ্ড-খণ্ডভাব।
সমকালে দেখি সেও তত্ত্বের স্বভাব ॥ ২৩
বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় তত্ত্ব আশ্চর্য্য তার গুণ।
জন্মে নাই হ্লাদিনী তবু ক্রিয়াতে নিপুণ ॥ ২৪
জন্মিবার পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণে দুই করে।
দুইই প্রেমের বিকার হয়ে নিজে কর্ম্ম ধরে ॥ ২৫

নিত্য-বর্ত্তমান তত্ত্ব কালদোষহীন।
কালদোষ-বিচার প্রাকৃতে সমীচীন ॥ ২৬
শ্রীঅদ্বয়তত্ত্ব আর রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব।
সমকাল সত্য নিত্য আর শুদ্ধ সত্ত্ব ॥ ২৭

শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য

অতএব রাধাকৃষ্ণ দুই এক হঞা।
অধুনা প্রকট মোর চৈতন্য গোসাঞাঁ ॥ ২৮
অধুনা বলিতে কালভেদ নাহি কর।
অপ্রাকৃতে কালভেদ নাহি তাহা স্মর ॥ ২৯
রাধাকৃষ্ণ ছিল, ভেল চৈতন্য গোসাঞি।
এ বলিলে কালদোষে সত্যবস্তু হারাই ॥ ৩০
'একাত্মা' শব্দেতে যদি শ্রীচৈতন্যে মান।
রাধাকৃষ্ণে হবে তাই আধুনিক জ্ঞান ॥ ৩১
অগ্রে রাধাকৃষ্ণ কিবা শচীর নন্দন।
এ বিচারে বৃথা কাল না কর কর্ত্তন ॥ ৩২
বলিয়াছি অপ্রাকৃতে সব বর্ত্তমান।
চৈতন্যে কৃষ্ণেতে তর্কে হও সাবধান ॥ ৩৩
সমকাল নিত্যকাল দুই তত্ত্ব সত্য।
অখণ্ড অদ্বয় লীলা তত্ত্বের মহত্ত্ব ॥ ৩৪
প্রণয়-বিকার-শক্তি সেই আহ্লাদিনী।
দুই তত্ত্বে সমকাল রাখে এই জানি ॥ ৩৫

সেই ত চৈতন্য এবে প্রপঞ্চ প্রকটে।
সংকীর্ত্তন করি বুলে গঙ্গাসিন্ধুতটে ॥ ৩৬
কৃষ্ণলীলার অধিক এই শ্রীচৈতন্যলীলা।
প্রণয়-বিকার যাতে উৎকট হইলা ॥ ৩৭
উৎকট হইয়া কৃষ্ণে রাধাভাবদ্যুতি।
মাখাইল প্রেমভরে আহ্লাদিনী সতী ॥ ৩৮
ব্রজের অধিক সুখ নবদ্বীপধামে।
পাইল পুরট কৃষ্ণ আসি নিজ কামে ॥ ৩৯

শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ

চৈতন্যমুরতি কৃষ্ণের অপূর্ব্বস্বরূপ।
কৃষ্ণমূর্ত্তি চৈতন্যের স্বরূপ অপরূপ ॥ ৪০
হ্লাদিনীর দুই সার পরম মধুর।
মধু হৈতে মধু, তাহা হৈতে সুমধুর ॥ ৪১
সুমধুর স্বরূপ কৃষ্ণের চৈতন্যমুরতি।
নিরন্তর করি তাঁতে দণ্ডবন্নতি ॥ ৪২
যদি বল একাত্মা শব্দে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার।
যাহা হৈতে রাধাকৃষ্ণস্বরূপ সাকার ॥ ৪৩
এ সিদ্ধান্ত হৈতে নারে শ্লোকের আভাসে
সেই দুই এক আত্মা চৈতন্যপ্রকাশে ॥ ৪৪

ব্রহ্মা শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি

চৈতন্য নহেন কভু ব্রহ্ম নির্ব্বিকার।
আনন্দবিকারপূর্ণ বিশুদ্ধ সাকার ॥ ৪৫

ব্রহ্ম তাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি নির্ব্বিশেষ।
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণচৈতন্যবিশেষ ॥ ৪৬
অতএব একাত্ম-শব্দেতে শ্রীচৈতন্য।
বুঝেন পণ্ডিতগণ স্বরূপাদি ধন্য ॥ ৪৭
সেই ত 'একাত্ম'-তত্ত্বে কর পরণাম।
রাধাকৃষ্ণসেবা পাবে সিদ্ধ হবে কাম ॥ ৪৮

'পরমাত্মা' শ্রীচৈতন্যের অংশ

যদি বল একাত্ম-শব্দে হয় পরমাত্মা।
যাহা হইতে রাধাকৃষ্ণ হয় দুই আত্মা ॥ ৪৯
শ্লোকের আভাসে তাহা কভু নহে সিদ্ধ।
চৈতন্যাখ্য শব্দে হয় বড়ই বিরুদ্ধ ॥ ৫০
মূলতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যস্বরূপ জানিবা।
তাঁহার অংশ পরমাত্মা সর্ব্বদা বুঝিবা ॥ ৫১
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য সেই একাত্ম-স্বরূপ।
শ্রীচৈতন্য মোর প্রাণ-নাথ অপরূপ ॥ ৫২
রাধাপদ-দাসী আমি রাধাপদ-দাসী।
রাধাদ্যুতি-সুবলিত রূপ ভালবাসি ॥ ৫৩
পরাৎপর শচীসুত তাহার চরণে।
দণ্ড পরণাম মোর অনন্যশরণে ॥ ৫৪

২। গ্রন্থরচনা

চৈতন্যের রূপ গুণ সদা পড়ে মনে।
পরাণ কাঁদায় দেহ ফাঁপায় সঘনে॥ ১
কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল উদয়।
লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি লাজ ভয়॥ ২
নামেতে 'পণ্ডিত' মাত্র ঘটে কিছু নাই।
চৈতন্যের লীলা তবু লিখিবারে চাই॥ ৩

'স্বরূপ গোসাঞি' ও 'পণ্ডিত জগদানন্দ'

গোসাঞি স্বরূপ বলে "কি লিখ পণ্ডিত।"
আমি বলি "লিখি তাই যাহাতে পীরিত॥ ৪
চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে।
লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে॥" ৫
স্বরূপ বলেন "তবে লিখ প্রভুর চরিত।
যাহা পড়ি জগতের হবে বড় হিত॥" ৬
আমি বলি "জগতের হিত নাহি জানি।
যাহা যাহা ভাল লাগে তাই লিখে আনি॥" ৭
স্বরূপ ছাড়িল মোরে বাতুল বলিয়া।
একা বসি লিখি আমি প্রভু ধেয়াইয়া॥ ৮
দেখিছি অনেক লীলা থাকি প্রভুসঙ্গে।
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মনোরঙ্গে॥ ৯

মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে কাঁদে দুটী আঁখি।
যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি ॥ ১০

শ্রীমহাপ্রভু ও গ্রন্থকার

প্রভু মোরে হাস্য করি কৈল একদিন।—
"দ্বারকার পাটেশ্বরী তুমি ত প্রবীণ ॥ ১১
আমি ত ভিখারী অতি, মোরে সেব কেন।
কত শত সন্ন্যাসী পাইবে আমা হেন ॥" ১২
মুঞি বলি "রেখে দাও তোমার ছলনা।
রাধাপদ-দাসী আমি, ও কথা বলো না ॥ ১৩
আমার রাধার বর্ণ করিয়াছ চুরি।
ব্রজে লয়ে যাব আমি তোমায় চোর ধরি ॥ ১৪
আমি চাই রাধাপদ, তুমি ফেল ঠেলি।
দ্বারকা পাঠাও মোরে এই তোমার কেলি ॥ ১৫
তোমার সন্ন্যাসিগিরি আমি ভাল জানি।
মোদের বঞ্চিয়া রাধা সেবিবে আপনি ॥" ১৬

রাধাবিনা স্মরণে গ্রন্থকারের আক্ষেপোক্তি

আহা সে চৈতন্যপদ, ভজনের সম্পদ,
কোথা এবে গেল আমা ছাড়ি। ১৭
আমাকে ফেলিয়া গেল, মরা মোরে না হইল,
শোকে আমি যাই গড়াগড়ি ॥ ১৮

একদিন শিশুকালে, তুজনেতে পাঠশালে,
কোন্দলে করিনু হাতাহাতি। ১৯
মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে,
কাঁদিলাম একদিন রাতি ॥ ২০
সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাতে
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া। ২১
ডাকেন "জগদানন্দ, অভিমান বড় মন্দ,
কথা-বলো বক্রতা ছাড়িয়া ॥" ২২
প্রভুর বদন হেরি, অভিমান দূর করি,
জিজ্ঞাসিলাম "এত রাত্রে কেন। ২৩
নদীয়ার কড়া ভূমি, চলি কষ্ট পাইলে তুমি,
মো লাগি তোমার কষ্ট হেন ॥" ২৪
প্রভু বলে "চল, চল, নিশি অবসান হৈল,
গৃহে গিয়া করহ ভোজন। ২৫
তব দুঃখ জানি মনে, ছিলাম আমি অনশনে,
শয্যা ছাড়ি ভূমিতে শয়ান ॥ ২৬
হেনকালে গদাধর, আইল আমার ঘর,
দুঁহে আইনু তোমার তল্লাসে। ২৭
ভাল হৈল মান গেল, এবে নিজ গৃহে চল,
কালি খেলা করিব উল্লাসে ॥" ২৮
গদাই চরণ ধরি, উঠিলাম ধীরি ধীরি,
প্রভু-আজ্ঞা ঠেলিতে না পারি। ২৯

প্রভুর গৃহেতে গিয়া, কিছু খাই জল পিয়া,
শুইলাম দণ্ড দুই চারি ॥ ৩০
প্রাতে শচী জগন্নাথ, মোরে দিলা দুধ ভাত,
প্রভু সঙ্গে পড়িতে পাঠায় । ৩১
পড়িয়া শুনিয়া তবে, আইলাম গৃহে যবে,
প্রভু মোর গৃহে আসি খায় ॥ ৩২
কোন্দলের পরে প্রেম, হয় যেন শুদ্ধ হেম,
কত সুখ মনেতে হইল ।" ৩৩
প্রভু বলে "এই লাগি, তুমি রাগো আমি রাগি,
পরস্পর প্রেম-বৃদ্ধি ভেল ॥" ৩৪

গ্রন্থকারের শ্রীচৈতন্যপ্রীতি

এ হেন গৌরাঙ্গচাঁদ, না ভজিলে পরমাদ
ভজিলে পরম সুখ হয় । ৩৫
দয়ার ঠাকুর তেঁহ, তাকে কি ভুলিবে কেহ,
এত দয়া দাসে বিতরয় ॥ ৩৬
চৈতন্য আমার প্রভু, চৈতন্যে না ছাড়ি কভু,
সেই মোর প্রাণের ঈশ্বর । ৩৭
যে চৈতন্য বলি ডাকে, উঠে কোল দিই তাকে,
সেই মোর প্রাণের সোদর ॥ ৩৮
হা চৈতন্য প্রাণধন, না বলিল যেইজন,
মুখ তার না দেখি নয়নে । ৩৯

চৈতন্যে ভুলিল যেবা, যদিও সে দেবী দেবা,
কুপ্রভাত তার দরশনে ॥ ৪০
চৈতন্যে ছাড়িয়া অন্য, সন্ন্যাসীর করে মান্য,
তারে যষ্টি করিব প্রহার। ৪১
ছাড়িয়া চৈতন্যকথা, অন্য ইতিহাস বৃথা,
বলে যেই মুখে আগুণ তার ॥ ৪২
চৈতন্যের যাহে সুখ, তাহে যদি ঘটে দুঃখ,
চির দুঃখ ভোগ হউ মোর। ৪৩
সে যদি সুসুখ তাজে, যতি-ধর্ম্ম কভু ভজে,
আমি তাহে দুঃখেতে বিভোর ॥ ৪৪

শ্রীগৌরগদাধর-তত্ত্ব

একদিন প্রভু মোর খেলিতে খেলিতে।
চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে ॥ ৪৫
আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে।
বকুলের গাছে শুক পক্ষী ধরে রঙ্গে ॥ ৪৬
শুকে ধরি বলে "তুই ব্যাসের নন্দন
রাধাকৃষ্ণ বলি কর আনন্দ বর্দ্ধন ॥" ৪৭
শুক তাহা নাহি বলে, বলে "গৌরহরি"।
প্রভু তারে দূরে ফেলে কোপ ছল করি ॥ ৪৮
তবু শুক "গৌর গৌর" বলিয়া নাচয়।
শুকের কীর্ত্তনে হয় প্রেমের উদয় ॥ ৪৯

প্রভু বলে "ওরে শুক এ যে বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ বল হেথা শুনুক সর্ব্বজন ॥" ৫০
শুক বলে "বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল।
রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল ॥ ৫১
আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই।
তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই ॥ ৫২
গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর।
আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর ॥" ৫৩
প্রভু বলে "আমি রাধাকৃষ্ণ-উপাসক।
অন্য নাম শুনিলে আমার হয় শোক ॥" ৫৪
এই বলি গদাইয়ের হাতটী ধরিয়া।
মায়াপুরে ফিরে আইল শুকেরে ছাড়িয়া ॥ ৫৫
শুকে বলে "গাও তুমি যাহা লাগে ভাল।
আমার ভজন আমি করি চিরকাল ॥" ৫৬
মধুর চৈতন্যলীলা জাগে যার মনে।
মোর দণ্ডবৎ ভাই তাঁহার চরণে ॥ ৫৭

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন

গদাই-গৌরাঙ্গে মুঞি রাধাশ্যাম জানি।
ষোলক্রোশ "নবদ্বীপে" "বৃন্দাবন" মানি ॥ ৫৮
যশোদা-নন্দনে আর শচীর নন্দনে।
যে জন পৃথক্ দেখে সে না মরে কেনে ॥ ৫৯

নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন।
বৃথা সে তার্কিক কেন ধরয় জীবন॥ ৬০

গৌর ভজন বিনা রাধাকৃষ্ণ ভজন বৃথা

গৌর-নাম গৌর-ধাম গৌরাঙ্গ-চরিত।
যে ভজে তাহাতে মোর অকৈতব প্রীত॥ ৬১

গৌর-রূপ গৌর-নাম, গৌর-লীলা গৌর-ধাম,
যে না ভজে গৌড়েতে জন্মিয়া॥ ৬২

রাধাকৃষ্ণ-নামরূপ, ধামলীলা অপরূপ,
কভু নাহি স্পর্শে তার হিয়া॥ ৬৩

৩। প্রথম প্রণাম

যাঁর অংশে সত্যভামা দ্বারকায় ধাম।
সে রাধা চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম॥
শ্রীনন্দনন্দন এবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গদাধরে সঙ্গে আনি নদীয়া কৈল ধন্য॥
গদাধরে লঞা শ্রীপুরুষোত্তম আইল।
গদাই-গৌরাঙ্গ-রূপে গূঢ় লীলা কৈল॥
টোটা-গোপীনাথ-সেবা গদাধরে দিল।
মোরে দিল গিরিধারি-সেবা সিন্ধুতটে।
গৌড়ীয় ভকত সব আমার নিকটে॥
দামোদর স্বরূপ আমার প্রাণের সমান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যার দেহ মন প্রাণ॥
নমি প্রাণ-গৌরপদে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া।
এ "প্রেমবিবর্ত্ত" লিখি ভক্ত-আজ্ঞা পা'য়া॥

৪। গৌরস্য গুরুতা

গৌরের নৃত্য, নিত্য

ভাইরে ভজ মোর প্রাণের গৌরাঙ্গ।
গৌর বিনা বৃথা সব জীবনের রঙ্গ ॥
নবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীর অঙ্গনে।
গৌর নাচে নিত্য নিতাই-অদ্বৈতের সনে ॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে নাচে গায় রসভরে।
যে দেখিল একবার আর না পাশরে ॥
আমার হৃদয়ে নাট অঙ্কিত হইয়া।
নিরন্তর আছে মোর প্রাণ কাঁদাইয়া ॥
জগন্নাথ-মন্দিরেতে নৃত্য দেখি যবে।
অনন্ত ভাবের ঢেউ মনে উঠে তবে ॥
আর কি দেখিব প্রভুর জাহ্নবীপুলিনে।
সুনৃত্যকীর্ত্তনলীলা এ ছার জীবনে ॥

সর্ব্বদেবদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের দাস

নিষ্ঠা করি ভজ ভাই গৌরাঙ্গচরণ।
অন্য দেব দেবী কভু না কর ভজন ॥
গৌরাঙ্গের দাস বলি সর্ব্বদেবে জান।
কৃষ্ণ হৈতে গৌরকে কভু না জানিবে আন ॥

নিজ গুরুদেবে জান গৌরকৃপাপাত্র।
গৌরাঙ্গ-পার্ষদে জান গৌরদেহগাত্র॥
গৌরবৈরী রসপোষ্টা এই মাত্র জান।
সকলে গৌরাঙ্গ-দাস এ কথাটী মান॥

গৌরভজননিষ্ঠা

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥
গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও।
অন্য সব নামমাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥
কুটীনাটি ছাড়, মন করহ সরল।
গৌর ভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল।
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি
জগাই বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দ্দশা লভিবে॥

৫। বিবর্ত্তবিলাসসেবা

প্রেমের বৈচিত্ত্যগত, প্রেমের বিবর্ত্ত যত,
মোর মনে নাচে নিরন্তর।
কলহ গৌরের সনে, করি আমি দিনে দিনে,
কুন্দলে জগাই নাম মোর॥
গেলাম ব্রজ দেখিবারে, রহি সনাতনের ঘরে,
কলহ করিনু তার সনে।
রক্ত বস্ত্র সন্ন্যাসীর, নিরে বাঁধি আইলা ধীর,
ভাতের হাঁড়ি মারিতে কেনু মনে॥
সনাতনের বিনয় দেখে, ছাড়ি তারে এক পাকে
লজ্জায় বসিনু এক ধারে।
গৌর মোর যত জানে, আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে,
মজা দেখে থাকি নিজে দূরে॥
ভাল তার হউক সুখ, মোর হউক চির দুঃখ,
তার সুখে হবে মোর সুখ।
আমি কাঁদি রাত্রদিনে, গৌরবিচ্ছেদ ভাবি মনে,
গৌর হাসে দেখি কাঁদা মুখ॥
সেহত কপট হাসী, তার লীলা ভালবাসি,
মধুমাখা কথাগুলি তার।
যে ভাব ব্রজেতে ভবে, পুন সেই ভাব ধরে,
বুঝেও না বুঝি আর যার॥

চন্দনাদি তৈল আনি, বাঁকা বাঁকা কথা শুনি,
তৈল-ভাণ্ড ভাঙ্গিলাম বলে।
মান করি নিজাসনে, শুঞা রৈনু অনশনে,
সে মান ভাঙ্গিল নানা ছলে॥
আমারে করায় পাক, অন্নব্যঞ্জন আবোনা শাক,
বলে ক্রোধের পাক বড় মিষ্ট।
বাড়ায় আমার রোষ, তাতে তার সন্তোষ,
তার প্রসন্নতা মোর ইষ্ট॥
জিজ্ঞাসিল সনাতন, যাইতে কৈনু বৃন্দাবন,
তাতে মোরে রাখে বোকা করি।
বালা-বুদ্ধি দেখি তার, চিত্তে হয় চমৎকার,
আমি তার পাদপদ্ম ধরি॥
বৃন্দাবন যাইতে চাই, তাতে আজ্ঞা নাহি পাই,
নানা ছল করে মোর সনে।
যখন কোন্দল হয়, নবদ্বীপে যেতে কয়,
সেহ তার কৃপা জানি মনে॥
মাতৃ-আজ্ঞা ছল করি, আছেন বৈকুণ্ঠপুরী,
নিজধাম ছাড়িয়া এখন।
তাতে পাঠায় নিজপুরে, যাহাকে সে কৃপা করে,
যেন গোপের গোলোক-দর্শন॥
এই ভাবে গৌরসেবা, করি আমি রাত্রদিবা,
গৌরগণের এই ত স্বভাব।

গৌর-গদাধর-পদ, আমার ত সম্পদ,

দামোদর জানে এই ভাব ॥

৬। জীব-গতি

'জীব' ও 'কৃষ্ণ'

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্যকৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর॥

মায়াগ্রস্ত জীব

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস-এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র
কভু দুঃখী কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে নরকে বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু॥

সাধুসঙ্গে নিস্তার

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥

কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
সকল ভরসা ছাড়ি গোরাপদে আশ।
করিয়া বসিয়া আছে জগাই গোরার দাস॥

৭। সকলের পক্ষে নাম

অসাধু-সঙ্গে নাম হয় না

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥

নামভজন-প্রণালী

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ'* ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
নকটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদনদৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

---

*দশবিধ নামাপরাধ :—এই গ্রন্থের "নামপটল রহস্যে" শ্রীসনৎকুমারের উক্তি দ্রষ্টব্য।

সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বৈ সাধু গুরু আছে কে বা আন॥

বৈরাগী'র কর্ত্তব্য

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে॥

'গৃহস্থ' ও 'বৈরাগী'র প্রতি আদেশ

গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥
বহু-অঙ্গ সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥

বদ্ধ জীবে কৃপা করি কৃষ্ণ হইল নাম ;
কলি-জীবে দয়া করি কৃষ্ণ হইল গৌরধাম ।
একান্ত সরল ভাবে ভজ গৌরজন ;
তবে ত পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া ;
'হরে কৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া ।
অচিরে পাইবে ভাই নামপ্রেমধন ।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে এ আগমন
প্রভুর কুন্দলে জগণ কেঁদে কেঁদে বলে ।
নাম ভজ নাম গাও ভকত সকলে ।

৮। কুটীনাটি ছাড়

সরল মনে 'গোরা' ভজন

গোরা ভজ গোরা ভজ গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই ॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥
মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা কেমনে হৃদয় ঢাকি ॥
গোরা বলে আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত ॥

কপট ভজন

গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটীনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি ॥

নাম লঞা যে করে পাপ হয় অপরাধ।
এর মত ভক্তি আর আছে কিবা বাধ ?
নাম করিতে কষ্ট নাই নাম সহজ ধন।
ওষ্ঠ-স্পন্দ-মাত্রে হয় নামের কীর্ত্তন।
তাহাও না হয় যদি হয় নামের স্মরণ॥
তুণ্ডবন্ধে চিত্তভ্রংশে শ্রবণ তবু হয়।
সর্ব্বপাপ ক্ষয়ে জীবের মুখ্য ফলোদয়॥
বহুজন্ম অর্চ্চনেতে এই ফল ধরে।
কৃষ্ণনাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে॥
কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির সেই শক্তি নহে।
বিধিভঙ্গদোষে ফলহীন শাস্ত্রে কহে॥
সে সব ছাড় ভাই নাম কর সার।
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার॥

কবি কর্ণপূর

ধন্য করি কর্ণপূর স্বগ্রামনিবাসী।
নামের মহিমা কিছু রাখিল প্রকাশি॥
গৌর যারে কৃপা করে বিশ্বে সেই ধন্য।
সপ্তবর্ষ বয়সে হৈল মহাকবি মান্য॥
ধন্য শিবানন্দ কবিকর্ণপূর-পিতা।
মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবত গীতা॥

নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে।
শিবানন্দ ভ্রাতা মোর সম্পদে বিপদে॥
তার ঘরে ভোগ রান্ধি পাক-শিক্ষা হইল।
ভাল পাক করি শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা কৈল।
জগাই বলে সাধুসঙ্গে দিন যায় যার।
সেই মাত্র নামাশ্রয় করে নিরন্তর॥

৯। যুক্ত বৈরাগ্য

বৈরাগ্য দুই প্রকার—'ফল্গু' ও 'যুক্ত'

এক দিন জিজ্ঞাসিলেন গোসাঞী সনাতন।
"যুক্ত বৈরাগ্য কারে বলে প্রভু করুন বর্ণন॥
মায়াবাদী বলে সব কাকবিষ্ঠাসম।
বিষয় জানিলে ন্যাসী হয় সর্ব্বোত্তম॥
বৈষ্ণবের কি কর্ত্তব্য জানিতে ইচ্ছা করি।
কৃপা করি আজ্ঞা কর আজ্ঞা শিরে ধরি"॥
প্রভু বলে বৈরাগ্য হয় দুই ত প্রকার।
'ফল্গু' 'যুক্ত' ভেদে আমি শিখাইনু বার বার॥

ফল্গু

কর্ম্মী জ্ঞানী যবে করে নির্ব্বেদ আশ্রয়।
তার চিত্তে ফল্গুবৈরাগ্য পায় দুষ্টাশয়॥
সংসারেতে তুচ্ছবুদ্ধি আসিয়া তখন।
জড়বিপরীত ধর্ম্মে করে প্রবর্ত্তন॥
কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা আত্মরসাস্বাদ।
জড়বিপরীতধর্ম্মে পায় নিতান্ত অবসাদ॥
ফল্গুবৈরাগীর মন সদা শুষ্ক রসহীন।
নামরূপগুণলীলা না হয় সমীচীন॥

যুক্ত

যুক্তবৈরাগীর ভক্তি হয় ত সুলভ।
কৃষ্ণভক্তি-পূত বিষয় তার ঘটে সব ॥
প্রকৃতির জড় ধর্ম্ম তার চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে।
চিৎ আশ্রয়ে মজে শীঘ্র অপ্রাকৃত ভক্তিরসে ॥
ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায়।
'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' প্রতিজ্ঞা জানায় ॥
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার-ভিতরে ॥
গোলোকের পরম ভাব তার চিত্তে স্ফুরে।
গোকুলে গোলোক পায় মায়া পড়ে দূরে ॥

শুষ্ক বৈরাগ্য অসম্ভব

ওরে ভাই শুষ্ক বৈরাগ্য এবে দূর কর।
যুক্ত বৈরাগ্য আনি সদা হৃদয়েতে ধর ॥
বিষয় ছাড়িয়া ভাই কোথা যাবে বল।
বনে যাবে সেখানে বিষয়জঞ্জাল ॥
পেট তোমার সঙ্গে যাবে, দেহের রক্ষণে।
কত লেঠা হবে তাহা ভেবে দেখ মনে ॥
অকারণে জীবনের শীঘ্র হবে ক্ষয়।
মরিলে কেমনে আর মায়া করবে জয় ॥
যদিও না মর তবু হইবে দুর্ব্বল।
জ্ঞাননাশ হইলে কোথা জ্ঞানের সম্বল ॥

সুতরাং যুক্ত বৈরাগ্য কর্ত্তব্য

ঘরে বসি সদা কাল কৃষ্ণনাম লঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
যথা যোগ্য এই শব্দ দুটীর মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হও
শুদ্ধ ভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধ ভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপট মার্গ ধরে॥
ভাল খায় ভাল পরে করে বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রদিন॥
ভাল শয্যা অট্টালিকা খোঁজে অর্ব্বাচীন।
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি কর দেহের রক্ষণ।
সাত্ত্বিক সেবন কর আসব বর্জ্জন॥
সর্ব্বভূতে দয়া করি কর উচ্চ সংকীর্ত্তন।
দেবসেবা ছল করি বিষয় নাহি কর॥
বিষয়েতে রাগ-দ্বেষ সদা পরিহর।
পরহিংসা কপটতা অন্য সনে বৈর॥
কভু নাহি কর ভাই যদি মোর বাক্য ধর।
নির্জ্জন সুদৃঢ় ভক্তি কর আলোচন॥
কৃষ্ণসেবার সম্বন্ধে দিন করহ যাপন॥

মঠ মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে কর ভাই যেমন অভিলাষ।
অর্থ নাই তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর।
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর।
ভাবেতে কাঁদিয়া বল আমি ত তোমার।
তব পদপদ্ম চিত্তে রহুক আমার॥
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই দৈন্যবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া।
পরিজন পরিকর কৃষ্ণদাস দাসী।
আত্মসম পালনে হইবে মিষ্টভাষী॥
স্মরণ-কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত করিবে যুক্ত বৈরাগী লইয়া॥
কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর।
অথবা দিয়া ত লয় সর্ব্ব সুখের আকর।
শোক-মোহ ছাড় ভাই নাম কর নিরন্তর।
জগাই বলে এভাব গৌরের সনে মোর কেঁদল বিস্তর॥

১০। জাতিকুল

কুল ও ভজনযোগ্যতা

শ্রদ্ধা হইলে নরমাত্র নামের অধিকারী।
জাতিকুলের কর্ক তর্কীর না চলে ভারিভুরি॥
ব্রাহ্মণের সৎকুল না হয় ভজনের যোগ্য।
শ্রদ্ধাবান্ নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য॥

কুলাভিমানী অভক্ত

সংসারের দশকর্ম্মে জাতিকুলের আধিপত্য।
কৃষ্ণভজনে জাতিকুলের না আছে মাহাত্ম্য॥
জাতিকুলের অভিমানে অহঙ্কারী জন।
ভক্তিকে বিদ্বেষ করি যায় নরক-ভবন॥
না মানে বৈষ্ণবভক্ত না মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
অহঙ্কারে করে সদা অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম॥

অভক্ত বিপ্র হইতে ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ

মুচি হঞা কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণকৃপা পায়।
শুচি হঞা ভক্তিহীন কৃষ্ণকৃপা নাহি তায়॥
দ্বাদশ গুণেতে বিপ্র অলঙ্কৃত হঞা।
কৃষ্ণভক্তি বিনা যায় নরকে চলিয়া॥
কৃষ্ণভক্তি যথা, তথা সর্ব্বগুণগণ।
আপন ইচ্ছায় দেহে বৈসে অনুক্ষণ॥

মৃতদেহে অলঙ্কার হয় ঘৃণাস্পদ।
অভক্তের জপতপ বাহ্য সে সম্পদ॥

বিষয়ে রাগদ্বেষ বর্জ্জনীয়

ভজ ভাই একমনে শচীর নন্দন।
জাতিকুলের অভিমান হবে বিসর্জ্জন॥
অভিমান ছাড়িলে ভাই ছাড়িবে বিষয়।
বিষয় ছাড়িলে শুদ্ধ হবে তোমার আশয়॥
বিষয় হইতে অনুরাগ লও উঠাইয়া।
কৃষ্ণপদাম্বুজে রাগে দেহ লাগাইয়া॥
হও তুমি সৎকুলীন তাহে কিবা ক্ষতি।
কুলের অভিমান ছাড়ি হও দীনমতি॥

অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়া

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবানে।
অভিমান দৈন্য নাহি রহে একস্থানে॥
অভিমান নরকের পথ, তাহা যত্নে ত্যজ।
দৈন্যে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে মজ॥

অভিমান-ত্যাগ নিত্যানন্দের দয়াসাপেক্ষ

আহা! প্রভু নিত্যানন্দ কবে করিবে দয়া।
অভিমান ছাড়াঞা মোরে দিবে পদ-ছায়া॥

১১। নবদ্বীপ-দীপক

শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন

ব্রহ্মাণ্ডে ধরণী ধন্য ধরায় গৌড় ক্ষৌণী ধন্য।
গৌড়ে নবদ্বীপ ধন্য দ্বাষ্টক্রোশ জগৎ মান্য॥
মধ্যে স্রোতস্বতী ধন্য ভাগিরথী বেগবতী।
তাহাতে মিলেছে আসি শ্রীযমুনা সরস্বতী॥
তার পূর্ব্বতীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর।
তথায় শ্রীশচীগৃহে শোভে গৌরাঙ্গঠাকুর॥
যে ঠাকুর দ্বাপরের শেষ বৃন্দাবনে বনে।
মহারাসক্রীড়া কৈল রাধিকাদি গোপী সনে॥
পরকীয় মহারাস গোলোকের নিত্যধন।
আনিল ব্রজের সহ নন্দযশোদানন্দন॥
সেই ঠাকুর আবার নিজের যোগ-মায়াপুর।
প্রপঞ্চে আনিল গৌড়ে রসাস্বাদ সুচতুর॥

গৌরাবতারের হেতু

শ্রীকৃষ্ণলীলায় বাঞ্ছাত্রয় না হৈল পূরণ।
শ্রীগৌর লীলায় পূর্ণ কৈল সে সুখ সাধন॥
মোরে প্রণয় করি রাধা পায় কিবা সুখ।
মোর মাধুর্য্য আস্বাদনে রাধার কত যে কৌতুক॥

আমার অনুভবে রাধার সৌখ্য কিপ্রকার।
নায়ক হঞা নাহি বুঝি এ সুখের সার ॥
অতএব রাধার ভাবকান্তি লঞা গৌর হব।
কৃষ্ণমাধুর্য্যাদি ভক্তভাবে আস্বাদ পাইব ॥
এত ভাবি কৃষ্ণ নিজ ধাম লঞা গৌড়-দেশে !
নবদ্বীপে প্রকটিল স্বয়ং আনন্দ-আবেশে ॥

গৌরের ভজনপ্রণালীতে কৃষ্ণভজন

ওরে ভাই সব ছাড়ি বৈস নবদ্বীপপুরে।
গৌরাঙ্গের অষ্টকাল ভজ, দুঃখ যাবে দূরে ॥
অষ্টকালে অষ্টপরকার কৃষ্ণলীলা সার।
গৌরোদিত ভাবে ভজ পাবে প্রেম চমৎকার ॥
কৃষ্ণ ভজিবারে যার একান্ত আছে মন।
গৌড়ের অষ্টকালে ভজ কৃষ্ণরসধন ॥
গৌরভাব নাহি জানে, যে কৃষ্ণ ভজিতে চায়।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব তার কভু নাহি ভায় ॥

আচার্য্য বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহেন

কিবা বর্ণী কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ ॥

অসদ্‌গুরুগ্রহণে সর্ব্বনাশ

আসল কথা ছেড়ে ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্‌গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর ॥

১২। বৈষ্ণবমহিমা

১। কৃষ্ণভক্তি ও তীর্থ

জলময় তীর্থ মৃৎশিলাময় মূর্ত্তি
বহুকালে দেয় জীবহৃদে ধর্ম্মস্ফূর্ত্তি ॥
কৃষ্ণভক্ত দেখি দূরে যায় সর্ব্বানর্থ।
কৃষ্ণভক্তি সমুদিত হয় পরমার্থ ॥

২। সাধুসঙ্গের ফল

সংসার ভ্রমিতে ভব ক্ষয়োন্মুখ যবে।
সাধুসঙ্গসংঘটন ভাগ্যক্রমে হবে ॥
সাধুসঙ্গফলে কৃষ্ণে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে।
ভাবোদয় হয় ভাই জীবের অন্তরে ॥

৩। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত

সেই ত প্রাকৃত ভক্ত দীক্ষিত হইয়া।
কৃষ্ণার্চ্চন করে বিধিমার্গেতে বসিয়া ॥
উত্তম মধ্যম ভক্ত না করে বিচার।
শুদ্ধ ভক্তে সমাদর না হয় তাহার ॥

৪। মধ্যম ভক্ত

কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা আর।
শুদ্ধভক্তদ্বেষী জনে উপেক্ষা যাঁহার ॥

তিহোঁ ত প্রকৃত ভক্তিসাধক মধ্যম।
অতি শীঘ্র কৃষ্ণ বলে হইবে উত্তম ॥

৫। উত্তম ভক্ত

সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের ভাব সন্দর্শন।
ভগবানে সর্ব্বভূত করেন দর্শন ॥
শত্রুমিত্রবিষয়েতে নাহি রাগদ্বেষ।
তিহোঁ ভাগবতোত্তম এই গৌর উপদেশ ॥

৬। উত্তম ভক্তের বিষয়-স্বীকার

বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে করিয়া স্বীকার
রাগদ্বেষহীন ভক্তি জীবনে যাঁহার ॥
সমস্ত জগৎ দেখি বিষ্ণুমায়াময়।
ভাগবতগণোত্তম সেই মহাশয় ॥

৭। তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালন

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি যুক্ত সবে।
জন্ম নাশ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় উপদ্রবে ॥
অনিত্য সংসার ধর্ম্মে হঞা মোহহীন।
কৃষ্ণ স্মরি কাল কাটে ভক্ত সমীচীন ॥

৮। তাঁহার কর্ম্ম দেহযাত্রার্থে মাত্র —কামের জন্য নহে

যাঁর চিত্তে নিরন্তর যশোদানন্দন।
দেহযাত্রামাত্র কামকর্ম্মের গ্রহণ ॥

কামকর্ম্মবীজরূপ বাসনা তাঁহার।
চিত্তে নাহি জন্মে এই ভক্তিতত্ত্বসার ॥

৯। হরিজন দেহাত্মবুদ্ধিহীন

জন্ম-কর্ম্ম-বর্ণাশ্রম দেহের স্বভাব।
তাহে সঙ্গ দ্বারা হয় 'অহং মম'-ভাব ॥
দেহসত্ত্বে অহং মম-ভাব নাহি যাঁর।
হরিপ্রিয়জন তিহোঁ করহ বিচার ॥

১০। সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন

বিত্ত সত্ত্বে তাহে ছাড়ি স্বপরভাবনা।
তুমি আমি সত্ত্বভেদে মিত্রারিকল্পনা ॥
সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি শান্ত যেই জন।
ভাগবতোত্তম বলি তাঁহার গণন ॥

১১

কৃষ্ণপাদপদ্মে সেই সুরমুগ্য ধন।
ভুবনবৈভব লাগি না ছাড়ে যে জন ॥
কৃষ্ণপদস্মৃতি নিমেষার্দ্ধ নাহি ত্যজে।
বৈষ্ণব-অগ্রণী তিহোঁ পরানন্দে মজে ॥

১২। ভক্ত ত্রিতাপমুক্ত

কৃষ্ণপদশাখানখমণিচন্দ্রিকায়।
নিরস্ত সকল তাপ যাঁহার হিয়ায় ॥

সে কেন বিষয়সূর্য্যতাপ অন্বেষিবে।
হৃদয় শীতল তার সর্ব্বদা রহিবে ॥

১৩। উত্তম ভক্তের অন্যান্য লক্ষণ

যে বেঁধেছে প্রেমছাঁদে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি কমল।
নাহি ছাড়ে হরি তার হৃদয় সরল ॥
অবশেও যদি মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
ভাগবতোত্তম সেই পূর্ণ সর্ব্ব কাম।

১৪

স্বধর্ম্মের গুণদোষ বুঝিয়া যে জন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ ॥
সেই ত উত্তম ভক্ত কেহ তার সম।
না আছে জগতে আর ভাগবতোত্তম ॥

১৫

কৃষ্ণের স্বরূপ আর নামের স্বরূপ।
ভক্তের স্বরূপ আর ভক্তির স্বরূপ ॥
জানিয়া ভজন করে যেই মহাজন।
তার তুল্য নাহি কেহ বৈষ্ণব সুজন ॥

১৬

স্বরূপ না জানে তবু অনন্যভাবেতে।
শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভজে নামস্বরূপেতে ॥
তিঁহো ভক্তোত্তম বলি জানিবেরে ভাই।
এই আজ্ঞা দিয়াছেন চৈতন্য গোসাঞি

১৩। গৌরদর্শনের ব্যাকুলতা

গৌরাঙ্গ তোমার, চরণ ছাড়িয়া,
চলিনু শ্রীবৃন্দাবনে।
পূর্ব্ব লীলা তব, দেখিব বলিয়া,
হইল আমার মনে॥
কেন সেই ভাব, হইল আমার,
এখন কাঁদিয়া মরি।
তোমারে না দেখি, প্রাণ ছাড়ি যায়,
না জানি এবে কি করি॥
ও রাঙ্গা চরণ, মম প্রাণ ধন,
সমুদ্রবালিতে রাখি।
কি দেখিতে আইনু, নিজ মাথা খাইনু,
উড়ু উড়ু প্রাণপাখী॥
যত চলি যাই, মন নাহি চলে,
তবু যাই জেদ করি।
প্রেমের বিবর্ত্ত, আমারে নাচায়,
না বুঝিয়া আমি মরি॥
গৌরাঙ্গের রঙ্গ, বুঝিতে নারিনু,
পড়িনু দুঃখসাগরে।
আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা,
মন যে কেমন করে॥

গৌরাঙ্গের তরে, প্রাণ দিতে যাই,
না হয় মরণ তবু।
মরিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে,
খাই মাত্র হাবুডুবু॥
সে চন্দ্রবদন, দেখিবার লোভে,
শীঘ্র উঠি সিন্ধুতটে।
পুন নাহি দেখি, প্রাণ উড়ি যায়,
চলি পুন টোটাবাটে॥
গোপীনাথাঙ্গনে, দেখি গোরামুখ,
পড়ি অচেতন হঞা।
পণ্ডিত গোঁসাঞি, মোরে লঞা রাখে,
দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞা॥
গৌর গদাধর, বসিয়া দুজনে,
বলেন আমার কথা।
অমনি কাঁদিয়া, যাই গড়াগড়ি,
না বিচারি যথা তথা॥
ক্ষণেক বিরহ, সহিতে না পারি,
গৌর মোর হৃদে নাচে।
মরিতে না দেয়, বাঁচিলে কোন্দল,
কিসে মোর প্রাণ বাঁচে॥
হেন অবস্থায়, গৌরপদ ছাড়ি,
মোর বৃন্দাবন আসা।

এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি,
ইহ-পরলোক-নাশা ॥
আজ্ঞা লইনু যাইতে, আজ্ঞা না পালিলে,
তাতে হয় অপরাধ।
গোরাচাঁদমুখ, না দেখিয়া মরি,
সব দিকে মোর বাধ ॥
গোরাপ্রেম যার, শঙ্কট তাহার,
প্রাণ লঞা টানাটানি।
গদাধরগণে, এই ত দুর্দ্দশা,
সবে করে কাণাকাণি ॥

১৪। বিপরীত বিবর্ত্ত

নবদ্বীপ-দর্শনে বৃন্দাবন-দর্শন

ভাইরে বৃন্দাবনে যাওয়া আর হলো না।
গোরামুখ না দেখিয়া, গোরারূপ ধেয়াইয়া,
পথ ভুলি যাই অন্য দেশ ॥
সেখান হইতে ফিরি, পুন যাই ধীরি ধীরি,
পুন আসি দেখি সে প্রদেশ ॥
এইরূপে কত দিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে,
না জানি কি হবে দশা মোর।
বৃক্ষতলে বসি বসি, কাটি আমি অহর্নিশি,
কভু মোর নিদ্রা আসে ঘোর ॥
স্বপ্নে বহু দূর গিয়া, সিন্ধুতটে প্রবেশিয়া,
দেখি গোরার অপূর্ব্ব নর্ত্তন।
গদাধর নাচে সঙ্গে, ভক্তবৃন্দ নাচে রঙ্গে,
গায় গীত অমৃতবর্ষণ ॥
নৃত্যগীত-অবসানে, গোরা মোর হাত টানে,
বলে, "তুমি ক্রোধে ছাড়ি গেলে।
আমার কি দোষ বল, তব চিত্ত সুচঞ্চল,
ব্রজে গেলে আমা হেথা ফেলে ॥
আইস আলিঙ্গন করি, তব বক্ষে বক্ষ ধরি,
ছাঁড়ো মুঞি চিত্তের বিকার।

মধ্যাহ্নে করিয়া পাক, দেহ মোরে অন্ন শাক,
ক্ষুন্নিবৃত্তি হউক আমার ॥
ছাড়িয়া জগদানন্দে, মোর মন নিরানন্দে,
ভোজনাদি লইল কত দিন।
কি বুঝিয়া গেলে তুমি, দুঃখেতে পড়িনু আমি,
জগা মোরে সদা দয়াহীন ॥
শীঘ্র ব্রজ নিরখিয়া, আইস তুমি সুখী হঞা,
মোরে দেহ শাকান্ন ব্যঞ্জন।
তবে ত বাঁচিব আমি, তাতে সুখী হইবে তুমি,
ক্রোধে মোরে না ছাড় কখন ॥"
নিদ্রা ভাঙ্গি দেখি আমি, বহুদূর ব্রজভূমি,
নিকটেতে জাহ্নবীপুলিন।
আহা! নবদ্বীপধাম, নিত্য গৌরলীলাগ্রাম,
ব্রজসার অতি সমীচীন ॥
আনন্দেতে মায়াপুরে, প্রবেশিনু অন্তঃপুরে,
নমি আমি আইমাতা-পদ।
গৌরাঙ্গের কথা বলি, শীঘ্র আইলাম চলি,
দেখি নবদ্বীপ সুসম্পদ ॥
ভাবিলাম বৃন্দাবন, করিলাম দরশন,
আর কেন যাব দূর দেশ।
গৌর দরশন করি, সব দুঃখ পরিহরি,
ছাড়ি দিব বিরহজ ক্লেশ ॥

১৫। শ্রীনবদ্বীপে পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা

যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গচরিত।
তাহা লিখি, হইলেও ক্রম-বিপরীত॥

গৌরাঙ্গ-প্রসাদ

শচী আই একদিন বড় যত্ন করি।
গোরা-অবশিষ্ট-পাত্র মোরে দিল ধরি॥
আমি খাইলাম যেন অমৃতাস্বাদন।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ পাঞা আহ্লাদিত মন॥
কভু কি করিব আমি সে ভূরি ভোজন।
আবোনা অচ্যুত শাক আইয়ের রন্ধন॥
মোচাঘণ্ট, কচুশাক, তাহে ফুলবড়ি।
মানচাকি, নিম্বপটোল, আর দধি কড়ি॥
ভোজনে আনন্দমতি, চলিলাম হংসগতি,
নিতাই-গৌরাঙ্গগণ সঙ্গে।

গাদিগাছা গ্রামে গমন

গঙ্গাতীরে তীরে যাই, গাদিগাছা গ্রাম পাই,
হরিনাম গানের প্রসঙ্গে॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ বায়, বাসুঘোষ নাম গায়,
নাচে গদাধর বক্রেশ্বর।

হরিবোল-রব শুনি, চারিদিকে হুলুধ্বনি,
গোরাপ্রেমে সবে মাতোয়ার ॥
নাচ গান নাহি জানি, তবু নাচি ঊর্দ্ধপাণি,
গৌরাঙ্গ নাচায় অঙ্গে পশি।
সুরতালবোধ নাই, তবু নাচি তবু গাই,
কি জানি কি জানে গৌরশশী ॥

তথায় গোপগণের সেবা

গাদিগাছা গ্রামে আসি, গোপপল্লী মাঝে পশি,
গোরা বলে "শুন ভক্তগণ।
দহকূলে বিচরণ, আজি মোদের বিচরণ,
বৃক্ষমূলে করিব শয়ন ॥
এই বটবৃক্ষতলে, গাভী আছে কুতূহলে,
গোপ সহ করিব বিহার"।
বহু গোপগণ আইল, দধি, ছানা, ননী দিল,
পথশ্রম না রহিল আর ॥
নৃসিংহানন্দের সঙ্গে, প্রদ্যুম্ন আইল রঙ্গে,
পুরুষোত্তমাচার্য্য মিলিল।
মৃদঙ্গের বাদ্যরবে, গৃহ ছাড়ি আইল সবে,
হরিধ্বনি গগনে উঠিল ॥

ভীম গোপ

ভীম নামে গোপ এক পরম উদার।
অগ্রসর হঞা বলে "শুনহ গোহার ॥

আমার জননী শ্যামা গোয়ালিনী ধন্যা।
গঙ্গানগরের সাধু গোয়ালার কন্যা ॥
শচী আইকে মা বলিয়া সদা করে সেবা।
সে সম্পর্কে তুমি আমার মাতুল হইবা ॥
চল মামা মোর ঘরে চল দল লঞা।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কর আনন্দিত হঞা ॥
দধিদুগ্ধ যাহা কিছু রাখিয়াছে মা।
সব খাওয়াইব আর টীপে দিব পা ॥"

গৌরাঙ্গের ভীমের গৃহে গমন—ক্ষীর-ভোজন

নাছোড় হইয়া যবে সকলে ধরিল।
গোপপ্রেমে গোরা গোপগৃহেতে চলিল ॥
শ্যামা গোয়ালিনী তবে উলুধ্বনি দিয়া।
সকলকে গোয়ালঘরে দিল বসাইয়া ॥
শ্যামা বলে "পণ্ডিত দাদা কেমন আছেন মা
"ভাল, ভাল" বলি গোরা নাচাইল গা ॥
কলাপাতা পাতি শ্যামা দেয় দধিক্ষীর।
ভক্তগণ লঞা নিমাঞি ভোজনে বসে ধীর ॥

"গোরাদহ"

ভোজন সমাপি চলে সেই দহের তীরে।
হরিগুণগান সবে করে ধীরে ধীরে ॥

রামদাস গোপ আসি করে নিবেদন।
দহের জল পান নাহি করে গাভীগণ ॥

দহে নক্র

নক্র এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দহের জলে।
জল না খাইয়া গাভী ডাকে হাম্বা বোলে ॥
তাহা শুনি গোরা করে শ্রীনামকীর্ত্তন।
কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইল নক্র ততক্ষণ ॥

নক্র নহে, দেবশিশু

শীঘ্র করি উঠিয়া আইল গোরা-পায়।
পদস্পর্শে দেবশিশু পরিদৃশ্য হয় ॥
কাঁদি সেই দেবশিশু করেন স্তবন।
নিজ দুঃখকথা বলে আর করয় রোদন ॥

নক্ররূপী দেবশিশুর পূর্ব্ব বিবরণ

দেব শিশু বলে "প্রভু দুর্ব্বাসার শাপে।
নক্ররূপে ভ্রমি আমি সর্ব্বলোক কাঁপে।
কাম্যবনে মুনিবর শুতিয়া আছিল।
চঞ্চলতা করি তার জটা কাটি নিল ॥
ক্রোধে মুনি কহে 'তুমি পাঞা নক্ররূপ।
চারি যুগ থাক কর্ম্মফল-অনুরূপ' ॥
তবে কাঁদিলাম আমি মিনতি করিয়া।
দয়া করি মুনি মোরে কহিল ডাকিয়া ॥

'ওরে দেবশিশু, যবে শ্রীনন্দনন্দন।
নবদ্বীপে হইবেন শচীপ্রাণধন ॥
তাঁহার কীর্ত্তনে তোমার শাপ-ক্ষয় হবে।
দিব্য দেহ পেয়ে তবে ত্রিপিষ্টপ যাবে ॥'

দেব শিশুর স্তব

জয় জয় শচীসুত পতিতপাবন।
দীনহীন-অগতির গতি মহাজন ॥
চৌদ্দ ভুবনে ঘোষে সুকীর্ত্তি তোমার।
আমা হেন অধমেরে করিলে উদ্ধার ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বধামসার।
এখানে হইলে কলি-পাবনাবতার ॥
কলিজীব উদ্ধারিবে দিয়া হরিনাম।
আসিয়াছ, মহাপ্রভু! তোমাকে প্রণাম ॥
চারি যুগ আছি আমি নক্ররূপ ধরি।
এবে উদ্ধারিলে তুমি পতিতপাবন হরি ॥
তব মুখে হরিনাম পরম মধুর।
স্থাবরাস্থাবর জীব তারিলে প্রচুর ॥
আজ্ঞা দেও যাই আমি ত্রিপিষ্টপ যথা।
মাতা পিতা দেখি সুখ পাইব সর্ব্বথা ॥"

দেবশিশুর স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বস্থানে গমন

এত বলি প্রণমিয়া দেবশিশু যায়।
কীর্ত্তনের রোল তবে উঠে পুনরায় ॥

মধ্যাহ্ন হইল দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রভুসঙ্গে মায়াপুর করিল গমন।
মহাপ্রভুর এই লীলা যে করে শ্রবণ,
ব্রহ্মশাপমুক্ত হয় সেই মহাজন॥

গোরাদহ দর্শনের ফল

সেই হইতে গোরাদহ নাম পরচার।
কালীয়দহের ন্যায় হইল তাহার॥
সেই দহ দর্শনে স্পর্শনে পাপক্ষয়।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় সর্ব্ববেদে কয়॥
সেই গোপগণ দেখ মহাপ্রেমানন্দে।
গৌরাঙ্গে করিল হেথা মামা বলি স্কন্ধে॥
সকলে দেখিল প্রভুর পূর্ব্বাহ্ন-বিহার।
তঁহি মধ্যে দেহে রামকৃষ্ণলীলাসার॥
দেখে গোবর্দ্ধন তথা মানসঙ্গাহ্নবীপুলিন।
কৃষ্ণগোচারণলীলা অতি সমীচীন॥
গোপগণ জানিল যে নিমাঞি-চরিত।
শ্রীনন্দনন্দনলীলা নিজ সমীহিত।

পীরিতি কিরূপ ?

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রশ্ন

একদিন রঘুনাথ স্বরূপে জিজ্ঞাসে।
"কি বস্তু পীরিতি ? মোরে শিখাও আভাসে॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে প্রীতি বর্ণিল।
সে প্রীতি বুঝিতে মোর শক্তি না হইল॥
তাঁহাদের বাক্যে বাহ্যে বুঝে যে পীরিতি।
সে কেবল স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ের রীতি॥
সে কেমনে পরমার্থমধ্যে গণ্য হয়।
প্রাকৃত কামকে কেন অপ্রাকৃত কয়॥
মহাপ্রভু তোমার সঙ্গে সেই সব গান।
করেন সর্ব্বদা তার না পাই সন্ধান॥
প্রভু তব হস্তে মোরে করিল সমর্পণ।
আজ্ঞা কৈল শিখাও একে নিগূঢ় তত্ত্বধন॥

প্রীতিতত্ত্ব

কৃপা করি প্রীতিতত্ত্ব মোরে দেহ বুঝাইয়া।
কৃতার্থ হইব মুঞি সংশয় ত্যজিয়া॥"

—উত্তর

স্বরূপ বলিল "ভাই রঘুনাথদাস।
নিভৃতে তোমারে তত্ত্ব করিব প্রকাশ॥

আমি কিবা রামানন্দ অথবা পণ্ডিত।
কেহ না বুঝিবে তত্ত্ব প্রভুর উদিত॥
তবে যদি গৌরচন্দ্র জিহ্বায় বসিয়া॥
বলাইবে নিজতত্ত্ব সকৃপ হইয়া॥
তখনই জানিবে হইল সুসত্য প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দ পাবে রঘুনাথ দাস॥

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, রায়ের গীতি
এসব অমূল্য শাস্ত্র জান।
এসবে নাহিক কাম, এসব প্রেমের ধাম
অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান॥
স্ত্রী-পুরুষ-বিবরণ, যে কিছু তাঁহি বর্ণন
সে সব উপমামাত্র সার।
প্রাকৃত-কাম-বর্ণন তাহে কৃষ্ণ অদর্শন,
অপ্রাকৃত করহ বিচার॥
কি পুরুষ কিবা নারী, এ তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
জড়দেহে করে রসরঙ্গ।
সে গুরু কৃষ্ণের ভাণে, শুদ্ধ রীতি নাহি জানে,
তাহার ভজন মায়ারঙ্গ॥

কৃষ্ণপ্রেম

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।

নির্ম্মল সে অনুরাগ, নাহি তাহে জড়দাগ,
শুক্লবস্ত্র শূন্যমসীবিন্দু ॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
জড়দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
(শুদ্ধ দেহ না হয় উদয় ॥)
দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ,
সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করে ক্রন্দন, স্ব সৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করে ইহা, জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রেম যার হয়, তার রিতার চিন্ময়,
অনুভাব দেহেতে প্রকাশ।
সাত্ত্বিকাদি ব্যভিচারী, চিন্ময় স্বরূপ ধরি,
চিৎস্বরূপে করয়ে বিলাস ॥
ধন্য সেই লীলাশুক, কৃষ্ণ তারে হয়ে সম্মুখ,
দিল ব্রজের অপ্রাকৃত রস।
ছাড়িল এদেহ-রঙ্গ, প্রাকৃতালম্বন ভঙ্গ,
তাহে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, ছাড়ি পূর্ব্ব রসাভাস,
অপ্রাকৃত রস লাভ কৈল।
পূর্ব্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাড়ি প্রেমবশ,
হঞা, কৃষ্ণভজন লভিল ॥

তুচ্ছ রসে মাতওয়ার, না পায় কৃষ্ণরসসার,
নহে বংশীবদনালম্বন।
জড় দেহে সাজে সাজ, মাথায় তার পড়ে বাজ,
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ॥
সেই তুচ্ছ রস ত্যজি, শ্রীনন্দনন্দন ভজি,
দেখে কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন।
নিজে গোপীদেহ পায়, ব্রজবনে বেগে যায়,
পূর্ব্ব সঙ্গ করয় ত্যজন॥

তথাহি মহাপ্রভুর শ্লোক :—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

ব্রজগোপী ব্যতীত পীরিতি বুঝে না

পীরিতি পীরিতি পীরিতি বলে পীরিতি বুঝিল কে?
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে ব্রজগোপী হয় সে॥
পীরিতি বলিয়া তিনটী আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহাতে পশিল, সেই যে মজিল, কি তার কলঙ্কলাজে
ব্রজে গোপী হঞা, চিদ্দেহ স্মরিয়া জড়ের সম্বন্ধ ছাড়ে।
বিষয়ে আশ্রয়ে, শুদ্ধ আলম্বন, পারকীয় রস বাড়ে।
ব্রজ বিনা কোথাও নাহি পারকীয় ভাব।
বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মীতে তার সদা অসম্ভাব॥

সহজিয়ার প্রীতি

সংসারে যতেক, পুরুষ রমণী,
আলম্বনদোষে সদা।
রক্তমাংসদেহে, আরোপ করিতে,
নারকী হয় সর্ব্বদা॥
অতএব তা'রা, সহজ সাধনে,
কৃষ্ণকৃপা যবে পায়।
জড়দেহগন্ধ, ছাড়িয়া সে সব,
চিদানন্দরসে ধায়॥

রায় রামানন্দের প্রীতি

প্রকৃত সহজ শ্রীকৃষ্ণভজন,
করে রামানন্দ রায়।
সুবৈধ সাধনে, এ জড় দেহেতে,
সুযুক্ত বৈরাগ্য ভায়॥
বিশুদ্ধ দেহেতে, ব্রজে কৃষ্ণ ভজে,
মহাপ্রভু-কৃপা পাঞা।
নাটকাভিনয়ে, দেবদাসীশিক্ষা,
সঙ্গদোষশূন্য হঞা॥

প্রীতিশিক্ষার অধিকার কাহার ?

রামানন্দ বিনা, তাহে অধিকার,
কেহ নাহি পায় আর।

পরস্ত্রীদর্শন, স্পর্শন, সেবন,
বুদ্ধি হৃদে আছে যার।
পীরিতি-শিক্ষায়, জানিবে নিশ্চয়,
নাহি তার অধিকার॥

স্ত্রীপুরুষবুদ্ধি থাকিতে প্রীতিসাধন অসম্ভব।

কভু এ সংসারে, স্ত্রী-পুং ব্যবহারে,
না হয় পীরিতি-ধন।
চর্ম্মসুখ যত, অনিত্য নিয়ত,
নহে নিত্য সংঘটন॥
গোপীভাব ধরি, চিদ্ধর্ম্ম আচরি,
পীরিতি সাধিবে যেই॥
স্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার,
ভিতরে গোপিনী সেই॥
বাহিরে সজ্জন, ধর্ম্ম আচরণ,
আমরণ বৈধাচার।
অন্তরেতে গোপী, চিত্তে কৃষ্ণ সেবে,
কেবল পীরিতি তার॥
"ষঃ কৌমার হর," ইত্যাদি কবিতা,
কেবল উপমাস্থল।
নায়ক নায়িকা, চিৎস্বরূপ হঞা,
কৃষ্ণ ভজে সুনির্ম্মল।

জড়েতে এই ভাব আরোপ, নরক,
—কলির ছলনা

কেহ যদি বলে ইহা আরোপ চিন্তায়।
পরপুরুষেতে কৃষ্ণভজন উপায়॥
চৈতন্য আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি নরক বলি মানি॥
জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা সমূহ দুর্ম্মতি॥
কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয়।
ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধঃপথে যায়॥
সুকৃতি পুরুষমাত্র উপমা বুঝিয়া।
স্বীয় অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণ ভজে গিয়া॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি আদি মহাজন।
পূর্ব্ববুদ্ধি দূরে রাখি করিল ভজন॥
সে সবার শেষ বাক্যে চিন্ময়ী পীরিতি।
আছে তবু নাহি বুঝে দুস্কৃতির রীতি॥
রঘুনাথ, এ বিষয়ে করহ বিচার।
তোমা হেন ভক্ত প্রচারিবে সদাচার॥
এ বিষয় একবার প্রভুকে জানাঞা।
চিত্ত দৃঢ় করি লও দৃঢ় কর হিয়া"॥
তবে রঘুনাথ শ্রীমৎপ্রভুপদে গিয়া।
তাঁরে ঠোরে জিজ্ঞাসিল বিনীত হইয়া॥

প্রভু তারে আজ্ঞা দিল আমার সম্মুখে।
রঘুনাথ আজ্ঞা পেয়ে ভজে মনসুখে॥

শ্রীরঘুনাথ প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা ঃ—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী, মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"
এই আজ্ঞা পাঞা রঘু বুঝিল তখন।

পীরিতি না হয় কভু জড়েতে সাধন॥

"মানসেতে সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
সেই দেহে রাধানাথের করিবে সেবন॥
অমানী মানদ ভাবে অকিঞ্চন হঞা।
বৃক্ষ হেন সহিষ্ণুতা আপনে করিয়া॥
বাহ্যদেহে কৃষ্ণনাম সর্ব্বকাল গায়।
অন্তর্দ্দেহে থাকে রাধাকৃষ্ণের সেবায়॥
ভাল খাওয়া ভাল পরা পরিত্যাগ করি।
প্রাণবৃত্তি দ্বারা জড়দেহযাত্রা ধরি॥

মর্কট বৈরাগী

এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণ বুদ্ধ্যারোপ।
মর্ক্কট বৈরাগী করে সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ॥

প্রভু বলিয়াছেন "মর্কট বৈরাগী সে জন।
বৈরাগীর প্রায় থাকি করে প্রকৃতি সম্ভাষণ॥

বিশুদ্ধ বৈরাগী

বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন যাপন॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাকপত্রফলমূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

ভক্তভেদে আচারভেদ

আর দিনে শ্রীস্বরূপ রঘুনাথে কয়।
"তোমারে নিগূঢ় কিছু কহিব নিশ্চয়॥

ভজনবিহীন ধর্ম্ম কেবল কৈতব

যে বর্ণেতে জন্ম যার, যে আশ্রমে স্থিতি।
তত্তদ্ধর্ম্মে দেহযাত্রা এই শুদ্ধ নীতি॥
এইমতে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে একান্ত হইয়া॥
সেই সে সুবোধ সুধার্ম্মিক সুবৈষ্ণব।
ভজনবিহীন ধর্ম্ম কেবল কৈতব॥
কৃষ্ণ নাহি ভজে, করে ধর্ম্ম-আচরণ।
অধঃপথে যায় তার মানব-জীবন॥
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য অসম্ভাষ্য দিবানিশি॥

সম্বন্ধজ্ঞানলাভ ও যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়

সকলেই করিবেন যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়।
কৃষ্ণ ভজিবেন বুঝি সম্বন্ধ নিশ্চয়॥
সম্বন্ধনির্ণয়ে হয় আলম্বনবোধ।
শুদ্ধ-আলম্বন হৈলে হয় প্রেমের প্রবোধ॥

প্রেমে কৃষ্ণ ভজে সেই বাপের ঠাকুর।
প্রেমশূন্য জীব কেবল ছাঁচের কুকুর ॥
কৃষ্ণভক্তি আছে যার বৈষ্ণব সে জন।
গৃহ ছাড়ি ভিক্ষা করে, না করে ভজন ॥
বৈষ্ণব বলিয়া তারে না কর গণন ॥
অন্য-দেব-নির্ম্মাল্যাদি না করে গ্রহণ।
কর্ম্মকাণ্ডে কভু না মানিবে নিমন্ত্রণ ॥

গৃহী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার

গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে বৈষ্ণববিচার ॥
দুঁহ ভক্তি-অধিকারী পৃথক্ আচার ॥
দুঁহার চাহিয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য-বিধান।
সুজ্ঞান সুভক্তি দুঁহার সমপরিমাণ ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য

গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা স্বধর্ম্মে অর্জ্জিবে।
আতিথ্যাদি সেবা যথাসাধ্য আচরিবে ॥
বৈধপত্নীসহবাসে নহে ভক্তিহানি।
সার্ষপ সুতৈল ব্যবহারে দোষ নাহি মানি ॥
দধি দুগ্ধ স্মার্ত্ত-উপচরিত আমিষ।
যুক্ত বৈরাগীর হয় গ্রহণে নিরামিষ ॥
গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে।
আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে ॥

ঐকান্তিক নামাশ্রয় তাহার মহিমা।
গৃহস্থ বৈষ্ণবের নাহি মাহাত্ম্যের সীমা॥
পরহিংসা ত্যাগ, পর উপকারে রত।
সর্ব্বভূতে দয়া গৃহীর এইমাত্র ব্রত॥

গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য

বৈরাগী বৈষ্ণব প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকারি।
অসঞ্চয় স্ত্রীসম্ভাষণশূন্য, ভজে হরি॥
এইরূপ আচারভেদে সকল বৈষ্ণব।
কৃষ্ণ ভজি পায় কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৈভব॥

বৈষ্ণবের কুটীনাটী নাই

গৃহী হউক ত্যাগী হউক ভক্তে ভেদ নাই।
ভেদ কৈলে কুম্ভীপাকে নরকেতে যাই॥
মূল-কথা, কুটীনাটী ব্যবহার যার।
বৈষ্ণবকুলেতে সেই মহাকুলাঙ্গার॥
সরল ভাবেতে গঠি নিজ ব্যবহার।
জীবনে মরণে কৃষ্ণভক্তি জানি সার॥
কুটীনাটী কপটতা শাঠ্য কুটীলতা।
না ছাড়িয়া হরি ভজে তার দিন গেল বৃথা॥
সেই সব ভাগবত কদর্থ করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি ভুলাইয়া॥

ভাগবত-শ্লোক যথা:—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
লম্পট পাপিষ্ঠ আপনাকে কৃষ্ণ মানি।
কৃষ্ণলীলা অনুকৃতি করে ধর্ম্মহানি॥

শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণ সেবা

শুদ্ধভক্ত ভক্তভাবে চিৎস্বরূপ হঞা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবে সখীভাব লঞা॥
কৃষ্ণভাবে তৎপর হয় যে পামর।
কুম্ভীপাক প্রাপ্ত হয় মরণের পর॥

অন্তরঙ্গ ভক্তি দেহে নহে—আত্মায়

অন্তরঙ্গ ভক্তি মনে, দেহে কিছু নয়।
কুটীনাটী বলে মূঢ় আচরণ হয়॥
সেই সব অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি।
কৃষ্ণ ভজে শুদ্ধভক্ত সিদ্ধদেহ ধরি॥
ভক্তসব প্রকৃতি হইয়া মজে কৃষ্ণপায়।

কৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি

পুরুষ একলে কৃষ্ণ, দাস মহাশয়"॥
রঘুনাথদাস তবে বিনীত হইয়া।
স্বরূপেরে নিবেদন করে দু'হাত জুড়িয়া॥

"বল, প্রভু, আছে এক জিজ্ঞাস্য আমার।
স্বধর্ম্মবিহীনভক্তি সর্ব্বভক্তিসার॥

গৃহস্থ ও স্বধর্ম্ম

তবে কেন গৃহস্থ থাকিবে স্বধর্ম্মেতে।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া ভক্তি পারে ত করিতে"॥
স্বরূপ বলে "শুন, ভাই, ইহাতে যে মর্ম্ম।
বলিব তোমাকে আমি শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম॥
স্বধর্ম্মে জীবনযাত্রা সহজে ঘটয়।
পরধর্ম্মে কষ্ট আছে, স্বাভাবিক নয়॥
স্বধর্ম্মে ভক্তির অনুকূল যাহা হয়।
তাই ভক্তিমান্ জন গ্রহণ করয়॥
যাহা যখন ভক্তি-প্রতিকূল হঞা যায়।
তাহা ত্যাগ করিলে ত শুদ্ধভক্তি পায়॥
অতএব স্বধর্ম্মনিষ্ঠা চিত্ত হইতে ত্যজি।
ভক্তিনিষ্ঠা করিলেই সাধুধর্ম্ম ভজি॥
স্বধর্ম্মত্যাগের নাম নিষ্ঠাপরিহার।
নিয়মাগ্রহ দূর হইলে হয় বৈষ্ণব-আচার॥

কৃষ্ণস্মৃতি বিধি, কৃষ্ণবিস্মৃতি নিষেধ

নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি মূলবিধি ভাই।
শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি যাহে, নিষেধ মূল তাই"॥
তবে রঘুনাথ বলে "কথা এক আর।
আজ্ঞা হয় শুনি যাহে বৈষ্ণব-বিচার॥

শ্রীঅচ্যুতগোত্র ও স্বধর্ম্ম

শ্রীঅচ্যুতগোত্র বলি বৈষ্ণব-নির্দ্দেশ।
ইহার তাৎপর্য্য কিবা ইথে কি বিশেষ ॥
স্বরূপ বলে "গৃহী, ত্যাগী উভয়ে সর্ব্বথা।
এই গোত্রে অধিকারী নাহিক অন্যথা ॥
শ্রীঅচ্যুতগোত্রে থাকে শুদ্ধভক্ত যত।
স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় কভু নাহি হয় রত ॥
সংসারের গোত্র ত্যজি কৃষ্ণগোত্র ভজে।
সেই নিত্যগোত্র তার, যেই বৈসে ব্রজে ॥
কেহ বা স্বদেহে বৈসে ব্রজগোপী হঞা।
কেহ বা আরোপ সিদ্ধমানসে লইয়া ॥

প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ

(১) প্রবর্ত্ত (২) সাধক (৩) সিদ্ধ তিন যে প্রকার
বুঝিতে পারিলে বুঝি ভক্তিধর্ম্মসার ॥
'কনিষ্ঠাধিকারী' হয় 'প্রবর্ত্তে' গণন।
'মধ্যমাধিকারী' 'সাধক' ভক্ত মহাজন ॥
'উত্তমাধিকারী' হয় 'সিদ্ধ মহাশয়।
হৃদয়ে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা কভু না করয় ॥
মধ্যমাধিকারী আর উত্তমাধিকারী।
সকলে অচ্যুতগোত্র দেখহ বিচারি ॥

আরোপ

রঘুনাথ বলে "এবে আরোপ বুঝিব।
তাৎপর্য্য বুঝিয়া সব সন্দেহ ত্যজিব॥
দামোদর বলে "শুন, আরোপ-সন্ধান।
ইহাতে চাহিয়ে ভক্তিস্বরূপের জ্ঞান॥

ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি—

ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি করহ বিচার।
(১) 'আরোপ-সিদ্ধা' (২) 'সঙ্গ-সিদ্ধা' (৩) 'স্বরূপ-সিদ্ধা' আর॥

—(১) আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি কনিষ্ঠাধিকারীর

আরোপ-সিদ্ধার কথা বলিব প্রথমে।
সুস্থির হইয়া বুঝ চিত্তের সংযমে॥
বদ্ধ বহির্ম্মুখ জীব বিষয়ীপ্রধান।
জড়সঙ্গমাত্র করি করে অবস্থান॥
জড়সুখ জড়দুঃখ নিয়ত তাহার।
প্রাকৃত সংসর্গ বিনা কিছু নাহি আর॥
অপ্রাকৃত বলি কিছু নাহি পায় জ্ঞান॥
অপ্রাকৃত তত্ত্ব মনে নাহি পায় স্থান॥
নিজে অপ্রাকৃত বস্তু তাহাও না জানে।
অরক্ষিত শিশু যেন সদাই অজ্ঞানে॥
কোন ভাগ্যে কোন জন্মে সুকৃতির ফলে।
শ্রদ্ধার উদয় হয় হৃদয়কমলে॥

প্রথম সন্ধানে শুনে, আমি কৃষ্ণদাস।
এ সংসার হইতে উদ্ধারে করে আশ ॥

কৃষ্ণার্চ্চন

গুরু বলে 'শুন, বাছা, কর কৃষ্ণার্চ্চন'।
কৃষ্ণার্চ্চনে তবে তার ইচ্ছা-সংঘটন ॥
কৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত প্রভু, এই মাত্র শুনে।
কৃষ্ণস্বরূপ অপ্রাকৃত তাহা নাহি জানে ॥
নিজ চতুর্দ্দিকে যাহা করে দরশনে।
তাঁহি মধ্যে ইষ্ট যাহা বুঝি দেখ মনে ॥
ইষ্টদ্রব্যে ইষ্টমূর্ত্তির করয় পূজন।
এই স্থলে হয় তার আরোপ-চিন্তন ॥
মনুষ্যমূরতি এক করিয়া গঠন।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে করয়ে অর্চ্চন ॥
আরোপ-বুদ্ধ্যে ভাবে সব অপ্রাকৃত ধন।
আরোপ চিন্তিয়া কভু অপ্রাকৃতাপন ॥
ইহাতে যে কর্ম্মার্পণ আরোপের স্থল।
আরোপে ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে পায় বল ॥
এই ত আরোপ-সিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ।
কনিষ্ঠাধিকারীর হয় এই সমর্চ্চন ॥

তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্ত্তিপূজা

তত্ত্বটী বুঝিয়া যবে শ্রীমূর্ত্তি পূজয়।
তবে মধ্যম অধিকার হয় ত উদয় ॥

উত্তমাধিকারে আরোপের নাহি স্থান।
মানসে অপ্রাকৃত তত্ত্বের পায় ত সন্ধান ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমচক্ষে হেরি।
প্রাণেশ্বরে ভজে পূর্ব্ব-আরোপ দূর করি ॥
ভক্তি স্বভাবতঃ নহে হেন কর্ম্মার্পণে।
আরোপসিদ্ধা ভক্তিমধ্যে হয় ত গণনে ॥

(১) আরোপ-সিদ্ধার মূল তত্ত্ব

আরোপ-সিদ্ধার এক মূলতত্ত্ব এই।
জড়বস্তু জড়কর্ম্ম ভক্তিভাবে লই ॥
জড়বস্তু জড়কর্ম্মমধ্যে ঘৃণ্য যাহা।
অর্পণেও ভক্তি নাহি হয় কভু তাহা ॥
উপাদেয় ইষ্ট বলি কর্ম্মার্পণ করে।
'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলি বলিব তাহারে ॥
মায়াবাদে অর্চ্চনাঙ্গ আরোপ-লক্ষণ।
ভক্তিবাদে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির দর্শন।

—(২) সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি

এবে শুন 'সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি' যেইরূপ।
শুদ্ধজ্ঞান সুবৈরাগ্য সঙ্গসিদ্ধার স্বরূপ ॥
যথা ভক্তি তথা যুক্তবৈরাগ্য শুদ্ধজ্ঞান।
সাহচর্য্যে সঙ্গসিদ্ধ বুঝহ সন্ধান ॥
দৈন্য দয়া সহিষ্ণুতা ভক্তি-সহচর।
সঙ্গসিদ্ধ-ভক্তি-অঙ্গ জান অতঃপর ॥

—(৩) স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি

সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য্য যাহাতে নিশ্চয়।
'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'র ক্রিয়া তাহাই হয় ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি নববিধ ভজন।
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলি তন্নামকীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণেতে সাক্ষাৎ তাহাদের মুখ্যগতি।
আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধার গৌণভাবে স্থিতি ॥
স্বতঃসিদ্ধ আত্মবৃত্তি শুদ্ধাভক্তি সার।
বদ্ধজীবে মনোবৃত্তে উদয় তাহার ॥
কৃষ্ণোন্মুখ জড়দেহে তাহার বিস্তৃতি।
এ জগতে ভক্তিদেবীর এইরূপ স্থিতি ॥

ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া

সেই ভক্তি 'স্বরূপসিদ্ধা' সাক্ষাৎ ক্রিয়া যথা।
'সঙ্গসিদ্ধা' সহচর সাহায্যে সর্ব্বথা ॥
'আরোপসিদ্ধা' হয় যথা প্রাকৃত বস্তু ক্রিয়া
অপ্রাকৃত ভাবে সাধে প্রাকৃত নাশিয়া" ॥
স্বরূপের উপদেশে বুঝে রঘুনাথ।
পীরিতি স্বরূপতত্ত্ব জগাইয়ের সাথ ॥

শ্রীএকাদশী

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
শুদ্ধা একাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম সুকীর্ত্তনে,
দিবস রজনী কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে "একমনে, কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন॥
কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ডপরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণকথা"।
যথা তথা পড়ি সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্ব্বথা॥
হেনকালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্ব্বভৌমসাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু অগ্রেতে ধরিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া॥

প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রাতঃস্নান সবে করি,
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ।
করি হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন ॥—

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীএকাদশী

"সর্ব্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্ব্বকালে মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ ॥
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব্ববেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা" ॥

শ্রীমহাপ্রভুর বিচার

প্রভু বলে "ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ-পূজনকরি, পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিনে নাহি রয় ॥
শ্রীহরিবাসর দিনে, কৃষ্ণনামরসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।

অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন ॥
প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুক্লা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ ভোজন ॥
অনুকল্পস্থানমাত্র, নিরন্ন প্রসাদপাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-ছলেতে তারা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপপুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসরব্রত ॥
ভক্তি-অঙ্গ সদাচর, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তি-দেবী-কৃপা-লাভ হবে।
অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত কর
নামব্রতে একাদশী তবে ॥
প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে ॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ ॥
যে অঙ্গের যেই দেশকালবিধিব্রত
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত ॥

সর্ব্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন ॥
একাদশী-দিনে নিদ্রাহার বিসর্জ্জন।
অন্য দিনে প্রসাদ নির্ম্মাল্য সুসেবন ॥"
শুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দরব,
দণ্ডবৎ পড়িলেন তবে।
স্বরূপাদি রামানন্দ, পাইলেন মহানন্দ,
'উড়িয়া' 'গৌড়িয়া' ভক্ত সবে ॥
ওহে ভাই, গৌরাঙ্গ আমার প্রাণধন।
অকৈতবে ভজ তাঁরে, যাবে তবে ভবপারে,
শীতল হইবে তনুমন ॥

শ্রীনামভজন ও একাদশী এক

শ্রীনামভজন আর একাদশী ব্রত।
একতত্ত্ব নিত্য জানি হও তাহে রত ॥

নামরহস্যপটল

একদা গৌরাঙ্গচাঁদ চন্দ্রলোক পাঞা।
সমুদ্রের তীরে আইল ভক্তবৃন্দ লঞা॥
হরিদাস-সমাজের উপকণ্ঠে বসি।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলে গৌরশশী॥

শ্রীনামই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন

"শুন হে ভকতবৃন্দ, কলিকালের ধর্ম্ম।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কর্ম্ম॥
কর্ম্মজ্ঞানযোগ ধ্যান দুর্ব্বল সাধন।
অপ্রাকৃত সম্পত্তিলাভের নহে ক্রম॥
ধর্ম্মব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই প্রাকৃত।
অপ্রাকৃত তত্ত্বলাভে নাহি করে হিত॥
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে শ্রবণে।
অপ্রাকৃতসিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে॥
শ্রীনামরহস্য সর্ব্বশাস্ত্রেতে দেখিবা।
নাম-উচ্চারণমাত্র চিৎসুখ লভিবা॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ১৮ অধ্যায়, নামরহস্যপটলং যথা :—

শ্রীশৌনক উবাচ

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতং।
যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদং।
তদ্বদস্বাধুনা সূত বিধানং নামকীর্ত্তনে॥ ১

শ্রীসূত উবাচ

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষসাধনং।
নারদঃ পৃষ্টবান্ পূর্ব্বং কুমারং তদ্বদামি তে ॥
একদা যমুনাতীরে নিবিষ্টং শান্তমানসং।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ নারদোরচিতাঞ্জলিঃ ॥
শ্রুত্বা নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মব্যতিকরাং স্তথা ॥ ২

শ্রীনারদ উবাচ

যোঽসৌ ভগবতা প্রোক্তো ধর্ম্মব্যতিকরো নৃণাং।
কথং তস্য বিনাশঃ স্যাদুচ্যতাং ভগবৎপ্রিয় ॥ ৩
এই পটলের অর্থ কিছু বিশেষ করিয়া।
বলি স্বরূপ রামানন্দ শুন মন দিয়া ॥

শ্রীনামকীর্ত্তন কি ?—'উচ্চারণ'

"উচ্চারণ" শব্দে বুঝ শ্রীনামকীর্ত্তন।
'করে' বা মালায় সংখ্যা করে ভক্তগণ ॥
সংখ্যা ছাড়ি অসংখ্য নাম কভু কভু হয়।
'উচ্চারণ' শব্দে এসব জানহ নিশ্চয় ॥

জপ ও কীর্ত্তন

লঘূচ্চারে 'জপ' হয়, উচ্চারে 'কীর্ত্তন'।
স্মরণ কীর্ত্তনে সব হয় ত গণন ॥
কিপ্রকারে নাম কৈলে সুকীর্ত্তন হয়।
শ্রীনামকীর্ত্তনে তাহা বিধান নিশ্চয় ॥

কীর্ত্তন সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য

শ্রীনামকীর্ত্তন হয় জীবের নিত্যধর্ম্ম।
জগতে বৈকুণ্ঠে জীবের এই মুখ্য কর্ম্ম ॥
মায়াবদ্ধ জীবের এই মোক্ষ সাধন হয়।
মুক্তজীবের পক্ষে তাহা সাধ্যাবধি রয় ॥

ভক্তিহীন শুভকার্য্য ত্যাজ্য

ধর্ম্ম শাস্ত্র-উক্ত ভক্তিহীন ধর্ম্মযত।
ভক্ত্যুদ্দেশ বিনা আর যতপ্রকার ব্রত ॥
ভক্ত্যুত্থিত বিরাগ ব্যতীত যত ত্যাগ।
ভক্তি-প্রতিকূল যজ্ঞ প্রাকৃত বিভাগ ॥
এই সব শুভকর্ম্ম সম্বন্ধবিচারে।
ভক্তি-অনুকূল বলি শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥
কলিকালে সেই সব জড়ধর্ম্ম হইল।
ভক্তি-আনুকূল্য ত্যজি ধর্ম্ম নষ্ট ভেল ॥
অতএব কলিকালে নামসংকীর্ত্তন।
বিনা আর ধর্ম্ম নাই শুন ভক্তগণ ॥
সে ধর্ম্মের ব্যতিকর যাহাই দেখিবে।
তাহাই বর্জ্জিবে যত্নে ভক্তির প্রভাবে ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ

শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্ম্মবিৎ।
যৎ পৃষ্টং লোকনির্ম্মুক্তিকারণং তমসঃ পরম্ ॥ ৪

তুমি ত নারদ শ্রীগোবিন্দধর্ম্মবেত্তা।
গোবিন্দের প্রিয়, মায়াবন্ধনের ছেত্তা॥
লোকনির্ম্মুক্তির হেতু জিজ্ঞাসা তোমার;
তব প্রশ্নোত্তরে জীব হবে তমঃ পার॥

কলিতে সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম তমোময়। নামধর্ম্ম বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয়॥

অতএব

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুন্যপরাঃ পাপাশ্চ যে নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বেঽধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুদ্ধাঃ ভবন্তি দ্বিজ ॥ ৫

নামে সর্ব্বপাপক্ষয়

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে শরণ যে লয়।
তার সর্ব্বপাপ নামে নিশ্চয় হয় ক্ষয়॥
কৃষ্ণনাম লয়ে কাঁদে নিজ দোষ বলে
অতি শীঘ্র তার পাপ যায় ভক্তিবলে॥

কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তে বাসনা নষ্ট হয় না

কর্ম্মজ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে তার কিবা ফল।
সে ফল দুর্ব্বল অতি, তার নাহি বল॥
এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয়।
বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয়॥

হেন পাপ স্মার্ত্তশাস্ত্রে না আছে বর্ণন।
এক কৃষ্ণনামে যাহা না হয় খণ্ডন॥
তবে কেন স্মার্ত্তলোক প্রায়শ্চিত্ত করে?
সুকৃতি-অভাবে তার কর্ম্মে মতি হরে॥
কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তে কভু বাসনা না যায়।
জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তে শোধে বাসনা হিয়ায়॥

বাসনার মূল অবিদ্যা ভক্তিতে বিনষ্ট হয়

পুনঃ কিছুদিনে সে বাসনা হয় স্থূল।
ভক্তিতে অবিদ্যা যায় বাসনার মূল॥
যে জন গোবিন্দপদে লইয়া শরণ।
নাম লয় কাকুভরে করয় রোদন॥
তার পক্ষে শ্রীমুখের বাক্য সুমধুর।
জীবের মঙ্গল, গীতায় দেখহ প্রচুর॥

শ্রীগীতা :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

অতএব কর্ম্মাঙ্গ প্রায়শ্চিত্তাদি পরিহরি।
বুদ্ধিমান্ জন ভজে প্রাণেশ্বর হরি ॥

অতএব

নামের ফল

তমপি দেবকরং করুণাকরং স্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিকরং পরং ॥
অতিচরন্তাপরাধপরা জনা য ইহ তাম্বপতি ধ্রুবনাম হি ॥ ৬

কৃষ্ণনাম দয়াময় কৃষ্ণতেজোময়।
স্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিদাতা সুনিশ্চয় ॥
নাম-অপরাধী তাহে করে অপরাধ।
অতিচার আসি নামধর্ম্মে করে বাধ ॥
সেই মহা-অপরাধীর দোষ, নামে হয় ক্ষয়।
নাম বিনা জীববন্ধু জগতে না হয় ॥

শ্রীনারদ উবাচ

কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতা।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ ॥ ৭

নামাপরাধ

ওহে গুরু সনৎকুমার কৃপা করি বল।
নামে অপরাধ যতপ্রকার সকল ॥
নামরূপ মহাকৃত্য জীবের নিশ্চয়।
সেই কৃত্য যাহে সাধকের নষ্ট নয় ॥

নামকে প্রাকৃত করি সাধন করাঞা।
সামান্য প্রাকৃত ফলে দেয় ফেলাইয়া॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ ৮

নামাপরাধ হইতে মুক্তি

দশটী নামাপরাধ ভিন্ন ভিন্ন করি।
বুঝিয়া লইলে নাম-অপরাধে তরি॥
এই শ্লোকে দুই অপরাধের বিচার।
করিয়া করহ শুদ্ধ নামের আচার॥
একান্ত-নামেতে আশ্রয় আছে যাঁর।
সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার॥
জড়কর্ম্মজ্ঞানচেষ্টা ছাড়ি সেই জন।
শুদ্ধভক্তিভাবে নাম করেন উচ্চারণ॥
নামের প্রচার একা তাঁহা হৈতে হয়।
তাঁর নিন্দা কৃষ্ণনাম কভু না সহয়॥

সাধুনিন্দা

সে সাধুর নিন্দা, তাঁতে লঘু-বুদ্ধি যার।
বড় অপরাধ নামে নিশ্চয় তাহার॥

যত্নে এই অপরাধ করিয়া বর্জ্জন।
সেই সাধু-সঙ্গ-বলে করহ ভজন ॥ ক

শ্রীনাম নামী একতত্ত্ব

মঙ্গলস্বরূপ বিষ্ণু পরতত্ত্ব হরি।
অপ্রাকৃত স্বরূপেতে শ্রীব্রজবিহারী ॥
তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত।
তাঁহার স্বরূপ হৈতে ভিন্ন নহে তত্ত্ব ॥
নাম নামী এক তত্ত্ব অপ্রাকৃত ধর্ম্ম।
এ জড় জগতে তার নাহি আছে মর্ম্ম ॥
এই শুদ্ধজ্ঞানলাভ ভক্তিবলে হয়।
তর্কে বহু দূর, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
নিজ শুদ্ধসাধন, আর সাধুগুরুবল।
দুইয়ের সংযোগে লভি এ তত্ত্বমঙ্গল ॥
এই তত্ত্বসিদ্ধি যত দিন নাহি হয়।
ততদিন প্রাকৃতবুদ্ধি কভু না ছাড়য় ॥
ততদিন নাম করি না পাই স্বরূপ।
নামাভাসমাত্র হয় ভজনবিরূপ।
বহুযত্নে লভ ভাই স্বরূপের সিদ্ধি।
শুদ্ধনামোচ্চারে পাবে পরংপদ-বুদ্ধি ॥
যত্নসহ নিরন্তর নামাভাসে হরি।
নামেতে স্বরূপসিদ্ধি দিবে কৃপা করি।

২. কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর, শিবাদি তাঁহার অংশ

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ, তাহে জানিবে নিশ্চয়।
শিবাদি দেবতা তাঁর অংশরূপ হয়॥
সেই সেই দেবের নামাদি গুণরূপ।
কৃষ্ণশক্তিদত্ত সিদ্ধ জানহ স্বরূপ॥
এরূপ জানিলে শিববিষ্ণুতে অভেদে।
জন্মিবে স্বরূপবুদ্ধি গায় সর্ব্ববেদে॥
ভেদবুদ্ধি-অপরাধ যত্নেতে ত্যজিবে।
গুরুকৃপাবলে তবে শ্রীনাম ভজিবে॥ খ

গুরোবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ৯

৩. গুরু-কর্ণধারে অনাদর

কৃপা করি যেই জন হরি দেখাইল।
হরিনাম পরিচয় করাইয়া দিল॥
সেই মোর কর্ণধার গুরু মহাশয়।
তাঁহারে অবজ্ঞা কৈলে নামাপরাধ হয়॥ ক
হীনজাতি পাণ্ডিত্যরহিত মন্ত্রহীন।
নামের গুরুতে হেন বুদ্ধি অর্ব্বাচীন॥

৫. শ্রুতিশাস্ত্রে অনাদর

যেই শ্রুতিশাস্ত্র নামের ব্রহ্মত্ব দেখায়।
অপার মাহাত্ম্য নামের জগতে জানায় ॥
তারে অনাদর করি কর্ম্মাদি প্রশংসে।
শ্রুতিনিন্দা বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে ভাষে ॥ খ

৫ নামে কল্পনাবুদ্ধি

নাম নিত্যধন সদা চিন্ময় অগাধ।
তাহাতে কল্পনাবুদ্ধি গুরু অপরাধ ॥ গ

৬. নামবলে পাপবুদ্ধি

নামবলে পাপবুদ্ধি হৃদয়ে যাহার।
সতত উদয় হয় সেই ত অসার ॥ ঘ

৭. নামে অর্থবাদ

রোচনার্থা ফলশ্রুতি কর্ম্মমার্গে সত্য।
ভক্তিমার্গে নামফল সর্ব্বকালে নিত্য ॥
অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য সীমাহীন।
তাতে যার অর্থবাদ সেই অর্ব্বাচীন ॥ ঙ

এই সব অপরাধ বর্জ্জনে নামের কৃপা

এই পঞ্চ অপরাধ বর্জ্জিবে যতনে।
তবে ত নামের কৃপা লভিবে সাধনে ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ১০

৪. সর্ব্ব শুভকর্ম্ম প্রাকৃত

বর্ণাশ্রমময় ধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে যত।
দর্শপৌর্ণমাসী আদি তপোময় ব্রত ॥
দণ্ডী মুণ্ডী সন্ন্যাসাদি ত্যাগের প্রকার।
নিত্য নৈমিত্তিক হোম আদির ব্যাপার ॥
অষ্টাঙ্গ ষড়ঙ্গ যোগ আদি শুভ কর্ম্ম।
সকলই প্রাকৃত তত্ত্ব এই সত্য মর্ম্ম ॥
উপায়রূপেতে তারা উপেয় সাধয়।
না সাধিলে জড় বই কিছু আর নয় ॥

শ্রীনাম উপায়, উপেয়

নাম কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্যাপার।
সাধনে উপায়তত্ত্ব সাধ্যে উপেয়-সার ॥
অতএব নামতত্ত্ব বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড়োপায় কর্ম্ম সহ সাম্য কভু নয় ॥

কর্ম্ম জ্ঞান সহ নাম তুল্য নহে

কর্ম্মজ্ঞান সহ নামে সাম্যবুদ্ধি যথা।
নাম-অপরাধ গুরুতর ঘটে তথা ॥ ক

৭. অবিশ্বাসী জনে নাম উপদেশ

নামে যার বিশ্বাস না জন্মিল ভাগ্যাভাবে।
তাকে নাম উপদেশি অপরাধ পাবে ॥ খ

এই দুই অপরাধ সদ্গুরুকৃপায়।
বহু যত্নে ছাড়ি ভাই নামধন পায় ॥

10. শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং-মমাদিপরমো মাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥ ১১

নামের মাহাত্ম্য সব শুনি শাস্ত্র হৈতে।
তবু তাহে রতি যার নৈল কোনমতে ॥
অহংতামমতা-বুদ্ধি দেহেতে করিয়া।
লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাতে রহিল মজিয়া ॥
পাপে রত হঞা পাপ ছাড়িতে না পারে।
নামে যত্ন করি চেষ্টা করিবারে নারে ॥
সাধুসঙ্গে মতি নহে অসাধু বিষয়ে।
সুখ পায় বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াইয়ে ॥
এই ত নামাপরাধ ঘটনা তাহার।
নামে রুচি নাহি পায় কৃষ্ণের সংসার ॥ ক
এই দশ অপরাধ নামাপরাধ হয়।
নামধর্ম্মে বাধা দেয় সুমঙ্গলক্ষয় ॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদোঽপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ১২

পাপ তাপ অপরাধ জীবের যত হয়।
শ্রীহরিসংশ্রয়ে সব সদ্য হয় ক্ষয় ॥

কলির সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণের সংসার কর

কলির সংসার ছাড়ি কৃষ্ণের সংসার।
অকৈতবে করে যেই অপরাধ নাহি তার॥

দীক্ষাকালে অকৈতবে আত্মনিবেদনে সর্ব্বপাপক্ষয়

পূর্ব্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে।
হরিদীক্ষামাত্রে সেই সব পাপে তরে॥
অকৈতবে করে যবে আত্মনিবেদন।
কৃষ্ণ তার পূর্ব্ব পাপ করেন খণ্ডন॥
প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তার নাহি হয়।
দীক্ষামাত্র পাপক্ষয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
নিরপটে হর্য্যাশ্রয় করে যেই জন।
সর্ব্ব অপরাধ তার বিনষ্ট তখন॥
আর পাপতাপে কভু রুচি নাহি হয়।
পুণ্য পাপ দূরে যায়, মায়া করে জয়॥

সেবা-অপরাধ

তবে তার কভু হয় সেবা-অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ॥
সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণনামের আশ্রয়।
নামাশ্রয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয়॥

নামকৃপা হৈলে জীব সর্ব্বশুদ্ধি পায়।
কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধসেবার আশ্রয়॥

সর্ব্বদা নামাপরাধ বর্জ্জনীয়

কিন্তু যদি নাম-অপরাধ তার হয়।
তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয়॥
সর্ব্বজীববন্ধু নাম, তাঁর অপরাধ।
কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাপ্ত্যে হয় বাধ॥
নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্নে করি।
লভে জীব সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় হরি॥

এবং নারদ শঙ্করেণ কৃপয়া মহ্যং মুনীনাং পরং
প্রোক্তং নাম সুখাবহং ভগবতো বর্জ্জ্যং সদা যত্নতঃ।
যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জ্জয়ন্তি সহসা নামাপরাধান্দশ
কুদ্ধা মাতরমপ্যভোজনপরাঃ খিদ্যন্তি তে বালবৎ॥ ১৩

আমি পূর্ব্বে শিবলোকে শঙ্করসন্নিধানে।
নাম-অপরাধ-কথা জিজ্ঞাসিলাম মুনে॥
বহুমুনিগণ মধ্যে শম্ভু কৃপা করি।
আমায় উপদেশ করে কৈলাস উপরি॥
ভগবানের নাম সর্ব্বজীবসুখাবহ।
তাতে অপরাধ সর্ব্ব-অমঙ্গল-বহ॥
মঙ্গল লভিতে যার ইচ্ছা আছে মনে।
সদা নাম-অপরাধ বর্জ্জিবে যতনে॥

সাধুগুরুসন্নিধানে বহু দৈন্য ধরি।
দশ-অপরাধ-তত্ত্ব লবে শিক্ষা করি॥
অপরাধগুলি যত্নে জানিয়া ত্যজিবে।
সত্বরে শ্রীহরিনামে প্রেম উপজিবে॥
নাম পেয়ে অপরাধ বর্জ্জন না করে।
সহসা তাহারে দশ অপরাধ ধরে॥

অপরাধ বর্জ্জন না করিয়া নাম করা মূঢ়তা

অপরাধ বুঝিয়া যে বর্জ্জনে উদাসীন।
তার দুঃখ নিরন্তর, সেই অর্ব্বাচীন॥
মায়ে ক্রোধ করি বালক না করে ভোজন।
সুপথ্য অভাবে সদা ক্লেশের ভাজন॥
সেইরূপ অপরাধ বর্জ্জন না করি।
নাম করে মূঢ় নিজ শিব পরিহরি।

অপরাধবিমুক্তোহি নাম্নি জপ্তং সদাচার।
নাম্নৈব তব দেবর্ষে সর্ব্বাং সেৎস্যতি বাঞ্ছিতা॥ ১৪

সনৎকুমার বলে "ওহে দেবর্ষিপ্রবর।
নিরপরাধে নাম জপ সদাই আচর॥
নাম বিনা অন্য পন্থা নাহি প্রয়োজন।
নামেতে সকল সিদ্ধি পাবে তপোধন"॥

শ্রীনারদ উবাচ।

সনৎকুমার প্রিয় সাহসানাং
বিবেকবৈরাগ্যবিবর্জ্জিতানাং।
দেহপ্রিয়ার্থাত্মপরায়ণানা
মুক্তাপরাধাঃ প্রভবন্তি নো কথং। ১৫

ওহে সনৎকুমার তুমি সিদ্ধ হরিদাস।
অনায়াসে করিলে নামরহস্যপ্রকাশ॥

সাধকের নামাপরাধ বর্জ্জনোপায়

সাধক আমরা আমাদের বড় ভয়।
অপরাধ-ত্যাগে যত্ন কিরূপেতে হয়॥
বিষয় মোদের বন্ধু তাহার সাহসে।
করিবে সকল কর্ম্ম বদ্ধ মায়াপাশে॥
বিবেকবৈরাগ্যশূন্য দেহ প্রিয়জন।
অর্থস্বরূপে মোরা সদা পরায়ণ॥
কিরূপে সাধক-মনে অপরাধ দশ।
নাহি উপজিবে তাহা করহ প্রকাশ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ

জ্ঞাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে বৈ কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণোভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি হি॥ ১৬

নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয়।
তখনই নামাপরাধের সদ্য হয় ক্ষয়॥
তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ।
তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাধ॥
অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন।
নামসংকীর্ত্তন তবে করিবে অনুক্ষণ॥
নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে।
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে॥

নামই উপায়

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়।
অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয়॥
এ বিষয়ে মূলতত্ত্ব বলি হে তোমায়।
বুঝহ নারদ তুমি বেদে যাহা গায়॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ১৭

যার মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণ নাম।
যাহার স্মরণপথে এক নাম গুণধাম॥
যার শ্রোত্রমূলে তাহা প্রবেশ করিবে।
ব্যবহিত রহিত হৈলে অমনই তারিবে॥

'ব্যবহিত' এই শব্দে দুই অর্থ হয়।
অক্ষরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয়॥
অবিদ্যার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ।
নাম নামী একভাবে অবিদ্যা বিনাশ॥
ব্যবহিত-রহিত হৈলে শুদ্ধনামোদয়।
বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধিক্রমে দোষ নাহি হয়॥
অপ্রাকৃত নামে কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি দিল।
কালাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল॥
সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থায় শুদ্ধ নাম কর।
সর্ব্ব শুভোদয় হবে সর্ব্বাশুভ-হর॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক নামগ্রহণ

এমত অপূর্ব্ব নাম সঙ্গযুক্ত যথা।
শীঘ্র শুভফলদাতা না হয় সর্ব্বথা॥
দেহ, ধন, জন, লোভ, পাষণ্ড সঙ্গ ক্রমে॥
ব্যবহিত জন্মে জীব পড়ে মহাভ্রমে॥
অতএব সকলের অগ্রে সঙ্গ ত্যজি।
অনন্যশরণ লঞা নামমাত্র ভজি॥
নামকৃপাবলে হবে প্রমাদ রহিত।
অপরাধ দূরে যাবে হইবেক হিত॥
অপরাধমুক্ত হঞা লয় কৃষ্ণনাম।
প্রেম আসি নাম সহ করিবে বিশ্রাম॥

অপরাধীর নামলক্ষণ কৈতব নিশ্চয়।
সে সঙ্গ যতনে ছাড়ি কর নামাশ্রয়॥

ইদং রহস্যং পরমং পুরা নারদ শঙ্করাৎ।
শ্রুতং সর্ব্বাশুভহরমপরাধনিবারকং॥
বিষ্ণুবিপ্রাভিধানং যে হ্যপরাধপরা নরাঃ
তেষামপি ভবেন্মুক্তিঃ পঠনাদেব নারদ॥ ১৮

সনৎকুমার বলে "ওহে দেবর্ষিপ্রবর।
পূর্ব্বে শ্রীশঙ্কর মোরে হঞা দয়াপর॥
শ্রীনামরহস্য সর্ব্ব-অশুভ-নাশন।
অপরাধ-নিবারক কৈল বিজ্ঞাপন॥
অপরাধপর জন বিষ্ণুনাম জানি।
পাঠ করিলেই মুক্তি লভে ইহা মানি"

নামরহস্যপটল প্রচার

ওহে স্বরূপ, রামরায়, এ নামরহস্য-
পটল যতনে প্রচার করিবে অবশ্য॥
কলিতে জীবের নাহি অন্য প্রতিকার।
নামরহস্যেতে পার হইবে সংসার॥
পূর্ব্বে মুঞি 'শিক্ষাষ্টকে' যে তত্ত্ব কহিল।
এবে ব্যাসবাক্যে তাহা পুন দেখাইল॥
যতনে রহস্যপটল প্রচারিবে সবে।
সর্ব্বক্ষণ আলোচিয়া নাম লবে তবে॥

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে শ্রীনামভজন

পৃথিবীর শিরোমণি ছিল হরিদাস
এই নামরহস্য সব করিল প্রকাশ।
প্রচারিল আচরিল এই নামধর্ম্ম।
নামের আচার্য্য হরিদাস, জান মর্ম্ম।
হরিদাসের অনুগত হইয়া শ্রীনাম।
ভজিলে যে জন সেই নিত্যসিদ্ধকাম।

নাম-মহিমা

একদিন কৃষ্ণদাস কাশীমিশ্রের ঘরে
আপন গোচারি কিছু কহিল প্রভুরে ॥
আজ্ঞা হয় শুনি কৃষ্ণনামের মহিমা।
যে মহিমার ব্রহ্মা শিব নাহি জানে সীমা ॥
প্রভু বলে "কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব জীব ছার ॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥
সর্ব্বপাপপ্রশমক সর্ব্বব্যাধিনাশ।
সর্ব্বদুঃখবিনাশন কলিবাধাহ্রাস ॥
নারকি-উদ্ধার আর প্রারব্ধ-খণ্ডন।
সর্ব্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে সর্ব্বক্ষণ ॥
সর্ব্ব-সৎ-কর্ম্মের পূর্ত্তি নামের বিলাস।
সর্ব্ববেদাধিক নামসূর্য্যের প্রকাশ ॥
সর্ব্বতীর্থের অধিক নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সকল সৎকর্ম্মাধিক্য নামেতে উদয় ॥
সর্ব্বার্থপ্রদাতা নাম, সর্ব্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্ব্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য সর্ব্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা॥
নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গপ্রধান।
শ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ॥

নাম সর্ব্বপাপবিনাশক

সর্ব্বপাপনাশ করা নামের একধর্ম্ম।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম্ম॥
পাপী অজামিল দেখ বিবশ হইয়া।
হরিনাম উচ্চারিল 'নারায়ণ' বলিয়া॥
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত।
সে সকল হইতে মুক্ত হইল সাম্প্রত॥

ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে ঃ—

অঘং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি
যদ্ব্যাজহার বিবশো নামস্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥

স্ত্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মদ্যরত।
গুরুপত্নীগামী মিত্রদ্রোহী চৌর্য্যব্রত॥
এ সবের পাপ আর অন্য পাপচয়।
হরিনাম উচ্চারণে সব পরিষ্কৃত হয়॥
পাপসুনিষ্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত সদ্গতি॥

তত্রৈব

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণো র্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥

ব্রতাদি নামের নিকট তুচ্ছ

চান্দ্রায়ণ ব্রত আদি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে।
পাপ হইতে পাপীকে নাহি সেরূপ নিস্তারে।
কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে।
সর্ব্বপাপ হইতে পাপী মুক্ত হয় তবে॥

ভাগবতে ঃ—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈ র্ব্রহ্মবাদিভি
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ॥
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥

সংকেতে বা হেলায় নামগ্রহণ

সংকেত বা পরিহাস স্তোভ হেলা করি।
নামাভাসে কভু যদি বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
অশেষপাতক তার দূরে যায় তবে।
শ্রীবৈকুণ্ঠে নীত হয় যমদূতের পরাভবে॥

ভাগবতে ঃ—

সাংকেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং পরম্॥

পড়ি খসি ভগ্নদষ্ট দগ্ধ বা আহত।
হইয়া বিবশে বলে 'আমি হৈনু হত'
'কৃষ্ণ' 'হরি' 'নারায়ণ নাম মুখে ডাকে।
যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাহাকে॥

তত্রৈব

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাম

অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে।
সর্ব্ব পাপ ভস্ম হয় যথা কাষ্ঠ অগ্নাপনে

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ

বর্ত্তমান পাপ আর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত
ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত।
অনায়াসে হবে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে।
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে॥

লঘু ভাগবতে :—

বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দকীর্ত্তনানলঃ॥

দ্রোহকারীর মুক্তি

মহীতলে সজ্জনের প্রতি পাপাচারে।
নামকীর্ত্তনেতে মুক্তি লভে সর্ব্ব নরে॥

সদাদ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে।
জায়তে পাবনো ধন্যো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

কোটি প্রায়শ্চিত্ত নামতুল্য নহে

শাস্ত্রে কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত আছে কহে।
কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের তুল্য কেহ নহে।

কৌর্ম্মে :—

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে॥

নামগ্রহণকারীর পাপ থাকে না

হরিনামে যত পাপনির্হরণ করে।
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে॥

নাম্নোহস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

মনোবাক্‌কায়জ পাপ তত নাহি হয়।
করিতে গোবিন্দ-নামে নাহি হয় ক্ষয়॥

স্কান্দে ঃ—

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনং ॥

নামে সর্ব্বরোগনাশ

নামে সর্ব্বব্যাধিধ্বংশ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ওগো স্বামেশ্বরী ভক্ত বলিছে তোমায় ॥
সত্য সত্য বলি লহ বিশ্বাস করিয়া।
অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ এই নাম উচ্চারিয়া।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে।
সর্ব্বরোগনাশ হবে শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥

বৃহন্নারদীয়ে ঃ—

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥

নামে মহাপাতকী পংক্তিপাবন হয়

মহাপাতকীও অহর্নিশ হরিগানে।
শুদ্ধ হয়ে গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে ॥

ব্রহ্মাণ্ডে ঃ—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্নীশং হরিং।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥

ভয় ও দণ্ড নিবারণ

মহাব্যাধি-ভয়ও বা রাজদণ্ড-ভয়।
নারায়ণ-সংকীর্ত্তনে নিরাভয় হয়।

বহ্নিপুরাণে ঃ—

মহাব্যাধি-সমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ॥
সর্ব্বরোগ সর্ব্বক্লেশ উপদ্রব সনে।
অরিষ্টাদিবিনাশ হয় হরি-উচ্চারণে॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ঃ—

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরেন্নামানুকীর্ত্তনং॥
যথা অতিবায়ুবলে মেঘ দূরে যায়।
সূর্য্যোদয়ে তমোনাশে অবশ্যই পায়॥
তথা সংকীর্ত্তিত নাম জীবের ব্যসন।
দূর করে স্বপ্রভাবে এ ব্যাসবচন॥

দ্বাদশস্কন্ধে ঃ—

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥
আর্ত্ত বা বিষণ্ণ শিথিলমনা ভীত।
ঘোরব্যাধিক্লেশে আর নাহি দেখে হিত॥
'নারায়ণ' 'হরি' বলি করে সংকীর্ত্তন।
নিশ্চয় বিমুক্তদুঃখ সুখী সেই জন॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি॥

অসীম শক্তিমান্ বিষ্ণু, তাঁহার কীর্ত্তনে।
যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূত-প্রেতগণে ॥
বিনায়ক-ডাকিন্যাদি হিংস্রক সমস্ত।
পলায়ন করে সবে দুঃখ হয় অস্ত ॥
সর্ব্বানর্থনাশী হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
ক্ষুধাতৃষ্ণাস্খলিতাদি বিপদনাশন ॥
ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়।
[illegible] বিক্রম কভু না হয় উদয় ॥
বি[illegible]যের ক[illegible] অবিশ্বাসে নয়।
এ এক রহস্য, [illegible] নিশ্চয় ॥

তত্রৈব ঃ—

কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ ॥
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ।
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসংকীর্ত্তনং স্মৃতম্ ॥
নামসংকীর্ত্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।
বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥

কলিকালকুসর্পের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা হেরি।
ভয় না করিও ভক্ত শুন শ্রদ্ধা করি ॥
কৃষ্ণনাম-দাবানল প্রজ্বলিত হঞা।
সে সর্পের দংষ্ট্রা দগ্ধ করিবে ফেলিয়া ॥

স্কান্দে :—

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ং।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥

এই ঘোর কলিযুগে হরিনামাশ্রয়ে।
কৃতকৃত্য ভক্তগণ ত্যক্ত-অন্যাশ্রয়ে ॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
এই নাম সংকীর্ত্তনে বড় সুখোদয় ॥
সদা যেই গায় [illegible] বিশ্বাস ক[illegible] দিয়া/
[illegible] সদা শুদ্ধ কলিবাধা ন[illegible] দিয়া ॥

বৃহন্নারদীয়ে :—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
তে এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান ॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥

নারকী কীর্ত্তন করে 'হরি' 'কৃষ্ণ' বলি।
হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি ॥

নারসিংহে :—

তথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥

প্রারব্ধখণ্ডন কেবল হরিনামে হয়।
জ্ঞানকর্ম্মে সেই ফল কভু না মিলয় ॥

বিনা হরিকীর্ত্তন কভু কর্ম্মবন্ধ।
খণ্ডন না হয় মুমুক্ষুতা নহে লব্ধ ॥
যে মুক্তি লভিলে আর না হয় কর্ম্মসঙ্গ।
রজস্তমোদোষহীন শূন্যমায়াসঙ্গ ॥

ভাগবতে ষষ্ঠে ঃ—

নাতঃপরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং [illegible] তীর্থপদ [illegible]র্ত্তনাৎ ॥
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু [illegible] মনো। সত্ত্বতে
রজস্তমোভ্যাং [illegible] তোঽন্যথা ॥

ম্রিয়মাণ ক্লিষ্ট জন পড়িতে খসিতে।
বিবশ হইয়া কৃষ্ণ বলে কোনমতে ॥
কর্ম্মার্গলমুক্ত হঞা লভে পরাগতি।
কলিকালে যাহা নাহি লভে অন্য মতি ॥

দ্বাদশে চ ঃ—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

শ্রদ্ধা করি নাম লইলে অপরাধকোটী।
ক্ষমা করে কৃষ্ণ যদি না থাকে কুটিনাটী ॥
ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় যেজন।
বড়ই দুর্ভাগা আর নাহিক মোচন ॥

বিষ্ণুযামলে :—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেবং ন সংশয়॥

মন্ত্র-তন্ত্র ছিদ্র দেশ-কাল-বস্তু-দোষ।
নামসংকীর্ত্তনে যায়, পায় পরম সন্তোষ।
সৎকর্ম্মপ্রধান নাম, তাহার আশ্রয়ে।
অন্য সৎকর্ম্মের সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়ে।

ভা[illegible]

মন্ত্রতন্ত্রতশ্চি[illegible]কালাদিবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিচ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব॥

সর্ব্ববেদাধিক নাম ইহাতে সংশয়।
যে করে তাহার কভু মঙ্গল না হয়।
প্রণব কৃষ্ণের নাম যাহা হৈতে বেদ।
জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝ তত্ত্বভেদ॥
ঋক্-যজু-সামাথর্ব্ব সে কৈল পঠন।
হরি হরি যার মুখে শুনি অনুক্ষণ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে :—

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোপ্যথর্ব্বণঃ
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
ঋক্-যজু-সামাথর্ব্ব পঠ কি কারণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ নাম করহ কীর্ত্তন॥

স্কান্দে :—

না ঋচো না যজুস্তাত না সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

বিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্ব্ববেদাধিক।
'রাম' নাম জান সহস্র নামের অধিক॥

পাদ্মে :—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং
তাদৃক্‌নামসহস্রেণ 'রাম'নামসমং স্মৃতং॥
সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে।
যেই ফল হয় তাহা এক কৃষ্ণ নামে মিলে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
এই নাম সর্ব্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই ষোল নামে সর্ব্বদিক্ বজায় রহিল হে।
সর্ব্বফলসিদ্ধি লাভ এই ষোলনামে হইবে হে॥

ব্রহ্মাণ্ডে :—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রীরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি॥

তীর্থযাত্রাপরিশ্রমে কিবা ফল হবে।
'হরে কৃষ্ণ' নিত্যগানে সব ফল পাবে॥
কিবা কুরুক্ষেত্র কাশী পুষ্কর ভ্রমণে।
জিহ্বাগ্রেতে হরিনাম যাঁর ক্ষণে ক্ষণে॥

স্কান্দে :—

কুরুক্ষেত্রেণ কিন্তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতি যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

কোটি শত কোটি সহস্র তীর্থে যাহা নয়।
(হরিনামকীর্ত্তনেতে সেই ফল হয়॥)

বামনে :—

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানিচ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ :

কুরুক্ষেত্রে বসি বিশ্বামিত্র ঋষি বলে।
শুনিয়াছি বহুতীর্থনাম ধরাতলে॥
হরিনামকীর্ত্তনের-কোটি অংশতুল্য।
কোন তীর্থ নাহি এই বাক্য বহুমূল্য॥

বিশ্বামিত্রসংহিতায়াং :—

বিশ্রুতানি বহুন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি ন তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ॥

বেদাগম-বহু শাস্ত্রে কিবা প্রয়োজন।
কেন করে লোক বহুতীর্থাদি ভ্রমণ॥
আত্মমুক্তিবাঞ্ছা যার সেই সর্ব্বক্ষণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি করুক কীর্ত্তন॥

লঘুভাগবতে ঃ—

কিমাত্ত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনং।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং বদ॥

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিক নাম জানহ নিশ্চয়।
এই কথা বিশ্বাসিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়॥
সূর্য্য-উপরাগে কোটি কোটি গরুদান।
প্রয়াগেতে কল্পবাস মাঘেতে বিধান॥
অযুত যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্ণমেরুদান।
শতাংশেতে হরিনামের না হয় সমান॥

লঘুভাগবতে ঃ—

গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদকে কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥

ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম বহু বহু কৃত হৈলে।
তথাপি সে সব ভবহেতু শাস্ত্রে বলে॥
হরি-নাম অনায়াসে ভবমুক্তিকর।
কর্ম্মফল নামের কাছে অকিঞ্চিৎকর॥

বৌধায়ন-সংহিতায়াং :—

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতুস্তান্যেব হরের্নামতু মুক্তিদম্ ॥

সাংখ্য অষ্টাঙ্গাদি যোগে কিবা আশা ধর।
মুক্তি চাও, গোবিন্দ-কীর্ত্তন সদা কর ॥
মুক্তিও সামান্য ফল নামের নিকটে।
হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥

গারুড়ে :—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কি যোগৈর্ন্নরনায়ক
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে।
যাহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে ॥
সর্ব্বতপ কৈল, সর্ব্বতীর্থে কৈল স্নান।
সর্ব্ববেদ অধ্যয়নে আর্য্য মতিমান্ ॥
এই সব সাধনের বলে ভাগ্যবান।
রসনায় সদা করে হরিনাম গান ॥

ভাগবতে তৃতীয়ে :—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

সর্ব্ব-অর্থ-দাতা হরিনাম মহামন্ত্র।
ফুকারিয়া বলে যত বেদাগমতন্ত্র॥
হরিনামদলে সর্ব্ব ষড়্-বর্গদমন।
রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্ম-সাধন॥

স্কান্দে ঃ—

এতৎ ষড়্ বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥
গুণজ্ঞ সারভুক্ আর্য্য কলিকে সম্মানে।
সর্ব্বস্বার্থ লভি কলৌ নামসংকীর্ত্তনে।

ভাগবত একাদশে ঃ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সার-ভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে।

সর্ব্বশক্তিমান্ নাম কৃষ্ণের সমান।
কৃষ্ণের সকল শক্তি নামে বর্ত্তমান॥
দানব্রতস্তপস্তীর্থে ছিল যত শক্তি।
দেবগণে কর্ম্মকাণ্ডে হইয়া বিভক্তি॥
রাজসূয়ে অশ্বমেধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে।
সব আকর্ষিয়া কৃষ্ণ নিল আপন নামে॥

স্কান্দে ঃ—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥

রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানমধ্যাত্মবত্তনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥

দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অর্থ শক্তি।
যুক্ত সব নাম, তঁহি মধ্যে যাতে আনুরক্তি॥
সেই নাম সর্ব্ব অর্থে যোজনা করিবে।
সর্ব্ব অর্থ শক্তি হৈতে সকলই মিলিবে॥

ব্রহ্মাণ্ডে :—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ॥

হৃষীকেশ-সংকীর্ত্তনে জগদানন্দিত।
অনুরাগে হৃষ্টচিত্ত সর্ব্বদা সম্প্রীত॥
দৈত্যরক্ষ ভীত হঞা পলাইয়া যায়।
সিদ্ধসংঘ সদা প্রণমিত তাঁর পায়॥
যেই কৃষ্ণ সেই নাম নামের প্রভাব।
উপযুক্ত বটে তাতে না থাকে অভাব॥

গীতায়াং :—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥

বর্ণাদি বিচার নাহি শ্রীনামকীর্ত্তনে।
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যা বিধি বাধা নাই গণে॥
নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
যার মুখে সদা শুনি পূজ্য গুরু সেই জন॥
শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে।
কৃষ্ণ নাম করে যেই পূজ্য সর্ব্ব মতে॥

বৃহন্নারদীয়ে :—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥
স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজং স্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চবদংস্তথা
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশ যবনাদি কেন নয়।
কৃষ্ণনাম গায় সেও গুরু পূজ্য হয়॥

নারায়ণব্যূহস্তবে :—

স্ত্রীশূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥

অন্যগতিশূন্য ভোগী পর-উপতাগী।
ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞানবৈরাগ্যহীন পাপী॥
সর্ব্বধর্ম্মশূন্য নামজপী যদি হয়।
তাহার যে সুগতি তাহা সর্ব্ব ধার্ম্মিকের নয়॥

পাদ্মেঃ—

অনন্তগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ

হরিনামগ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই।
উচ্ছিষ্ট অশৌচে বিধি নিষেধ না পাই॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ঃ—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি, শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকঃ॥

কৃষ্ণ নাম সদা সর্ব্বত্র করহ কীর্ত্তন।
অকালাদি নাহি মাত্র নাম স্বতন্ত্র পাবন॥

স্কান্দে ঃ—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥

যজ্ঞে দানে স্নানে জপে আছে কালের নিয়ম।
কৃষ্ণকীর্ত্তনে কালাকালচিন্তা মহাভ্রম॥
দেশ-কাল-নিয়মাদি নামে কভু নাই।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সদা করহ সবাই॥

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ :—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্থানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥

সংসারে নির্বিণ্ণচিত্ত অভয়পদ চায়।
হেন যোগীর জন্য নাম একমাত্র উপায়॥

ভাগবতে :—

এতান্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

হরিনাম বিনা আর সকল মুক্তিদাতা।
কেহ নাহি ত্রিজগতে, নামই জীবের ত্রাতা।
একবার মুখে বলে হরি দু'অক্ষর।
সেই জন মোক্ষপ্রতি বদ্ধপরিকর॥

স্কান্দে :—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধ-পরিকর স্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

জিতনিদ্র হঞা একবার নারায়ণ বলে।
শুদ্ধ-চিত্ত হঞা সেই নিবর্বাণপথে চলে॥

পাদ্মে :—

সকৃদুচ্চারয়েদ্‌যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥

এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে 'হরে হরে'
সদ্যোমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে ॥

ভাগবতে :—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশোগৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥

মৃত্যুকালে বিবশে যে করে উচ্চারণ।
তাঁর অবতার নাম লীলা বিড়ম্বন ॥
বহুজন্মদুরিত সাহস ত্যাগ করি।
যায় সে পরমপদে ভজে সেই হরি ॥

তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তুতৌ :—

যস্যাবতার গুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি।
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্ম শমলং সহসৈব হিত্বা।
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥

চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভোজনে শয়নে।
কলিদমন কৃষ্ণোচ্চারে বাক্যের পূরণে ॥

হেলাতেও করি নাম নিজ স্বরূপ পাঞা।
পরমপদ বৈকুণ্ঠে যায় নির্ভয় হইয়া ॥

লিঙ্গ পুরাণে ঃ—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিবর্দ্ধনং ॥
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তং পরং ব্রজেৎ ॥

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণ-নাম।
তাকে প্রীতিকরে কৃষ্ণ করুণা-নিদান ॥
মদ্যপানে ভূতাবিষ্ট বায়ু-পীড়া-স্থলে।
হরিনামোচ্চারে মুক্তি তাঁর করতলে ॥

বারাহে ঃ—

বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্য সুরাপোব্যাধিতোঽপি বা।
মুক্তোজায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥

হরিনাম স্বতঃ পরমপুরুষার্থ হয়।
উপেয়-মাঙ্গল্য-তত্ত্ব পরংধনময় ॥
জীবনের ফল বস্তু কাশীখণ্ডে বলে।
পদ্মপুরাণেও তাহা কহে বহুস্থলে ॥

কাশীখণ্ডে পাদ্মে চ ঃ—

ইদমেবহি মাঙ্গল্যং এতদেব ধনার্জ্জনং।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্যদ্দামোদরকীর্ত্তনম্ ॥

সর্ব্ব মঙ্গলের মূল পরম মঙ্গল।
চিত্তত্ত্ব-স্বরূপ সর্ব্ববেদবল্লীফল ॥
কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায়।
নর-মাত্র ত্রাণ পায়, সর্ব্ববেদে গায় ॥

প্রভাসখণ্ডে ঃ—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ॥
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

ভক্তির প্রকার যত শাস্ত্রে দেখা যায়।
তঁহি মধ্যে নামাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বলি গায়।
কষ্টেতে অষ্টাঙ্গ যোগে বিষ্ণুস্মৃতি সাধে।
ওষ্ঠস্পন্দনেই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন বিরাজে ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ ঃ—

অতচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণো র্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততোবরম্ ॥

দীক্ষা পূর্ব্বক অর্চ্চন যদি শত জন্ম করে।
তাহার জিহ্বায় নিত্য হরিনাম স্ফুরে ॥

তত্রৈব ঃ—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ ॥
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠতি ভারত।

সত্যযুগে বহুকালে যাহা তপোধ্যানে।
যজ্ঞাদি যজিয়া ত্রেতায় যেবা ফল টানে॥
দ্বাপরে অর্চ্চনাঙ্গেতে পায় যেবা ফল।
কলিতে হরিনামে পায় সে সকল॥

বিষ্ণুপুরাণে ঃ—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥
কলিকালে মহাভাগবত বলি তারে।
কীর্ত্তনে যে হরিভজে এ ভব-সংসারে॥

স্কান্দে ঃ—

মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনং।
চিদাত্মক হরিনাম বারেক উচ্চারে।
শিব-ব্রহ্মা অনন্ততার ফল কহিতে নারে॥
নামোচ্চারণমাহাত্ম্য অদ্ভুত বলি গায়।
উচ্চারণমাত্রে নর পরমপদ পায়॥

বৃহন্নারদীয়ে ঃ—

সকৃদুচ্চারয়ন্তোব হরের্নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতং॥
সকৃদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥

কৃষ্ণ বলে "শুন অর্জ্জুন বলিব তোমায়।
শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায়॥
সেই নাম মম হৃদি সদা বর্ত্তমান।
নামসম ব্রত নাই, নামসম জ্ঞান॥
নামসম ধ্যান নাই, নামসম ফল।
নামসম ত্যাগ নাই, নামসম বল॥
নামসম পুণ্য নাই, নামসম গতি।
নামের শক্তি গানে বেদের নাহিক শকতি॥
নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি।
নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা স্থিতি॥
নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি।
নামই পরমাপ্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি॥
জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভু।
পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু॥"

আদিপুরাণে ঃ—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।
ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতং।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ॥

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যং নামৈব পরমো গুরুঃ।

হরিনাম মাহাত্ম্যের কভু নাহি পার।
যে নাম শ্রবণে সদ্য পুক্কশ-উদ্ধার॥

ভাগবতে ষষ্ঠে ঃ—

যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।

স্বপনে জাগ্রতে যে বা জল্পে কৃষ্ণনাম।
কলিতে সে কৃষ্ণরূপী, কৃষ্ণের বিধান॥

বারাহে ঃ—

কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্ব্রজংস্তথা।
যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ॥

কৃষ্ণ বলি নিত্য স্মরে সংসার-সাগরে।
জলোত্থিত পদ্ম যেন নরকে উদ্ধারে॥

নারসিংহে ঃ—

কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥

কৃষ্ণনাম সর্ব্বমুখ্য জীবের আশ্রয়।
অশেষ পাপ হরে, সদ্যপাপমুক্তিকর ॥

প্রভাসখণ্ডে :—

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ॥

নাম চিন্তামণি, কৃষ্ণ, চৈতন্য-স্বরূপ।
পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত নামনামী একরূপ ॥

অন্যত্রাপি :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ ॥

বিষ্ণুনাম বিষ্ণুশক্তি যেই জন জানে।
সুমতি প্রার্থনা করে অপ্রাকৃত জ্ঞানে ॥

শ্রুতৌ :—

ওঁ আস্য জানন্ত নাম চিদ্বিবক্তন।
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥

স্থানেশ্বরী কৃষ্ণদাস যোড় করি কর।
বলে প্রভু এক বস্তু প্রার্থনা হামার ॥
এরূপ মাহাত্ম্য নামের শুনিনু শ্রবণে।
সর্ব্বত্র সমান ফল নাহি হোয় কেনে ॥

প্রভু বলে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল।
বিশ্বাস-অভাবে কেহ নাহি লভে ফল॥
প্রভু বলে অন্তর্যামী নাম ভগবান্।
বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান॥
নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে।
নামের ফল নাহি পায় নাম-অপরাধে মরে॥
অর্থবাদ করে ফলে বিশ্বাস ত্যজিয়া।
ফল নাহি পায় থাকে নরকে পড়িয়া।

কাত্যায়ন-সংহিতায়াং ঃ—

অর্থবাদং হরেনাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যানাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ ঃ—

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসার-ঘোর-বিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥

ইতি প্রেমবিবর্ত্ত সমাপ্ত।

শ্রীদাস-গোস্বামিনঃ স্বনিয়মদশকম্

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবরশীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥১॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথেঽপি সুজনা-
দ্রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি ন
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতস্তন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবং ॥২॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্যুগবিরহিতোঽপি ক্রটীমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি ন হি চলামী স্ফুটমপি॥৩॥

গতোন্মাদৈর্ব্বাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়ং
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরং
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ
প্রমীলঃ কারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সুহৃদ্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুরয়ং ॥ ৫

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈদিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটিদাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥ ৬ ॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া
তনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥ ৭ ॥

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজনসমুদয়ৈর্ব্বাঢ়মসুধী
দুরন্ধোনীরন্ধ্রং কদনভরবাহৌ নিপতিতঃ।
ভৃশং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেহন্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥ ৮ ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ৯ ॥

স্ফুরল্লক্ষ্মীলক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভরলস-
দ্বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা স্মরনিকরদিব্যদ্গিরিভৃতোঃ
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবিরবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যাপ্রিয়তমজনস্যৈব চরণঃ ॥ ১০ ॥

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়মশংসিত্তকমিদং
পঠেদ্যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়বগুরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি রসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি সহিতেনৈব সহিতঃ ॥ ১১ ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকং সম্পূর্ণম্ ॥ * ॥

[illegible] বিষ্ণু, তাঁহার কীর্ত্তনে।
যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূত-প্রেতগণ।
বিনায়ক-ডাকিন্যাদি হিংস্রক সমস্ত।
পলায়ন করে সবে দুঃখ হয় অন্ত॥
[illegible] হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
[illegible] বিনাশন॥
[illegible] সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়।
[illegible] বিঘ্ন কভু না হয় উদয়॥
[illegible] নামের কথা, অবিশ্বাস [illegible]।
[illegible] এক [illegible] নিশ্চয়।

তত্রৈব ঃ—

[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।

[illegible] কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা তেরি।
ভয় না করিও ভক্ত শুন শ্রদ্ধা করি।
কৃষ্ণনাম-দাবানল প্রজ্বলিত হঞা।
সে সর্পের দংষ্ট্রা দগ্ধ করিবে ফেলিয়া॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ঃ—

যস্য নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যত্র কীর্ত্তিতা
অপরাধাংস্তু তৈর্ক্ষম্যাংস্তং ন সংশয়ঃ ॥

নাম-বস্তু দিব্য প্রেম-সাম-বস্তু-দোষ।
নামসহ [illegible] সংকর্ম্মপ্রধান যজ্ঞ, তাহার আশ্রয়
অন্য সৎকার্য্যের [illegible] বিশুদ্ধ

ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে

[illegible] দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিষ্ণাতং নামসংকীর্ত্তনং [illegible]
[illegible] নাম [illegible] সংশয়।
যে করে তাহার প্রভু মঙ্গল না হয়
প্রণব কৃষ্ণের নাম যাহা হৈতে বেদ
জানিল ব্রহ্মার হৃদে বুঝা [illegible]
ঋক্-যজু-সামাথর্ব্ব যে কেবল পঠন
তার তার যার মুখে শ্যাম অনুক্ষণ।

বিষ্ণুরহস্যে ঃ—

ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বণঃ
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরির্ব্যাহরদ্বয়ম্ ॥
ঋক্-যজু-সামাথর্ব্ব পঠ কি কারণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ নাম করহ কীর্ত্তন।